প্লাবন

[সামাজিক নাটক]

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
নট্ট কোম্পানির দলে অভিনীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

প্রকাশক - শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

প্রিণ্টার- কে, সি, ধর
ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩২৭, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

নট্ট কোম্পানির প্রগতিশীল স্বত্বাধিকারী

পরম-স্নেহভাজন শ্রীমাখন লাল নট্ট

চিরঞ্জীবেষু—

গ্রন্থকার।

ভূমিকা

যাত্রাভিনয়ে অবিমিশ্র সামাজিক নাটক পরিবেশন করা যায় কি না, এর আগে একবার আমি তা পরীক্ষা করে সুফল পেয়েছি। "প্লাবন" নাটকে আর একবার পরীক্ষা করে দেখলাম,—দশ বছরের মধ্যে যাত্রারসিকদের রুচির অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হয়েছে। আজ আর যাত্রার আসরে পোষাক নাচ আর গানের বাহুল্য অপরিহার্য্য নয়। মূলতঃ অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিতের জন্যই যাত্রাভিনয় এই যাঁদের ধারণা, তাঁদের আজ দেখাবার উপায় নেই যে ছেঁড়া চটের উপর বসেও সাজসজ্জা বিহীন গান বাজনা বর্জ্জিত প্রায় সামাজিক নাটক দর্শকেরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখে যদিও তার মধ্যে না আছে রং তামাশা, না আছে দেশাত্মবোধের উষ্ণতা। এই হিসাবে "প্লাবন" নাটক যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

এই দুঃসাহসিক অভিনয়ে আমার সঙ্গী ছিলেন নট্ট কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীমান মাখন নট্ট ও যাত্রাভিনেতার "গুরুমশাই" সূর্য্য দত্ত। এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ইতি—

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে।

পরিচয়

—পুরুষ—

অগ্নিবরণ রায়	... ...	রতন গাঁয়ের রাজা।
গোবর্দ্ধন	... ...	দেওয়ান।
সিদ্ধেশ্বর	... ...	নায়েব।
ভজন সিং	... ...	পাইক।
বিদ্যুৎ	... ...	রাজার বন্ধু পুত্র।
গোরা	... ...	সিদ্ধেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র।
ভানু	... ...	সিদ্ধেশ্বরের পুত্র।
বিনোদ	... ...	বিড়িওয়ালা।
সিরাজ	... ...	চাষী।
আদম	... ...	ঐ পুত্র।
হর্দ্দম খাঁ	... ...	সমাজ বিরোধী ব্যক্তি।
বাঘাম্বর চূড়ামণি	... ...	ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
চণ্ডীপাল	... ...	কুম্ভকার।

কবি, জেলার, যুবকগণ।

—স্ত্রী—

বিষ্ণুপ্রিয়া	... ...	রাণী।
শ্যামা	... ...	রাজকন্যা।
জিন্নৎ	... ...	সিরাজের মেয়ে।
শঙ্করা	... ...	সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

কবরের কান্না শ্রীকানাই লাল নাথ প্রণীত। আর্য্য অপেরার বিজয় বৈজয়ন্তী। ঐতিহাসিক নাটক। লক্ষ লক্ষ দর্শকের প্রশংসা মুখর। সেলিম ও মেহের প্রণয়। আকবর কর্ত্তৃক বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। সিপাহশালার শের আফগানের সহিত মেহেরউন্নিসার বিবাহ ও শেরের বাংলার সুবাদারী লাভ। শাহাজাদা সেলিমের জাহাঙ্গীর নাম ধারণ ও ভারত সিংহাসনে আরোহণ। রূপবতী মেহের উন্নিসার লোভে ভীষণ ষড়যন্ত্র। মেহের উন্নিসার বিশ্বাসঘাতকতায় শের আফগানের শোচনীয় মৃত্যু। মাটিতে স্বামীর কবর রচনা করিয়া মেহের উন্নিসার দিল্লী যাত্রা। নূরজাহান [জগতের আলো] নাম ধারণ করিয়া ভারত সাম্রাজ্ঞীর আসন লাভ। বাংলার মাটিতে কবরের তলায় শের আফগানের করুন বিলাপ। "মেহের হামারা মেহের হামারা।" মূল্য ২·৭৫ টাকা।

ছিন্নতার শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। অম্বিকা নাট্য কোম্পানির যশের হিমালয়। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক। দুর্দ্ধর্ষ মারাঠারাজ শিবাজীর সহিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের লোমহর্ষণ যুদ্ধ। তেজস্বিনী রাণী সাবিত্রীবাঈ, মাতৃভক্ত যুবরাজ কিঙ্কর, শয়তান মাথুজী, ভাগ্যহীনা কুন্তলী আর রাজর্ষি শিবাজী—এই পাঁচ ফুলে কি অপূর্ব্ব সাজি প্রস্তুত হইয়াছে, দেখিয়া তৃপ্ত হউন। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

গরীবের মেয়ে শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। অম্বিকা নট্ট কোম্পানিতে অভিনীত। রামায়ণের ঐতিহাসিক নাটক। জন্মদুখিনী সীতারমতই এযুগের আর একটি সীতার করুণ কাহিনী রাজপুত্র থাকে প্রাসাদে, গরীবের মেয়ে থাকে কুটীরে। প্রজাপতি সম্বন্ধ অপূর্ব্ব ভাষায় রূপায়িত গড়ে তুললেন, মানুষ দিল ভেঙ্গে। কনিষ্ঠ রাজ কুমার জুড়ে দিল ছিন্নতার। অলক্ষ্যে হাসল নিষ্ঠুর নিয়তি। তারপর ? নীলকণ্ঠের ষড়যন্ত্র, কঙ্করের পত্নীত্যাগ, মহারাণীর নিস্ফল প্রতিরোধ। বয়ে গেল অশ্রুর বন্যা, মাটির বুকে আঁকা রইল রক্তের আলপনা। গরীবের মেয়ে কলির সীতা কোথায় গেল ? প্রাসাদে না পাতালে ? মূল্য ২·৭৫ টাকা।

প্লাবন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ।

[নেপথ্যে পূজার ঢাক বাজিতেছিল। অন্যদিকে গ্রামবাসীদের আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছিল—"প্লাবন প্লাবন, রক্ষা কর, সব তলিয়ে গেল।"]

গীতকণ্ঠে ভীত পলায়িত দরিদ্র চাষীদের প্রবেশ।

চাষীগণ। গীত :

ওরে ওই প্লাবন এলো, পালিয়ে চল।
নদীনালা আসছে তেড়ে দিন পেয়েছে ঝড় বাদল।
ভেসে গেছে ছাগল গাই,
বিত্তি ব্যাসাৎ কিছুই নাই,
তলিয়ে গেছে ধানের ক্ষেত সৃষ্টি গেল রসাতল।
আসছে যে মা গজে চেপে,
আকাশ গাঙ তাই গেছে ক্ষেপে,
ও দুগ্‌গা মা তুমি ছাড়া দুঃখী জনার কি সম্বল?

মুকুন্দ। একি হ'ল তালুই, একি হ'ল? কাল বাদে পরশু মা দুগ্‌গার পূজো, আর আজ আমাদের এ সর্ব্বনাশ হ'ল?

বগলা। সব মায়ের পরীক্ষা মুকুন্দ।

মুকুন্দ। একি সর্ব্বনেশে পরীক্ষা তালুই? আমার যে সর্ব্বস্ব তলিয়ে গেল। গেল সনের মরাই ভরা ধান, গরু বাছুর মায় আটচালা পর্য্যন্ত কোথায় ভেসে গেছে ঠিক ঠিকানা নেই। হায় হায়, আমি এখন করব কি?

বগলা। ধৈর্য্য ধর্ মুকুন্দ, অস্থির হস্‌নে। সব মায়ের পরীক্ষা।

ফেলা। তোমার আর বলতে আটকাচ্ছে কিসে? এক কড়া জমি নেই যে জলে তলিয়ে যাবে। একখানা কুঁড়ে ঘর নেই যে বন্যায় ভেসে যাবে। জরু গরু ত সব কবেই খেয়ে ফেলেছ। সর্ব্বনাশ যা হবার আমাদেরই হ'ল। দু'শো মণ পাট ঘর ভর্ত্তি করে রেখেছিলাম; সব এলোকেশীর জলে অচিন হয়ে গেল। হায়রে আমার পাট!

মুকুন্দ। হায়রে আমার ধান!

ফেলা। পাটের সঙ্গে ধান মেশাস্ নি বল্‌ছি। ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

বগলা। স্থির হও, ধৈর্য্য ধারণ কর, সব মায়ের পরীক্ষা। যা গেছে গেছে, আরও যা আছে সব যাক্, শুধু ভক্তি করে মাকে ডাক,—দেখবি বন্যার জল এখনি সরে যাবে।

সকলে। মা! মা!

গীতকণ্ঠে কবির প্রবেশ।

কবি। গীত।

শিশু ত আর নয়রে তোরা ডাকিস্ কেন মায়?
বুক ফুলিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়া আপন পায়!
দশটা বাড়ী ভেসে গেছে, বিশটা আছে খাড়া,
যা ছুটে যা মরবি কেন, চালের তলায় দাঁড়া,

দেখ দেখি কার প্রাসাদ খালি,
ওঠনা ঠেলে,—নাই সুধালি,
মা মা বলে কাঁদিসনে আর দুর্ব্বলেরেই বাঘে খায়!

মুকুন্দ। যাও কবি যাও, এখন আর গান ফান ভাল লাগে না। বন্যায় বাড়ী ঘর ক্ষেত খামার তলিয়ে গেল, আর তুমি এসেছ গান শোনাতে? কি বলতে চাও তুমি?

কবি। কেন এল বন্যা? কেন ভেসে গেল গরীবের ঘরবাড়ী? দশ বছর ধরে চেঁচিয়ে আমাদের মুখে রক্ত উঠে গেল, তবু রাজা বাহাদুর বাঁধ বেঁধে দিলে না কেন? এলোকেশীর বাঁধ বাঁধানোর জন্যে গলায় সাঁড়াশী দিয়ে আমাদের কাছ থেকে খাজনা নিয়েছে। কোথায় সে বাঁধ? জিজ্ঞেস করো রাজা বাহাদুরকে কেন বাঁধ কাটানো হয় নি? জবাব যদি না পাই, মাথা ভাঙ্গব রাজা বাহাদুরের। আয় চলে আয়।

[প্রস্থান।

সকলে। বদ্ধ পাগল।

[প্রস্থান।

জিন্নতের প্রবেশ।

জিন্নৎ। এখনও ত দাদা তার দুলুভাইকে নিয়ে এল না। বাপজান, বাপজান,—কোথায় গেল বল দেখি। কারও সাড়া শব্দ নেই? আমাকে যে ব'লে দিলে, কালীতলার মোড়ে এসে দাঁড়াতে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, কেউ এল না। বাড়ীঘর তলিয়ে গেছে, পথঘাট চিনি না। সন্ধ্যে হ'য়ে গেল। সবাই ছুটে পালাচ্ছে, আমি কি করব? যেতেও পাচ্ছি না, দাঁড়াতেও ভরসা হচ্ছে না, —দাদা,—দাদা, বাবাই বা কোথায় গেল?

হর্দ্দম খাঁর প্রবেশ।

হর্দ্দম। কে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ? শীগ্‌গির চলে এস।

জিন্নৎ। কোথায় যাবো?

হর্দ্দম। নৌকোয়।

জিন্নৎ। কার নৌকো?

হর্দ্দম। যারই হক্‌ না। তুমি এস না। বলি বাঁচতে হবে ত?

জিন্নৎ। আর বাঁচতে হবে না, কাউকে বাঁচতে হবে না খোদা যখন গরীবের উপর এমনি নির্য্যাতন কচ্ছেন, তখন পালিয়েও আর রক্ষে নেই।

হর্দ্দম। আরে দুর, দেখছ না। এলোকেশী থাবা তুলে এগিয়ে আসছে যে। এস না। কার মেয়ে তুমি?

জিন্নৎ। আমার বাপ সিরাজ মিঞা।

হর্দ্দম। তাই বল। তবে ত তুমি আমাদের আত্মীয়।

জিন্নৎ। আপনি কে?

হর্দ্দম। আমার নাম হর্দ্দম খাঁ! তোমার বাবা হচ্ছে আমার মামাত ভাইয়ের তালুই। দেখ দেখি, এত আপনারজন তুমি, তোমাকে আমি চিনতে পারলুম না। আমার যে গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। চলে এস, চলে এস।

জিন্নৎ। আমি যাব না। আপনি যান।

হর্দ্দম। তোমাকে ফেলে আমি যাই কি ক'রে?

জিন্নৎ। না যান মরুন। বাবা আমায় এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছেন বাবা না এলে আমি নড়ব না।

হর্দ্দম। আরে তোমার বাবাকে যে রাজা বাহাদুরের লোকেরা ধরে নিয়ে গেল।

জিন্নৎ। কেন? কেন?

হর্দ্দম। কেন আবার? খাজনার দায়ে।

জিন্নৎ। খাজনা? বানের জলে সব তলিয়ে গেল, মানুষগুলো জন্তু জানোয়ারের মত প্রাণের ভয়ে ছুটোছুটি কচ্ছে, তবু গলায় সাঁড়াশী দিয়ে রাজার খাজনা আদায় করবে? দেশে কি মানুষ নেই? কেউ এর প্রতিকার করবে না?

হর্দ্দম। দাঁড়াও না। আগে তোমাকে নিরাপদে রেখে আসি, তারপর দেখব, কেমন ক'রে ওরা তোমার বাপকে নিয়ে যায়। পাইক ব্যাটাদের যদি আমি মাথা ফাটিয়ে এলোকেশীর জলে ফেলে না দিয়েছি ত আমি মুসলমানের ছেলে নই। এস।

জিন্নৎ। বল্‌ছি ত আমি যাব না।

হর্দ্দম। যাবে না বললে আমি শুনব কেন? একটা ত ধর্ম্ম আছে?

জিন্নৎ। ধর্ম্ম আমারও আছে খাঁ সাহেব। আমার খসম আমায় নিয়ে যেতে এসেছিল। জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে দেখে এসেছি। দাদা তাকে ভেলায় ক'রে নিয়ে আসছে। তারা এলে আমি তাদের সঙ্গেই যাবো।

হর্দ্দম। ততক্ষণে বান এসে পড়্‌বে যে।

জিন্নৎ। আসুক্, তবু আমি যাব না।

হর্দ্দম। যাবে না বললেই হ'ল? আমি আপনজন হ'য়ে তোমায় ফেলে চলে যাব, তাকি হয়? তোমারি ভালর জন্যে তোমাকে আমি টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে যাব।

জিন্নৎ। কেন বল ত খাঁ সাহেব? আমার মুখখানা সুন্দর দেখেছ বুঝি?

হর্দ্দম। আরে ছিঃ।

জিন্নৎ। চাষীদের আজ চরম দুর্দ্দিন। যার যা সম্বল ছিল সবই এলোকেশী গ্রাস করেছে। পশুর সঙ্গে মানুষের আজ আর কোন তফাৎ নেই। হিন্দুর ভগবান, মুসলমানের আল্লা—সবাই মুখ ফিরিয়েছেন। মরণ এসে যাদের শিয়রে দাঁড়িয়েছে, তাদের রক্ষা করতে একখানা হাত তুলতে পারলে না, এসেছ এই মৃত্যুর ভয়াল তাণ্ডবলীলার মাঝখানে রূপের সেবা করতে? কিন্তু বড় শক্ত মাটিতে এসেছ মিঞা। এ মাটি ধস্‌বে, তবু ফাট্‌বে না।

হর্দ্দম। না ফাটলে কি চলে পিয়ারি? এর ওষুধ আমার জানা আছে। [হাত ধরিল]

গোরা আসিয়া তাহার গলদেশ ধারণ করিল।

হর্দ্দম। কোন্ ব্যাটারে?

গোরা। হাত ছাড়, হাত ছাড় বলছি। ছাড়বে না? [হর্দ্দমের হাতের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া তাহাকে গলা ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল।]

হর্দ্দম। ওরে বাবা।

গোরা। গুণ্ডামির আর জায়গা পাওনি? [প্রহার]

হর্দ্দম। আরে বাপ্!

গোরা। লুচ্চামির আর সময় ছিল না? মানুষের সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল, শত শত লোক গৃহহারা হ'য়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুট্‌ছে, আর তুমি এসেছ রূপসীর সন্ধানে? [প্রহার]

হর্দ্দম। ইয়া আল্লা।

গোরা। চুপ্‌, আল্লার নাম করলে তোকে আমি খুন করব।

জিন্নৎ। থাক্ থাক্, যেতে দিন। খুন খারাপিতে কাজ নেই।

হর্দ্দম। আমি যদি তোকে বাড়ীর কাছে পাই, তাহলে তোর মাথাটা ধড় থেকে নামিয়ে দেব, তবেই আমার নাম হর্দ্দম খাঁ।

জিন্নৎ। হর্দ্দম খাঁ!

গোরা। তুমিই বিখ্যাত গুণ্ডা হর্দ্দম খাঁ? খুনের মামলায় তোমার না বিচার হচ্ছে? জামীনে খালাস আছ বুঝি? [গলায় হাত দিয়া] বেরো, বেরো বলছি। [ধাক্কা দিল, হর্দ্দম খাঁ দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল]

হর্দ্দম। আচ্ছা, তাহলে ফের দেখা হবে। আদাব।

[প্রস্থান।

গোরা। কার মেয়ে তুমি?

জিন্নৎ। আমার বাবার নাম সিরাজ মিঞা।

গোরা। একা একা যাচ্ছ কোথায়? তোমার কি কেউ নেই?

জিন্নৎ। সবাই আছে ভাই! বাপের বাড়ী নাইহর এসেছিলাম। স্বামী আমায় নিয়ে যেতে এসে জ্বরে বেহুঁস হয়ে আছে। এর মধ্যে এল বন্যা। দাদা তার দুলুভাইকে ভেলায় ক'রে নিয়ে আসছে। বাবা আমায় এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে ওদের খোঁজে চলে গেছে। কেউ আসছে না, আমিও যেতে পাচ্ছি না। সন্ধ্যে হ'য়ে এল, কেন এখনও এলো না?

গোরা। একা একা তুমি এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে?

জিন্নৎ। যতক্ষণ ওরা না আসে।

গোরা। ওদের আসতে যদি দেরী হয়?

জিন্নৎ। তবু আমি দাঁড়িয়ে থাকব।

গোরা। আর গুণ্ডাটা এসে তোমার মুখে কাপড় দিয়ে ধরে নিয়ে যাক্।

জিন্নৎ। যায় যাক্, কি আর করব?

গোরা। এত নির্ব্বোধ না হলে, তোমাদের এ দুর্দ্দশা হবে কেন? গলায় সাঁড়াশী দিয়ে রাজাবাহাদুর দিনের পর দিন খাজনা নিয়ে যাচ্ছে, পূজোয়, পার্ব্বণে, বিবাহে, অন্নপ্রাশনে গালে চড় দিয়ে নজর আদায় কচ্ছে, তবু এলোকেশীর বাঁধ বাঁধা হল না, দুটো ভাল পুকুর কাটা হল না? বর্ষাকালে রাস্তাঘাটে নদী বয়ে যায়। তোমরা মরবে না ত মরবে কে? কিন্তু আমি এখন কি করি? ওদের উদ্ধারে যাবো না তোমাকে আগ্‌লাব?

জিন্নৎ। আমাকে আগলাতে হবে না। আপনি যান।

গোরা। তোমার বাপটাই বা কি রকম? এত বড় সোমত্ত মেয়েকে একা রেখে কাঁথা বালিশ আনতে গেল?

জিন্নৎ। কাঁথা বালিশ আনতে নয়। জামাইকে আনতে।

গোরা। জামাই মরুক্।

জিন্নৎ। যা' তা' বলবেন না। যান, চ'লে যান। কে ডেকেছে আপনাকে? কেন এসেছেন আপনি আমাদের উদ্ধার করতে?

গোরা। মাথায় পোকা আছে কিনা, তাই এসেছি। নইলে তোমরা মরে গেলে আমার কি? সে কোন্ সত্যযুগে এই মাটিতে আমি জন্মেছিলাম। জন্মেই বাপ মা দু'জনকে খেয়েছি। মামার বাড়ীতে সুখেই ছিলাম। যে মাটির শস্য আমি এক কণাও খাইনি, —তারই জন্যে প্রাণটা পাগল হ'য়ে উঠলো। দেখতে এলাম পাখী ডাকা বনে জঙ্গলে ঘেরা গাঁয়ের মাটি। দেখলাম এখানে সবই আছে, শুধু মানুষ নেই। যে নেয়, সে শুধু নিয়েই যায়, দেয়

না কিছু। আর যে দেয়, সে চাইতে জানে না, গলা টিপে আদায় করতে জানে না। এরা শুধু মরতেই শিখেছে, বাঁচতে শেখেনি। তাই আর ফিরে যাওয়া হ'ল না। বাঁচি ত তোমাদের নিয়েই বাঁচব। মরি যদি, তোমাদের সঙ্গেই মরব।

জিন্নৎ। কে আপনি?

গোরা। আমি ভাই।

ভাদুর প্রবেশ।

ভাদু। দাদা,—

গোরা। কি রে ভাদু?

ভাদু। কেউ এল না দাদা। শিবতলার আখড়ায় পঞ্চাশজন জোয়ান ছেলে ব্যায়াম কচ্ছে। বিপন্নের উদ্ধারে কেউ ছুটে এল না। একটা ঘরে পঁচিশজন বসে গান বাজনা কচ্ছে. কত তাদের সাধ্যা-সাধি করলুম,—আমায় দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে।

গোরা। নৌকো? নৌকো পেয়েছিস?

ভাদু। না, কেউ একখানা নৌকো দিলে না। নদীতে কত নৌকো ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছে, কোন নৌকোয় একজন বিপন্ন চাষীকেও তুলে নিলে না।

গোরা। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক। এই মেয়েটির বাপ ভাই না আসা পর্য্যন্ত একে পাহারা দিবি। গুণ্ডার দল আশে পাশেই ওৎ পেতে আছে। যে কেউ এর ছায়া মাড়াবে, তাকে কুকুরের মত এলোকেশীর জলে ডুবিয়ে মারা চাই।

ভাদু। তুমি সিরাজ মিঞার মেয়ে নও? তোমার স্বামীই ত হুমায়ুন।

গোরা। হুমায়ন? কোন্ হুমায়ুন? বকুলডাঙ্গার হুমায়ুন পণ্ডিত?

জিন্নৎ। আপনি তাকে চেনেন?

গোরা। চিনি ভগ্নি। আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়েছি। যাক্, আমি চললুম। ভানু, সাবধান, হর্দ্দম খাঁ কাছেই আছে। দরকার হয় তার মাথা নিয়ে ফাঁসী কাঠে ঝুলবি, তবু অন্যায় সহ্য করবি না। আদাব ভগ্নি, আদাব।

[প্রস্থান।

জিন্নৎ। তুমি আবার কে?

ভানু। আমি ভাই। আমি কাছেই আছি বোন্, কোন ভয় নেই। যে কেউ তোমার অনিষ্ট করতে হাত বাড়াবে, আমি তাকে যমের বাড়ীর পথ দেখিয়ে দেব।

জিন্নৎ। একি আশ্চর্য্য! মুসলমানের মেয়েকে রক্ষা করতে কোন মুসলমান এগিয়ে এলো না—তোমরা এ দুর্য্যোগের মধ্যে প্রাণ হাতে ক'রে বেরিয়ে এসেছ? তোমরা ত হিন্দু।

ভানু। হাঁ দিদি, আমরা বাঙালী। আমরা ভাই।

[প্রস্থান।

জিন্নৎ। আজব দেশ এই বাংলা, আশ্চর্য্য প্রাণ এই হিন্দুর।

সিরাজের প্রবেশ।

সিরাজ। জিন্নৎ, জিন্নৎ,

জিন্নৎ। ওরা কই বাবা? দাদা কই? আর দুলুভাই কই?

আদমের প্রবেশ।

আদম। আমি এসেছি বোন, কিন্তু দুলুভাই আসেনি।

সিরাজ। আসেনি?

জিন্নৎ। কেন দাদা? তুমি কাঁপছ কেন? কাঁদছ কেন মি?

সিরাজ। বল্ বল্, কোথায় গেল হুমায়ুন?

আদম। জলের তলায়।

সিরাজ। অ্যাঁ!

জিন্নৎ। দাদা!

আদম। জ্বরের ঘোরে বেহুঁস হ'য়ে সে ভেলায় শুয়েছিল। যত শুক্‌নো কাঁথা কাপড় ছিল সব তার গায়ে চাপিয়ে দিয়ে বৃষ্টির জল থেকে তাকে রক্ষা করে ঠিকই নিয়ে এসেছিলাম। একটা উঁচু ডাঙ্গা দেখে ভেলা ভিড়িয়ে ছিলাম বোন। হঠাৎ হুড়্‌মুড়্ করে পাড়ের জমি ভেঙ্গে পড়ল ভেলার উপর। ভেলা কাৎ হ'য়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে এলোকেশীর জলে হারিয়ে গেল বাবা তোমার জামাই হুমায়ুন।

জিন্নৎ। দাদা! আদমের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল]

সিরাজ। আদম!

আদম। এলোকেশীর জল তোলপাড় করে তাকে খুঁজলুম। শুধু খোঁজাই সার হ'ল, তার দেখা মিলল না। কাঁথা কাপড় ভেসে উঠ্‌ল, মানুষ আর ভাস্‌ল না।

জিন্নৎ। আমি একবার খুঁজে দেখ্‌ব দাদা। রাক্ষসী এলোকেশী আমার স্বামীকে লুকিয়ে রাখবে? আমি তাকে গণ্ডূষে শুষে নেব। ও বাবা, আমায় ছাড বাবা। তুমি ত জান বাবা, তুমি ত জান, তাঁকে ছাড়া আমি এক লহমা থাকৃতে পারি না।

সিরাজ। কাঁদিস নি মা, কাঁদিস নি। ওরে, এ খোদার মার। মানুষ এখানে কিছু করতে পারে না।

জিন্নৎ। কোন দোষ ত সে করেনি বাবা! কেন খোদা তার উপর বিরূপ? আমায় তুমি ছেড়ে দাও বাবা। দাদা খুঁজে পায়নি, আমি পাব; না পাই, আমিও তাঁর সঙ্গে জলের তলায় লুকিয়ে থাকব। দাদা গো—ও দাদা, আমায় যেতে দাও দাদা।

আদম। কোথায় যাবি বোন? দেখ্‌ছিস না, যম এসে থাবা পেতে বসে আছে। চল্‌ দিদি, এগিয়ে চল্‌।

সিরাজ। আয় মা আয়; সন্ধ্যে হ'ল, ঠাঁই খুঁজে নিতে হবে।

জিন্নৎ। কোথায় যাব বাবা? আমার যে আজ নিজের ঘরে যাবার কথা। আর কি সেখানে যাব না বাবা? কত গাছ রুয়েছি, কত পাখী পুষেছি, পাড়ার ছেলেদের কত কি দেব বলে এসেছি। আর কি তাদের দেখ্‌তে পাব না? আমার কালো গাই আমার হাতে ছাড়া খেতে চায় না; আমার রঙিয়া বক্‌রীর বাচ্চা হ'বে, সে আমার পথ পানে চেয়ে আছে বাবা, সব কি পর হ'য়ে গেল?

সিরাজ। হা আল্লা, এও আমায় দেখতে হ'ল?

আদম। জিন্নৎ! দিদি!

জিন্নৎ। কি সুখের ঘর গড়েছিলাম দাদা, এলোকেশী সব ভেঙ্গে নিয়ে গেল? না, না, না,—এলোকেশী আমার স্বামীকে খেয়েছে। আমি ওর বুকে আগুন ধরিয়ে দেব। এলোকেশি, রাক্ষসি,—

[নেপথ্যে ঢাক বাজিতে লাগিল]

বাপের বাড়ী যাচ্ছ মা দুর্গা? নৌকো চড়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে বাপের বাড়ী যাচ্ছ? যেও না মা, ফিরে যাও। তোমার মহাদেব হারিয়ে যাবে। মহাদেব হারিয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

সিরাজ। ওরে, ধর্ ধর্।

আদম। জিন্নৎ, জিন্নৎ,—শীগ্‌গির এস বাবা, শীগ্‌গির এস

[প্রস্থান।

সিরাজ। খোদা, রক্ষে কর খোদা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ক্লাবঘর।

নসীরাম ও জয়দেবের প্রবেশ।

জয়দেব। **গীত।**

তোরা ডাক দিয়ে তোল্ ঘুমিয়ে আছে নিঠুর ভগবান্।
বিনা মেঘে তাই ডাকে বাজ মরুভূমে এল বান।
সূর্য্য শশী দেয় না আলো, বায়ু বুঝি বয় না,
ভেক ধরেছে প্রভাতী গান, কয়না কথা ময়না;
অনাসৃষ্টি বিশ্ব জোড়া,
দেখিস্ কি সব কপাল পোড়া,
ভাঙ খেয়ে শিব পড়ে আছে ঘুমন্ত তার চক্ষু কাণ।

নসীরাম। একি একটা গান হ'ল—না তোর মাথা হ'ল রে হতভাগা? কাল বাদে পরশু থিয়েটার—

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ। আরে থো তোর ঠিয়াটার। জনা ঠিয়াটার করবি, তোর প্রবীর কই?

নসীরাম। কেন? কেন? রঞ্জন মামারবাড়ী থেকে এখনও আসেনি?

বিপিনের প্রবেশ।

বিপিন। আসবে কি করে? তার মায়ের দয়া হ'য়েছে?

নসীরাম। অ্যাঁ! মায়ের দয়া! আর কারও মায়ের দয়া হ'ল না, হ'ল কিনা প্রবীরের! পরশু যে থিয়েটার না করলেই নয়। রাজা বাহাদুর জুতিয়ে লম্বা ক'রে দেবে যে।

বিপিন। অত ভাব্‌ছ কেন? দরকার হয়, আমি প্রবীরের পাট ম্যানেজ ক'রে দেব। আমার তৈরীই আছে।

নসীরাম। তোমার তৈরী আছে?

বিনোদ। হেইয়া হইব না নইস্থা। আমারে প্রবীরের পাট দিতে হইব। নাইলে আমি এক পয়সাও চান্দা দিমু না।

নসীরাম। তুই ঢাকাইয়া বাঙাল্ প্রবীর কর্‌বি কিরে?

বিনোদ। বাঙাল্ বাঙাল্ কর্‌বি না নইস্থা। কিলাইয়া সিধা করুম্। আমি হালা তিনবার প্রবীরের পাঠ কইছি।

বিপিন। তা'ত কইছ, কিন্তু তুমি যে হালা হালা ক'রে সব মাটি করে দেবে।

বিনোদ। হালা হালা করুম্ ক্যান্? আমি কি পোলাপান না বলদ? আমার এই শ্যাষ কথা নইস্থা। রঞ্জনের যখন অসুখ হইছে, তখন সেগেন্ ম্যান আমি, আমারে প্রবীরের পাট না দিলে আমি চান্দা ত দিমুই না, আমার হারমণিও লইয়া যামু।

নসীরাম। কেন তুই অবুঝ হচ্ছিস্ বিনোদ? তুই বরং গঙ্গা রক্ষকের পাঠ কর।

বিনোদ। কি? আমি ঢাকার পোলা, শাঁখারী টোলার বিনোদ, আমি কর্মু হালা গঙ্গারক্ষকের পাঠ? একথা যে কইছে তারে কিলাইয়া সিধা করুম্।

বিপিন। আরে তোকে প্রবীর মানাবে কেন?

বিনোদ। আমারে মানাইব না, কারে মানাইব?

নসীরাম। আচ্ছা, তুই এক নম্বর প্রবীরের পাট বল্‌ত শুনি।

বিনোদ। হোন্ তবে। [গলা ঝাড়িয়া]

"দাও মাগো সন্তানে বিদায়,
চলে যাই হালা লোকালয় ত্যজি।
ক্ষত্রিয় সন্তান, অপমান কেন সব?
ধরিয়াছি পাণ্ডবের হয়।
হালা আদেশ পিতার
ফিরে দিতে অর্জ্জুনেরে।
করি অশ্ব অর্জ্জুনে অর্পণ হালা
চলে যাব লোকালয় ত্যজি
বৃথা ধর্ম্ম ধরেছি মা করে।"
হালা—

[সকলের অট্টহাস্য]

বিনোদ। ~~ভ্যাটকাও~~ হ্যাসো ক্যান্? কিলাইয়া সিধা করুম্।

গোরার প্রবেশ।

গোরা। ওরে এই বাঙাল, শীগগির আয়।

বিনোদ। বাঙাল্ বাঙাল্ কর ক্যান্? চালাকি পাইছ? আমি ঢাকার পোলা, শাঁখারী টোলার বিনোদ, খেয়াল রাইখ্যা কথা কইও।

গোরা। আমি কে, সে খেয়াল আছে তোর?

বিনোদ। না থাকব ক্যান? তুমি ত ভাউদ্যার জ্যাঠাত ভাই গোরাচাঁন্। তোমারে না চিনে কেডা?

গোরা। তোরা হাঁ করে রইলি যে? শুনতে পাচ্ছিস্ না? এলোকেশীতে বান ডেকেছে, শুনিস্ নি?

বিপিন। শুনেছি।

গোরা। তবে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? মালিনীর চর বানের জলে ভেসে গেছে। সবাইকে ডেকে ডুকে নিয়ে শীগগির চল, হতভাগা চাষাদের এপারে নিয়ে আসি।

বিপিন। কি করে আনবে শুনি?

গোরা। নৌকো করে আনব।

নসীরাম। বানের মধ্যে কে কার নৌকো দেবে

গোরা। যার আছে সেই দেবে। না দেয় জোর ক'রে ছিনিয়ে নেব। তাই ব'লে অতগুলো মানুষকে ত বানের জলে ভেসে যেতে দিতে পারি না।

বিনোদ। হঃ, ঠিক্ কথা।

নসীরাম। ভগবানের মার; আমরা এর কি করব? মারতে হয় ভগবানই মারবেন, রাখতে হয় ভগবানই রাখবেন।

গোরা। ভগবানের নিকুচি করেছে। ভগবান ভগবান ক'রে বুক চাপড়ে কাঁদলে আকাশ থেকে চালের বস্তা পড়বে না। হাত পা ওয়ালা মানুষ আমরা, আমাদের শক্তি কি কারও চেয়ে কম? আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে এগিয়ে গেলে পাহাড় ভয়ে সরে যাবে, সাগর দু'ভাগ হ'য়ে পথ তৈরী ক'রে দেবে। হাঁ ক'রে রইলি কেন? ওরে হতভাগার দল, মানুষের চলার পথে ভগবানের মার

থাকবেই, আমাদেরও ত হাত পা মস্তিষ্ক আছে। তাঁর অস্ত্র দিয়ে তাঁর মার যে ঠেকাতে পারে, সেই ত মানুষ।

বিনোদ। হ হ, ঠিক কইছ। এ নইস্যা, এ বিপনা, ওরে ও গুয়া, চল্ যাই; হা কইরা রইলি কিসের লইগ্যা?

নসীরাম। তোর গরজ থাকে, তুই যা না।

বিনোদ। তোরা যাবি না?

বিপিন। কি হবে গিয়ে? এতগুলো লোককে এপারে এনে রাখবে কোথায়?

গোরা। কেন? রাজা বাহাদুরের পূজোর আটচালা আছে; অত বড় পাঠশালা আছে, বাগান বাড়ীতেও কত লোক ধরবে।

বিপিন। তাই নাকি? রাজা বাহাদুরের অনুমতি পেয়েছ?

গোরা। না, দেওয়ান অনুমতি দিলে না।

বিনোদ। তবে? রাজা বাহাদুরের অনুমতি ছারা, তার বারীতে লোক ঢোকাইবা ক্যামতে?

গোরা। জোর করে ঢোকাব। সেজন্যে তোদের ভাবতে হবে না; সব দায়িত্ব আমার।

নসীরাম। মেরে আমসত্ব বানিয়ে দেবে।

গোরা। মার খেতে হয় আমি খাব, তোদের কিছু হ'বে না। আয় ভাই আয়, দেরী করিস্‌নে।

বিপিন। কে আর যাবে? আমি ত সান্দ কাশিতে মরে গেলাম।

বিনোদ। মর্ গিয়া যা। এই নইস্যা,—

নসীরাম। আমার ত পরশু থিয়েটার, যাই কি ক'রে?

গোরা। থিয়েটার উচ্ছন্ন যাক্।

বিনোদ। ছাতার ঠিয়াটার। মানুষ মইরা গেলে তোর ঠিয়াটার হুনব কেডা?

নসীরাম। তুই চুপ্ কর্ বাঙাল।

বিনোদ। ভাল হইব না নইল্যা; কিলাইয়া সিধা করুম্। কাণ্ডটা দ্যাখছ? এতক্ষণ ঘিরভর্ত্তি লোক আছিল: ব্যাবাক্ পলাইছে। বানের জল কি বাইছ্যা বাইছ্যা চাষীগো ঘরেই ঢুক্‌ব, তোগ ঘরে ঢুক্‌ব না? হালা কাপুরুষের দল।

বিপিন। তোর আর বক্তৃতা ক'রতে হ'বে না। বাঁধিস্ ত বিড়ি, এত বড় বড় কথা বল্‌ছিস কেন?

বিনোদ। বোঝ না বিয়াই? ছোট কাম্ করি, আর বড় কথা কই।

গোরা। তাহ'লে তোরা যাবি না?

বিপিন। আমি ত ভাই সর্দ্দি কাশিতে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ে আছি।

বিনোদ। থাক্ জন্ম জন্ম অকর্ম্মা হইয়া থাক্।

বিপিন। মুখ সামলে কথা বলবি বাঙাল।

বিনোদ। আবার বাঙাল? কিলাইয়া সিধা করুম।

নসীরাম। তুই ব্যাটা ঘরভেদী বিভীষণ, আসিস্‌নে আর আমাদের ক্লাবে।

গোরা। তোদের ক্লাব উচ্ছন্ন যাক্। যে ব্যাটা এখানে মহলা দিতে আসবে, আমি তার হাত পা মুচড়ে ভেঙ্গে দেব। গোরাকে চেন না শূয়ার? ভাল ক'রে চিনিয়ে দেব। ইতর বদমায়েস পাজির দল, বানের জলে একশ' ঘর চাষীর সর্ব্বস্ব তলিয়ে গেল, বিপন্ন মানুষের আর্ত্তনাদে আকাশটা ফেটে চৌচির হ'য়ে যাচ্ছে, গুণ্ডার

দল সুযোগ বুঝে মেয়েগুলোকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আর তোমরা এখানে ব'সে জনার বাপের শ্রাদ্ধ করছ? লোকের সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল, আর তোমাদের স্ফূর্ত্তিতে বান ডেকেছে? তুই শূয়ারই ত মাষ্টার। বেরো তোর মাষ্টারি নিয়ে। [নসীরামকে গলা ধাক্কা]

নসীরাম। এই, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। থানার ছোট-দারোগা আমার মামা। আমি তোকে—এই পুলিশ, পুলিশ—

বিনোদ। পুলিশ কি করবরে পোরা কপাইল্যা? যা, বারী গিয়া ঠিয়াটার কর্। [নসীরাম ও বিপিনকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিল, জয়দেবও পলাইল]

বিপিন। [যাইতে যাইতে] বাঙ্গাল শূয়ারের বিড়ির দোকান আমি পোড়াব, তবে আমার নাম বিপিন মজুমদার।

[প্রস্থান।

বিনোদ। লও যাই গোরা। খারাইয়া থাইক্যানা। দুইড়া লোকেরেও যদি বাঁচাইতে পারি, হেই বা হালা কম্ কি?

ভাতুর প্রবেশ।

ভাতু। দাদা,—

গোরা। কিরে ভাতু? মেয়েটাকে একলা রেখে চলে এলি?

ভাতু। একলা নয়, তার বাপ ভায়ের কাছে রেখে এসেছি। মেয়েটির সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে দাদা। তার স্বামীকে এলোকেশী গ্রাস করেছে।

গোরা। ওঃ—ওরে, মানুষের দুঃখের কি আর শেষ নেই? মানুষে একদিক দিয়ে মারে, প্রকৃতি আর একদিক দিয়ে নির্য্যাতন করে। ক'জনকে দেখব? কা'কে ছেড়ে কা'কে বাঁচাব? ওরে, আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে।

ভাতু। শীগ্‌গির এস দাদা। নদীপথে রাজা বাহাদুরের প্রকাণ্ড নৌকো ঠাকুর নিয়ে আসছে।

গোরা। তুই দেখলি? প্রকাণ্ড নৌকো? ঠিক আছে। দুর্গা ঠাকুর ফেলে দিয়ে, মানুষ ঠাকুর নিয়ে আসি চল্।

বিনোদ। রাজা বাহাদুরের ঠাকুর ফ্যালাইয়া দিবা?

ভাতু। কিন্তু আজ যে চতুর্থী।

গোরা। এবার চতুর্থীতেই রাজার মাকে বিসর্জ্জন দেব। বাংলা দেশে আরও কত ঠাকুরের পূজো হ'বে; রাজবাড়ীর পোষাকী ঠাকুরের পূজো না হ'লেও মায়ের ক্ষতি হ'বে না।

ভাতু। নৌকোয় চণ্ডীপাল আর বাজনদাররা আছে যে। ঠাকুর ফেল্‌তে দেবে কেন?

গোরা। স্বেচ্ছায় না দেয়, গোরার গুঁতো খেয়ে দেবে। মানুষ বানের জলে তলিয়ে যাবে, শিশু অকালে মরবে, অসহায় অবোলা পশুগুলোকে এলোকেশী গ্রাস করবে, আর রাজার মা মন্দিরে বসে ষোড়শোপচারে পূজো নেবে, এ আমি হ'তে দেব না। মন্দিরে আজ আর মায়ের পূজো হবে না—হ'বে মানুষের পূজো। বাজা, ওরে, তোরা শাঁখ বাজা, ঢাক বাজা, ঠাকুর আসছে তোদের। রাগ ক'রো না মা দুর্গা। অভক্তি তোমায় করি না। কিন্তু তোমার বিপন্ন সন্তানেরা মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবে না, আর তুমি হীরে মোতির গয়না পরবে, এত বড় অপমান তোমায় আমরা করতে দেব না।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজবাড়ী।

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন। ও ভজন সিং, ও ভজন সিং,—

ভজন সিংয়ের প্রবেশ।

ভজন। হামাকে কুছু বোলছেন দেওয়ান জি?

গোবর্দ্ধন। নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছ ব্যাটা? রাজা বাহাদুর মাইনে দিয়ে তোমাদের সাত সাতটা লোককে পুষছেন কি শুধু গো গ্রাসে গেলবার জন্যে? তিনদিন বাদে পূজো, মনে আছে?

ভজন। মনে আপনার ভি আছে, হামাদের ভি আছে।

গোবর্দ্ধন। তা'ত আছে। কিন্তু পূজোটা হ'বে কোথায়? পূজোর আটচালায় কম্‌সে কম দু'শো লোক এসে ঠেলে উঠেছে; খবর রাখ কিছু?

ভজন। হাঁ, সে খবর ত রাখি হুজুর।

গোবর্দ্ধন। 'রাখি হুজুর'। ও ব্যাটাদের আটচালায় উঠতে দিলি কেন তোরা?

ভজন। আরে মোশাই, ইচ্ছে ক'রে কি দিয়েছে? জোর্‌সে হৈ হৈ কর্‌কে এসে উঠ্ গইল। একজনকে রুখি ত আউর দশ-জন ঘুসে যায়।

গোবর্দ্ধন। ব্যাটারা আটচালায় কাঁথা বালিশ আর মেটে হাঁড়ি কুড়ি নিয়ে দিব্বি জেঁকে বসেছে, যেন তাদের সাতপুরুষের ভিটে

বাড়ী। কেউ বাটনা বাটছে, কেউ কড়ায় শুঁট্‌কি মাছ চাপিয়েছে, কেউ বউ ঠ্যাঙ্গাচ্ছে। নরক গুলজার ক'রে বসে আছে সব, এখন কর্‌ব কি তাই বল?

ভজন। বোড়ো ভাওনার কোথা হ'ল। তাই ত,—

গোবর্দ্ধন। তাইত ত আমিও বলতে পারি, তাহ'লে তোদের সাতটা রাক্ষসকে পোষার দরকার কি? রাজা বাহাদুর যে আজই এসে পড়বেন।

ভজন। হাঁ, সে তো পোড়্‌তেই হোবে। আজ না এলে চোলবে কেনো?

গোবর্দ্ধন। এসে যখন দেখবেন বস্তার্ত্তরা এসে ঠাকুরদালান ঘিরে ফেলেছে, তখন তোদের একটারও মাথা থাকবে না যে, সে কথাটা ভেবেছিস্‌?

ভজন। কেনো ভাববে না? কিন্তু কি কোরবে, তাই বোলেন।

গোবর্দ্ধন। লাঠি দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে বিদেয় কর।

ভজন। সে চেষ্টা কি হামলোক না করিয়েছি মোনে কোরছেন? লেকিন দুশো আদমি একসাথে তেড়ে মারতে এলো। জেনানা লোক সব বটি নিয়ে ছুটে এলো মোশাই। ছোটা ছোটা বাচ্চা-গুলো ঢিল ছুঁড়তে লাগলো। এ লাঠি কা কাম না আছে, পারেন ত বন্দুক লিয়ে আসুন।

গোবর্দ্ধন। বন্দুক কি আমার আছে না কি, যে নিয়ে আসব?

ভজন। না আছে ত চুপ্‌ করকে মায়ের নাম করি আসুন।

গোবর্দ্ধন। মায়ের নাম করা বেরিয়ে যাবে এখন। এ আর কেউ নয়; রাজা বাহাদুর অগ্নিবরণ রায়। ধরবে আর আস্ত চিবিয়ে খাবে।

ভজন। পালিয়ে যান হুজুর। আগাড়ি আপকো জান্‌ই লিবে।

গোবর্দ্ধন। ওই রে, ওই আস্‌ছে রাজা বাহাদুর। গেল গেল, মাথা গেল।

ভজন। আচ্ছা, হামি তাহ'লে এখোন আসি।

গোবর্দ্ধন। খবরদার্, এক পা নড়বিনি বল্‌ছি। অপরাধ করবি তোরা, আর মাথা যাবে আমার, তা হবে না।

ভজন। আরে মোশাই, হামাদের কসুর কি হ'ল? আপনাকে ত আগেই জানিয়েছিলাম যে তারা আসছে। আপনি পুলিশ বোলালেন না কেন?

গোবর্দ্ধন। তো ব্যাটারা থাক্‌তে পুলিশ ডাকব কেন রে শুয়ার? আমি কি জানি যে তোরা খেয়ে খেয়ে এমন বীরপুরুষ হ'য়ে পড়েছিস? সাতটা লেঠেল ডুশো চাষীকে ঠেকাতে পারিস্ না?

ভজন। আরে মোশাই, পারবে কি ক'রে? পিছনে ওদের লোক রয়েছে না?

গোবর্দ্ধন। কে লোক?

ভজন। সেকি একটা দুটা? এক পাল ছেলে। তাদের হাতে হরেক রকম হাতিয়ার। একটা যদি ছুঁড়ে মারে ত আর নক্‌রি ক'রে খেতে হোবে না। দলের পাণ্ডা কে আছে জানেন? ওই সিধু ঠাকুরকা ভাতিজা গোরাবাবু।

গোবর্দ্ধন। সিধুটা কে? সিদ্ধেশ্বর? আমাদের সেরেস্তার নায়েব? তার আবার ভাইপো আছে না কি?

ভজন। আগে ছিল না, এখুন হইয়েছে।

গোবর্দ্ধন। 'এখন হ'য়েছে'! ভূমিষ্ঠ হ'য়েই কি অস্ত্র হাতে নিয়েছে? আর তার ভয়ে তোরা সব বেসামাল হ'য়ে পড়েছিস্? তোদের মরণ হয় না কেন?

ভজন। ওমোন কোথা বলবেন না। হুজুর, মুলুকমে হমার জরু আছে, লেড়কী ভি আছে।

অগ্নিবরণের প্রবেশ।

অগ্নিবরণ। এসব কি গোবর্দ্ধন?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে, কিসের কথা বলছেন সরকার?

অগ্নিবরণ। তুমি মরবে কবে, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি। পূজোর আটচালায় ও কারা ভীড় ক'রেছে?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে সরকার,—

অগ্নিবরণ। আজ্ঞে থাক্।

ভজন। কথাটা কি তাই বোলেন।

গোবর্দ্ধন। তুই চুপ্ কর্। মালিনীর চর বন্যায় তলিয়ে গেছে সরকার।

অগ্নিবরণ। যাক্, কারও খাজনা বাকী নেই ত?

গোবর্দ্ধন। না, তা নেই।

অগ্নিবরণ। তবে ওই কুকুরগুলো কেন এসেছে? কি চায় ওরা?

গোবর্দ্ধন। বল না ভজন

ভজন। হামি কি বোল্বে? যো কুছ্ বোলতে হোয়, আপনি বোলেন।

গোবর্দ্ধন। বদমায়েস্ ব্যাটা।

অগ্নিবরণ। গোবর্দ্ধন!

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে সরকার, ওরা সব মালিনীর চরের বন্যার্ত্ত চাষী। সব একজোট হ'য়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

অগ্নিবরণ। আশ্রয় নিয়েছে! পূজোর আটচালায়! কে তাদের আশ্রয় দিলে?

গোবর্দ্ধন। কেউ দেয়নি সরকার। ওরা জোর ক'রে এসে জেঁকে বসেছে।

অগ্নিবরণ। জোর ক'রে জেঁকে বসেছে? তোমরা কি সব ধ্যান কচ্ছিলে না দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলে?

গোবর্দ্ধন। পালাইনি সরকার। ওরা আস্‌ছে শুনে আমি লেঠেলদের ব'লেছিলাম,—খবরদার, একটা প্রাণীকেও পূজো বাড়ীতে ঢুকতে দিবি না।

ভজন। কোভি এ কোথা বোলেন্‌নি। হামি আপনাকে দশবার বোলেছি, বন্দুক দেখলাইয়ে হুজুর। আপনি হামার কথা কুচ্ছু শোনেন নি।

গোবর্দ্ধন। মিছে কথা বলিস্‌নি ভজন। মুখ খসে যাবে।

ভজন। খসে ত গেছে দেওয়ানজি, আউর কেতো যাবে? লাঠি লিয়ে যাহাতক্‌ রুখতে গিয়েছি, অমনি একটা আধ্‌লা ইঁটা ধাঁই করকে এসে মুমে লাগল, আউর একঠো দাঁত গড়বড় হো গইল।

অগ্নিবরণ। সাত সাতটা লেঠেল তোরা কি কচ্ছিলি? এই কটা চাষা ভূষোকে হটিয়ে দিতে পারিস্‌ নি? ব'সে ব'সে গো-গ্রাসে গিল্‌তে পারিস, আর মাদল বাজিয়ে হ'ল্লা করতে পারিস? কাজের সময় যদি লাঠি ধরতে না পারিস্‌, বেরিয়ে যা রাজবাড়ী থেকে।

ভজন। এ লাঠিকা কাম্‌ না আছে সরকার। কম্‌সে কম্‌ পান্‌শো আদমী আয়া।

অগ্নিবরণ। পাঁচশো!

গোবর্দ্ধন। না সরকার দু'শো।

অগ্নিবরণ। দু'দিন বাদে মায়ের পূজো, সে কথা কি ভুলে গেছ তোমরা? আমিই না হয় ছিলাম না, বাড়ীতে কি বন্দুক ছিল না, পাঁঠাকাটা রাম-দা ছিল না? দু'টো চাষীকে ফেলে দিলে দু'শো লোক ত কুকুরের মত ল্যাজ গুটিয়ে পালাত।

ভজন। হামি ভি সে কোথা বোলিয়েছিলাম, হুজুর না শুনলো।

গোবর্দ্ধন। মিছে কথা বলিস্‌নি। আপনি ভাববেন না সরকার; আমি ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ইস্কুল বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছি।

ভজন। ইস্কুল বাড়ী ভি ভর্ত্তি হোয়ে গেছে হুজুর।

অগ্নিবরণ। ইস্কুলবাড়ীতেও বন্যার্ত্তেরা ঢুকে পড়েছে?

ভজন। হ্যাঁ, সেও ভি আড়াইশো হোবে সরকার।

অগ্নিবরণ। মান সম্ভ্রম সব রসাতলে গেল! এম্‌নি ক'রেই তুমি দেওয়ানী কচ্ছ, না? আমি তোমাদের সবাইকে কুকুরের মত গুলি ক'রে মারব। হবে না—পূজো হ'বে না। সাতপুরুষের দুর্গা পূজো, এবার বন্ধ হয়ে যাবে, আর সে তোমারই মূর্খতার জন্যে। থিয়েটার হ'বে না, বাঈজী নাচ্‌তে এসে ফিরে যাবে, পাঁচালীর দল গাইতে এসে আসর পাবে না; নিমন্ত্রিত অতিথিরা মুখ টিপে হেসে চ'লে যাবে আর বাইরে গিয়ে বল্‌বে, ডাকসাইটে রাজা বাহাদুর অগ্নিবরণ রায় প্রজাদের শাসন করতে অক্ষম।

গোবর্দ্ধন। সরকার যদি অনুমতি দেন, আমি ওদের বাগান বাড়ীতে জায়গা ক'রে দিচ্ছি।

ভজন। বাগান বাড়ী ভি ভর্‌তি হো গিয়া।

গোবর্দ্ধন। অ্যাঁ!

অগ্নিবরণ। বাগান বাড়ীতেও ঢুকেছে বন্যার্ত্তের দল? কি করব আমি? কি করব আমি তোমাদের নিয়ে? নায়েব, গোমস্তা, পাইক

পেয়াদায় বাড়ী ভ'রে আছে, মাসে মাসে মাইনে দিতে জিভ বেরিয়ে যায়, আর কাজের সময় সবাই ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে বসে থাকে! মালিনীর চরের চাষীরা কি হাতীর বল নিয়ে এসেছে? ভজন, চাবুক নিয়ে আয়।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। দেওয়ানজি, খাজনদাররা এসেছে। কোথায় বস্‌বে তারা?

গোবর্দ্ধন। আমার মাথায় বসতে বল।

অগ্নিবরণ। নহবৎখানাও কি বানের জলে তলিয়ে গেছে?

সিদ্ধেশ্বর। আজ্ঞে, নহবৎখানায় এক চাষী পরিবার ঢুকেছে।

অগ্নিবরণ। কি, নহবৎখানায়ও ঢুকেছে তারা? সাতপুরুষের পূজো বন্ধ হ'য়ে যাবে? ভজন সিং,—

ভজন। ফরমাইয়ে সরকার। চাষীদের

অগ্নিবরণ। চাষী পরিবারকে চাবুক মারতে মারতে নিয়ে এস। লেঠেল্‌দের ডাক; পাইক, বরকন্দাজ, পেয়াদা, নায়েব, গোমস্তা, সহিস, সরকার সবাই চাবুক নিয়ে আমার সঙ্গে এস। আমি একটা প্রাণীকেও আমার ঘরে আশ্রয় নিতে দেব না। পথের কুত্তা পথে গিয়ে মরুক। তাদের জন্যে আমার মায়ের পূজো বন্ধ হবে না। মা, মা,— প্রস্থান

মুক্তকেশীর প্রবেশ।

মুক্তকেশী। ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ? এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ যেন? দেখবে এস,—

অগ্নিবরণ। কি দেখব?

মুক্তকেশী। গীত:

ওরে তোরা দেখ্‌বি আয়।

এক মা তোদের হাজার হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে আঙিনায়।

সিদ্ধেশ্বর। আরে এ পাগলী ছুঁড়িটা কোত্থেকে এল?

ভজন। কার কথা বোলছে? এ পাগলি?

মুক্তকেশী। পূর্ব্ব গীতাংশ:

পেটে তাদের নাইরে ভাত, পরণে নাই কানি,

জরামরণ অকালে দেয় সঘনে হাতছানি,

তুলে নেরে ওদের বুকে,

ফুটবে হাসি মায়ের মুখে,

অশ্রু ফুলের অঞ্জলি দে মা বলে ওই ওদের পায়।

ভজন। আরে ধেৎ—

মুক্তকেশী। বাবা,—

গোবর্দ্ধন। বেরিয়ে যা ছুঁড়ি, বেরিয়ে যা।

মুক্তকেশী। আ মর্, এ বলে বেরিয়ে যা, ও বলে বেরিয়ে যা। মুখপোড়ারা মানুষকে কেবল বের করতেই জানিস, কাউকে কাছে টেনে নিতে জানিসনে। দাওনা বাবা দু'মুঠো ভাত, দু'খানা কাপড়,— আমার ছেলেমেয়েরা ক্ষিধেয় কাঁদছে! ঠাণ্ডা বাতাসে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে।

অগ্নিবরণ। কি দেখছ তোমরা? চাবুক মেরে তাড়িয়ে দাও।

মুক্তকেশী। দেবে না দু'মুঠো ভাত, দেবে না দুখানা কাপড়? ওরা মরবে, আর তোমরা বেঁচে থাকবে? থাক থাক বেঁচে থাক, ওদের দিয়ে কি হবে? ঘটা ক'রে ঠাকুর পূজো কর, পেপে পেপে

মদ খাও, মায়ের সামনে বসে বাঈজী নাচাও। ওরে বোকা, ও ঠাকুর নয়। পেত্নী—পেত্নী।

ভজন। আরে, হিঁয়াসে নিকালো পাগলি।

মুক্তকেশী। দূর, আটকুঁড়ির ব্যাটা।

ভজন। আরে আঁটকৌড়ি কৌন্ আছে?

মুক্তকেশী। তোর মা আছে। কট্‌মট্ ক'রে চাইছ কেন গো রাজা বাবা? মারবে নাকি? দেবে না কাপড়, দেবে না ভাত? থাক্—থাক্, যাচ্ছি বাবা আমি চলে যাচ্ছি। তোদের পেত্নী আসুক।

ভজন। বাহার যাও উল্লু।

মুক্তকেশীকে তাড়াইয়া নিয়া ভজনের প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। ভীরু দুর্ব্বল চাষীদের ত এত সাহস হতে পারে না। এদের পেছন কে আছে বল্‌তে পার তোমরা?

গোবর্দ্ধন। পারি সরকার। এর পেছনে আছে গ্রামের একপাল ডানপিটে ছেলে, আর তাদের দলপতি—

সিদ্ধেশ্বর। কে দলপতি?

গোবর্দ্ধন। দলপতি তোমার ভাইপো গোরা।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। আমার ভাইপো? সেত সেদিন গাঁয়ে এসেছে। এর মধ্যে সে দলপতি হ'ল কখন?

অগ্নিবরণ। যখন তুমি নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে, তখন। গোবর্দ্ধন, ভজন সিংকে বল, যেন তাকে কাণ ধরে টেনে নিয়ে আসে।

সিদ্ধেশ্বর। কিন্তু—

অগ্নিবরণ। বেরিয়ে যাও তুমি আমার সামনে থেকে। তুমি করবে আমার চাকরি. আর তোমার ভাইপো করবে আমার অপমান, এ আমি হ'তে দেবো না। হয় তুমি ভাইপোকে ছাড়বে, না হয় আমার চাকরী ছাড়বে।

সিদ্ধেশ্বর। আমার ভাইপো হ'য়ে আমার মনিবকে যে অপমান করে সে মরুক। আমি আজই তাকে জুতো পেটা ক'রে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব, তবে আমার নাম সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। অকর্ম্মণ্যের দল। এদের ওপর নির্ভর করা আর বালি দিয়ে বাঁধ দেওয়া একই কথা।

চণ্ডীপালের প্রবেশ।

চণ্ডী। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে সরকার, সর্ব্বনাশ হয়েছে।

অগ্নিবরণ। কি হয়েছে চণ্ডীপাল?

চণ্ডী। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। নৌকো ক'রে রাজবাড়ীর ঠাকুর নিয়ে আসছিল।

অগ্নিবরণ। ঠাকুর কি পালিয়ে গেছে?

চণ্ডী। পালাবে কেন সরকার? মাটির ঠাকুর কি পালাতে পারে? হায় হায়।

অগ্নিবরণ। কি হয়েছে ঠাকুরের? ওলাউঠো না বসন্ত?

চণ্ডী। গুণ্ডারা নদীর ঘাটে—হায় হায়।

অগ্নিবরণ। নদীর ঘাটে কে? তোমার মাথা নিয়েছে?

চণ্ডী। মাথা নেবে কেন সরকার?

অগ্নিবরণ। তবে কি ক'রেছে তাই বল।

চণ্ডী। গুণ্ডারা নদীর ঘাটে ঠাকুর নামিয়ে রেখে—

অগ্নিবরণ। নামিয়ে রেখে কি?

চণ্ডী। হায় হায়!

অগ্নিবরণ। কেবল কি হায় হায়ই করবে, না কথাটা বলবে?

চণ্ডী। কথাটা হচ্ছে, গুণ্ডারা ঠাকুর নামিয়ে রেখে সেই নৌকোয় চাষীদের পার করে এনেছে।

অগ্নিবরণ। তারপর?

চণ্ডী। বৃষ্টিতে সব রং ধুয়ে গেছে, আর মাথাটা গলে গেছে। হায় হায় হায়, এখন আমি কি করব?

অগ্নিবরণ। জ্যান্ত কবরে যাবে। জান না অগ্নিবরণ রায়কে? নিয়ে এস ঠাকুর যেখান থেকে পার।

চণ্ডী। এখন কোথায় ঠাকুর পাব হুজুর? যে ক'খানা ঠাকুর গড়েছিলুম, সব বিক্রী হয়ে গেছে। আমি ত হুজুর তখনই বলেছিলুম, এইখানেই ঠাকুর গড়ে দিয়ে যাই।

অগ্নিবরণ। চণ্ডীমণ্ডপের ছাদ ভেঙ্গে ছিল বলেই তোমার শ্রাদ্ধ তোমার বাড়ীতেই করতে বসেছিলাম। সঙ্গে তোমার লোক ছিল না? কোথায় তারা?

চণ্ডী। আজ্ঞে বাজনদাররা পালিয়ে গেছে—আর আপনার মজুরেরা—

অগ্নিবরণ। হাওয়ায় উড়ে গেছে। যেখান থেকে পার ঠাকুর নিয়ে এস; না হলে তোমাকে আমি চণ্ডীমণ্ডপে বলি দেব।

চণ্ডী। আপনি কি বলছেন সরকার?

অগ্নিবরণ। গুণ্ডাদের চিনতে পেরেছ তুমি?

চণ্ডী। সবাইকে চিনি না সরকার। শুধু একজনকে চিনতে পেরেছি।

অগ্নিবরণ। কে সে হতভাগা?

চণ্ডী। আজ্ঞে আপনার প্রজা।

অগ্নিবরণ। কি নাম সে গুণ্ডাটার?

চণ্ডী। তার নাম গোরা।

অগ্নিবরণ। এখানেও সে? আমি এদের চাল কেটে তুলে দেব।

চণ্ডী। আমি এখন কি করব সরকার?

অগ্নিবরণ। রাজবাড়ীর উপযুক্ত ঠাকুর নিয়ে আসা চাই। নইলে মনে রেখো—আমি নামেও অগ্নি, কাজেও অগ্নি।

চণ্ডী। হে মা দুর্গা, তুমিও চণ্ডী, আমিও চণ্ডী,—আমার গড়া ঠাকুরকে যে অশ্রদ্ধা করেছে, সে যেন তেরাত্তিরের মধ্যে মুখে রক্ত উঠে মরে। হায় হায় হায়—

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। এত দুঃসাহস এদের, আমার অধিকারে হাত দিতে আসে? আমি এদের শেকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেব।

শ্যামার প্রবেশ।

শ্যামা। বাবা,—দেখে যাও বাবা, নায়েব, গোমস্তা, পাইক, বরকন্দাজ সবাই লাঠি সোটা নিয়ে ওই লোকগুলোকে তাড়া দিচ্ছে। ওরাও যাবে না, এরাও তাদের থাকতে দেবে না।

অগ্নিবরণ। কেন দেবে? কে ওরা?

শ্যামা। ওরা তোমারই প্রজা বাবা।

অগ্নিবরণ। আমার প্রজা হলেই কি তারা আমার অনুমতি না নিয়েই ঠাকুরদালানে, ফুলঘরে, বাগান বাড়ীতে এসে জোর করে ঢুকবে?

শ্যামা। কোথায় আর যাবে বল? আর যে কোথাও জায়গা ছিল না।

অগ্নিবরণ। মাঠ ঘাট ত সব ডুবে যায়নি, গাছতলাগুলো ত উড়ে যায়নি?

শ্যামা। আকাশ ভেঙ্গে মুষলধারে জল পড়ছে, এর মধ্যে তুমি ওদের মাঠে ঘাটে পাঠিয়ে দিতে চাও? বন্যায় ওদের ঘরবাড়ী গেছে, জমির ফসল তলিয়ে গেছে, গরুবাছুর এলোকেশী গ্রাস করেছে, শুধু প্রাণটুকু হাতে করে ওরা তোমার ঘরে এসেছে। ভাত চায়নি, কাপড় চায়নি, শুধু দু'দিনের জন্যে একটুখানি জায়গা চেয়েছে, তাও তুমি দেবে না বাবা?

অগ্নিবরণ। না—না।

শ্যামা। তোমার অনেক আছে, ওদের কিছুই নেই। তবু ওরা দান চায় না, ধার চায় না, চায় শুধু দুদিনের জন্যে তোমার এতটুকু অনুগ্রহ।

অগ্নিবরণ। শ্যামা!

শ্যামা। ওদের তুমি তাড়িও না বাবা। ওদের হাতে লাঠি দেখে মেয়েগুলো কাঁদছে, পুরুষগুলোর মুখ শুকিয়ে গেছে, শিশুরা ভয়ার্ত পক্ষি শাবকের মত মায়ের কোলে মুখ লুকিয়েছে। আমি এ দৃশ্য দেখতে পারছি না বাবা। ওরা বড় অসহায়। বন্যার জল নেমে গেলেই ওরা আপনিই চলে যাবে। এ দু'টো দিন তুমি চোখ বুজে থাক।

অগ্নিবরণ। চোখ বুজে থাকলে পুজো হবে কোথায়?

শ্যামা। কেন বাবা, মায়ের মন্দিরে ত ওরা ঢোকেনি।

অগ্নিবরণ। পুজোর আটচালা ত ভরে ফেলেছে, পাঁচালী গান কোথায় হবে? নিমন্ত্রিত অতিথিরা কোথায় বসবে? বাঈজীর আসর কোথায় হবে?

শ্যামা। নাই বা বস্‌ল বাঈজীর আসর, নাই বা হ'ল পাঁচালি গান। অতিথিদের আসতে বারণ ক'রে দাও। এরাই এবারকার অতিথি। টাকা যা বাঁচবে, তা'ই দিয়ে এদের একখানা ক'রে কাপড় দাও, একদিন ভরপেট খাইয়ে দাও। এরা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে চলে যাবে। মায়ের পূজো সার্থক হবে বাবা।

অগ্নিবরণ। অগ্নিবরণ রায় তার অবোধ অপদার্থ মেয়ের কথা শুনে কাজ করে না। কাজ করে তার বিবেকের নির্দ্দেশে। তাই তার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। [প্রস্থান

শ্যামা।

গীত ঃ

আসিস্‌নে মা সর্ব্বনাশি এবারে তুই বঙ্গভূমে।
লক্ষ ছেলের বুকের ব্যথা চাপা দিতে পূজোর ধূমে।
বানের জলে তলিয়ে গেল, যা'দের মুখের ভাত,
তাদের পূজোর ডালি নিতে বাড়াস্‌নে দশহাত,
ফিরে যা মা, ফিরে যা মা,
এ জীবনের বোঝা নামা,
যাদের নাকে ঘস্‌লি ঝামা, ঘুমিয়ে দে মা মরণঘুমে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওরে ও শ্যামা,—

শ্যামা। কি মা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। পূজোর দালানে যাসনি ত? যাসনি খবরদার।

শ্যামা। কেন মা? গেলে কি হবে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। জাত যাবে রে, জাত যাবে।

শ্যামা। কি ক'রে যাবে? জাতের কি পা নেই?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তর্ক করবি না, খবরদার তর্ক করবি না! আমি মা আর তুই মেয়ে, সেটা ত বুঝিস?

শ্যামা। বুঝব না কেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা গুরুজন, সেটা ত জানিস?

শ্যামা। জানি বই কি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তবে আর তর্ক করবি না। ঠাকুর দালানে খবরদার পা বাড়াবি না।

শ্যামা। কেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। সেখানে দুশো ছোটলোক এসে চেপে বসে আছে। ধমক দিলে ভড়কায় না, বন্দুক দেখালে ঘাবড়ায় না। আইনের দোহাই দিলে হাসে।

শ্যামা। তাই ত হয় মা। অত্যাচারে জনশক্তি যখন মরিয়া হ'য়ে ওঠে, তখন আইনের বুলিতে আর বন্দুকের গুলিতে তাদের দমিয়ে দেওয়া যায় না। চিরদিন তোমরা ওদের বুকের রক্ত চুষে খাবে আর ওদের দুঃখের সময় নিঃশ্বাস ফেল্‌বে না, এ ব্যবস্থা বরাবর চলে না। তোমাদের এ ঘরবাড়ী, তোমাদের ঐ পূজোর আটচালা ওদেরই বুকের পাঁজর দিয়ে গড়া। আজ ওরা নিরাশ্রয় হয়ে এখানে যদি আশ্রয় নেয়, কার সাধ্য ওদের হটিয়ে দেবে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তর্ক করবি না শ্যামা। ভেতরে আয় বল্‌ছি। ওদের ছায়া যেন তোর গায়ে না লাগে।

শ্যামা। অনেক আগেই লেগেছে মা। আমি এই মাত্র আটচালা থেকেই আসছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওমা, তুই বল্‌ছিস কি? ছুঁয়ে দিসনি ত?

শ্যামা। শুধু ছুঁয়েছি? একটা বাগ্দীর ছেলে ক্ষিধের জ্বালায় কাঁদ্‌ছিল, তাকে নিজের হাতে দুধ খাইয়ে এসেছি। এক নমঃশূদ্র জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে, তার কপালে জলপটি দিয়ে এসেছি।

সিরাজের মেয়ে জিন্নৎ বমি করেছিল, আমি নিজের হাতে তা পরিষ্কার করে দিয়ে এসেছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওরে তুই বল্‌ছিস কি শ্যামা? এমন সর্ব্বনাশ ক'রে এলি তুই? বামুনের মেয়ে হ'য়ে তুই মুসলমানের বমি ঘেঁটে এলি? আমি যে তোকে কি করব, তাই ভেবে পাচ্ছি না। কেটে দু'খানা করবো, না হাত পা বেঁধে এলোকেশীর জলে ফেলে দেব?

শ্যামা। তোমার যা ইচ্ছে হয় করো। আমি যা করেছি, বারবারই তা করব।

বিষ্ণুপ্রিয়া। এত বড় বুকের পাটা তোর? বল্‌ছি আমি মা, তবু আমার মুখের উপর তুই তর্ক করবি? তিনদিন বাদে পুজো, আজ তুই জাত খুইয়ে বসলি? আমি এখন তোকে গোবর খাওয়াব না পুজোর কাপড় চোপড় গোছাব?

শ্যামা। কিছুই করতে হবে না মা। কাপড়গুলো আমায় দিয়ে দাও, আমি ওই নিরাশ্রয় বন্যার্ত্ত চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দিই।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি? মায়ের পুজোর কাপড় তুই চাষীদের বিলিয়ে দিবি!

শ্যামা। তার চেয়ে বড় পুজো আর কি আছে মা? মা যে জগজ্জননী, তার সন্তানের যদি পরণের কাপড় না জোটে, পেটের ভাত না জোগায়; রোগে ওষুধ না মেলে, তাহ'লে মা তোমাদের ভোগ নেবেনা। আমার পরণে যদি জোটে ছেঁড়া ময়লা সেলাই-করা কাপড়, তুমি কি পার মা বেনারসী পরতে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। মেয়েটা বলে কি?

শ্যামা। সিরাজের মেয়ে বন্যায় স্বামী হারিয়েছে। কাঁদবার শক্তি নেই। কাপড়ের অভাবে বাইরে বেরুতে পাচ্ছে না। তার উপর জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ওষুধের পয়সা জোটে না। নহবৎখানায় তারা

এসে উঠেছে। তাদের বের করে দেবার জন্যে পাইক পেয়াদারা কোমর বেঁধে লেগেছে, ওদের ছুঁলে কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তর্ক করবি না। প্রায়শ্চিত্ত না হয় পরেই করবি। কিন্তু ছোটলোকের ছোঁয়া—

শ্যামা। দাও না মা কাপড়গুলো। ওরা বড় দুঃখী। তোমার অনেক আছে, তুমি ওদের মুখের দিকে চাও। বরাবর ত মায়ের পূজো করেছ, এবার গরীবের পূজো কর। দেখবে তোমার মায়ের সঙ্গে তেত্রিশ কোটি দেবতা তোমার ঘরে নেমে এসেছে। কবি তোমাদের ডেকে কি বলেছেন জান?

বিষ্ণুপ্রিয়া। যা যাঃ, ভারী তোর কবি। কি বলেছে কবি?

শ্যামা। বলেছেন,—"মাতৃহারা মা যদি না পায়, তবে আজ কিসের উৎসব?"

বিষ্ণুপ্রিয়া। তা বলে পূজোর কাপড় তুই ছোটলোকদের দিয়ে দিবি! যা খুশী কর, আমি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। সিরাজের মেয়ে না কি বললি? কাপড়ের অভাবে বেরুতে পাচ্ছে না? তাতে তোমার কি এল আর গেল হতভাগা মেয়ে?

শ্যামা। মা,—

বিষ্ণুপ্রিয়া। বলব কাকে? আমার কথা কি শুনবে? দু' জোড়া কাপড় আর দশটা টাকা তুমি তাকে দিয়ে বসে আছ। যা প্রাণ চায় কর! আমাদের কি? আজ আছি, কাল নেই। দূর দূর। [প্রস্থান।

শ্যামা। রাগ করো না জগজ্জননি, বছর বছর তুমি রাজভোগ খাও; রাজবেশ পর। এবার তোমার ছেলে মেয়েরা খাক, তারাই পরুক, তুমি চেয়ে চেয়ে দেখ। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিদ্ধেশ্বরের বাড়ী।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। গোরা, এ গোরা, গোরা,—

ভাদু্র প্রবেশ।

ভাদু। দাদাকে ডাকছ বাবা?

সিদ্ধেশ্বর। ডাকছি না ত কি চেঁচিয়ে ব্যায়াম করছি? কোথায় সে বাঁদরটা?

ভাদু। দাদা ত ঘরে নেই।

সিদ্ধেশ্বর। নেই তা ত দেখতেই পাচ্ছি। মরেছে কি না তাই বল্।

ভাদু। মরবে কেন? ভোরবেলা ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে। এখনও ফেরেনি।

সিদ্ধেশ্বর। ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে! কেন, বাপের চিতার উপর মঠ তুলবে বুঝি?

ভাদু। না বাবা, ভিক্ষে করে এনে বন্যার্ত্তদের খাওয়াবে।

সিদ্ধেশ্বর। গুষ্টীর মাথা করবে। বন্যার্ত্তরা ওর স্বর্গে বাতি দেবে। শূয়ারকে এখানে ঠাঁই দিয়েই অন্যায় করেছি। আমি কি

জানি ওর এত গুণ! হেন দিন নেই যেদিন দু'দশটা লোক এসে নালিশ না করবে। হয় কারও মাথা ফাটিয়েছে, না হয় কাউকে অপমান করেছে, নয়ত কারও ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কত লোকের পায়ে ধরব আমি? মান মর্য্যাদা রসাতলে গেল, চাকরিটাও বুঝি যায়।

ভাদু। কেন বাবা, আবার কি করেছে দাদা?

সিদ্ধেশ্বর। যা করেছে, তাতে ওর ত যা হবার হবেই, আমার শুদ্ধ হাতে দড়ি পড়বে। রাজবাড়ার ঠাকুর নৌকো করে নিয়ে আসছিল, হতভাগা তার দলবল নিয়ে ঠাকুর ফেলে দিয়ে বন্যার্ত্ত ব্যাটাদের নৌকো ভর্ত্তি করে নিয়ে এসেছে। এখন আমি করব কি বল?

ভাদু। তোমার কিছু করতে হবে না বাবা। ঠাকুর নিজেই এর বিচার করবে। তুমি দেখে নিও বাবা, যে অনাচারী তার অসম্মান করেছে, তাকে রাজবাড়ীর পাঁঠার মাংস খেতে দেয়নি, সে তিনদিনের মধ্যে মুখে রক্ত উঠে মরবে। আবার কি বলে গেছে জান?

সিদ্ধেশ্বর। কি বলে গেছে শূয়ার?

ভাদু। বলে গেছে, কাকাকে বলিস আমাদের সঙ্গে যেন ভিক্ষে করতে বেরোয়।

সিদ্ধেশ্বর। কি? ভিক্ষে করব আমি,—ওই বন্যার্ত্ত ছোটলোকদের জন্যে?

ভাদু। ক্ষেপেছ? গাঁ শুদ্ধ সবাই পাগল হলেও ত তুমি পাগল হতে পার না। রাস্তায় গিয়ে দেখ না, ছেলেদের ত কথাই নেই, বুড়ো ভদ্রলোকেরা, মহিলারা পর্য্যন্ত আজ রাস্তায় নেমে এসেছে। রতন গাঁয়ে এ দৃশ্য না কি আর কখনও কেউ দেখেনি। টাকা

পয়সা সোনা দানায় ভিক্ষের ঝুলি ভরে গেছে, কাপড় জামা উড়ে এসে পড়ছে। ঠাকুর দেখতে আজ আর কেউ যায়নি বাবা, সবাই রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে মানুষের পূজো দেখতে। এ হ'ল কি বাবা?

সিদ্ধেশ্বর। মানুষের পূজো! সাতজন্মেও এমন কথা শুনিনি।

ভানু। আমি তাকে বলেছিলুম বাবা খবরদার, আমাদের ঘরে এনে যেন চাষা ভুষোদের ঢুকিও না। তার উত্তরে কি বললে জান?

সিদ্ধেশ্বর। কি বললে?

ভানু। বললে, যত্র জীব তত্র শিব। কে ওদের বিবেকানন্দ না পাগলানন্দ নাকি বলেছে,—

"জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। এ শূয়ারেরও যেন কথাবার্ত্তা বাঁকা বাঁকা মনে হচ্ছে। কাণ ধরে বাড়ী থেকে বার করে দেব।

শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। গোরা কোথায় গেল বল দেখি? কখন থেকে ভাত কোলে করে বসে আছি। ছেলের দেখাই নেই। হাড়মাস জ্বালিয়ে খেলে হতভাগা ছেলে।

সিদ্ধেশ্বর। জ্বালাতনের এখনও হয়েছে কি? জেল হয় না ফাঁসী হয়, তাই দেখ। রাজা বাহাদুর চটে আগুন হয়ে আছে। ওর ত যা হবার হবেই, আমাদেরও চাল কেটে তুলে দেবে।

শঙ্করী। কেন বল দেখি? চুরি ফুরি করেছ না কি?

সিদ্ধেশ্বর। বাজে কথা বলো না। চুরি করতে দেখেছ আমায় কোনদিন ?

শঙ্করী। কেন দেখব না ? রোজই ত দেখছি। মাইনে ত পাও সতেরো টাকা বারো আনা,—তাও বছরের পর বছর বাকি পড়ে থাকে, তবে আমার গায়ে এত গহনা উঠল কি করে ? এত জমিজমা কিনলে কি দিয়ে ? রোজ রোজ এত থলে ভর্ত্তি টাকা আসে কোত্থেকে ?

সিদ্ধেশ্বর। সে সব তুমি কি বুঝবে ? ও হচ্ছে আমার দস্তুরী।

শঙ্করী। চুরির গায়ে চিনি মাখালেই দস্তুরী হয়। আমি সব বুঝি ঠাকুর। রাজা বাহাদুর ধরে চাবকে দিয়েছে বুঝি ?

সিদ্ধেশ্বর। আমাকে চাবকাবে কেন ? চাবকাবে ওই গোরাকে। তোমার আশকারা পেয়েই ত হতভাগা মাথায় উঠেছে। এখন ওর জ্বালায় আমার মাথা খুঁড়ে মরতে হবে।

শঙ্করী। মরতে ত হবেই একদিন, না হয় দুদিন আগেই মরলে।

সিদ্ধেশ্বর। মস্করা করোনা বলছি, হতভাগা কি করেছে জান ? রাজবাড়ীর ঠাকুর নৌকো করে আসছিল। হতচ্ছাড়া পাজি সেই ঠাকুর নামিয়ে রেখে বন্যার্ত্তদের পার করে এনেছে। ঠাকুর গলে কাদা হয়ে গেছে।

শঙ্করী। বল কি ?

সিদ্ধেশ্বর। শুধু কি এই ? রাজা বাহাদুরের পাঠশালায়, আটচালায় বাগান বাড়ীতে আর নহবৎখানায় বন্যার্ত্তদের জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। মায়ের পূজো বন্ধ হয়ে গেল।

শঙ্করী। ছেলেটার কি বুকের পাটা গো ?

সিদ্ধেশ্বর। তোমার যে দাঁত বেরিয়ে পড়ল গো। যাবে না কি রাস্তায়? সে ব্যাটা ত দল বল নিয়ে ভিক্ষেয় নেমেছে। তুমিও গিয়ে ভাসুরপোর সঙ্গে যোগ দাও। সে গান কচ্ছে, তুমি গিয়ে নাচ।

শঙ্করী। তুমিও চল না পেছন থেকে ধ্বনি দেবে।

সিদ্ধেশ্বর। ওঃ—অমনি চার পা তুলে ছুটল। মেরে তক্তা বানিয়ে দেব, জান?

শঙ্করী। জানি। তবে তুমিও জেনো; আমার গায়ে হাত তুললে ওই গোরাই তোমার উঠোনে পুতে ফেলবে।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। এ হ'ল কি? দেশটা কি অরাজক হয়ে গেল?

চূড়ামণির প্রবেশ।

চূড়ামণি। মহাপাপ, ঘোর মহাপাপ সিদ্ধেশ্বর। প্রতিমার অভাবে রাজবাড়ীর পূজো বন্ধ হয়ে গেল। দশটা পাঠা মানসিক ছিল, একটা'রও আর পাত্তা নেই, দড়ি খুলে কে ছেড়ে দিয়েছে। রাজা-বাহাদুর শোকে দুঃখে শয্যা নিয়েছেন আর জ্বরের ঘোরে ভুল বকছেন। সব তোমার ভাইপোর জন্যে। এত বড় মহাপাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত তুষানল। শুধু ওর নয়। এমন শাস্ত্র বিরোধী দেবদ্বেষী পাষণ্ডকে যে আশ্রয় দেয়; তারও পরিণামে অনন্ত নরক।

সিদ্ধেশ্বর। আমি ত কিছু করিনি চূড়ামণি মশায়।

চূড়ামণি। না করলেও করেছ। সে হচ্ছে তোমার ভাইপো।

সিদ্ধেশ্বর। আমি যদি তাকে ত্যাজ্য ভাইপো করি?

চূড়ামণি। হয় না। ত্যাজ্য পুত্র হতে পারে, ত্যাজ্য পিতা-মাতাও হতে পারে, কিন্তু ত্যাজ্য ভাইপো হয় না।

সিদ্ধেশ্বর। তাহ'লে উপায়?

চূড়ামণি। উপায় আছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সবৎসা গাভী দান, তার উপর স্বর্ণ উপবীত, স্বর্ণকলস, বিশ জোড়া বস্ত্র, একুশটি সোনার বিল্বপত্র—

সিদ্ধেশ্বর। আর এক জোড়া হীরের খড়ম, মোতির মালা—আমাকে বেচলেও এর দু আনি খরচ উঠবে না।

চূড়ামণি। নরক। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমাকে কুম্ভীপাক নরকে তেলের কড়ায় ভাজছে।

সিদ্ধেশ্বর। ও ঠাকুর,—

চূড়ামণি। মা জগদম্বার এই অমর্য্যাদায় তেত্রিশ কোটি দেবতা রুষ্ট হয়েছে সিদ্ধেশ্বর। মহাদেবের ত্রিশূল, ইন্দ্রের বজ্র, বিষ্ণুর চক্র সব একসঙ্গে গর্জ্জে উঠেছে। তোমার আর রক্ষে নেই।

সিদ্ধেশ্বর। আরে মশায়, আমি কি করেছি? গাঁয়ে কি লোক নেই? ওকে ধরে তুষানলে ফেলে দিতে পারে না? হতভাগা মরুক, আমি কিচ্ছু বলব না।

চূড়ামণি। কত বড় বুকের পাটা বল দেখি। বলা নেই, কওয়া নেই, কতকগুলো চাষা ভূষোকে এনে মায়ের আটচালায় ঢুকিয়ে দিয়েছে? গোটা কতক মুসলমানকে আবার নহবৎখানায় ঠাঁই দিয়েছে। আরে, ওরা হচ্ছে ভগবানের অবহেলিত জীব। ওরা জন্মেছেই ত কুকুর ছাগলের মত মরতে। তার জন্তে দেবস্থান অপবিত্র করা? গেল, হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে গেল।

সিদ্ধেশ্বর। তাই ত দেখছি।

চূড়ামণি। শুধু কি এই? রাস্তায় গিয়ে দেখ, বন্যার্ত্ত ব্যাটাদের জন্তে লোকেরই গলায় সাঁড়াশী দিয়ে পয়সা আদায় কচ্ছে। লোকের

ঘর থেকে জামাকাপড় টেনে বার কচ্ছে। মেয়েছেলেগুলোকে পর্য্যন্ত ভিক্ষে করতে রাস্তায় নামিয়েছে। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না সিদ্ধেশ্বর, আমার ব্রাহ্মণীর কাছ থেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পাঁচ পাঁচটা টাকা আদায় করেছে। রাজা বাহাদুর ত বারুদ হয়ে আছেন। সেরে উঠে গোরাকে ত গোর দেবেনই, তোমারও মাথাটা থাকলে হয়। দস্তুর মত গ্রহশান্তি না করলে মনিবের রোষও কাটবে না, আর নরকের ভয়ও যাবে না।

সিদ্ধেশ্বর। করুন না আপনি গ্রহশান্তি। কি লাগবে বলুন।

চূড়ামণি। অন্যের কাছে পঞ্চাশ টাকা সওয়া পাঁচ আনা নিই। তুমি আপনার লোক, না হয় পঞ্চাশ টাকাই দিও।

সিদ্ধেশ্বর। পঞ্চাশ টাকা! মরে যাব চূড়ামণি মশায়। আমি দু'টি টাকা দেব; আমায় রক্ষে করুন।

চূড়ামণি। কি পাগলের মত বকছ? দু'টাকায় গ্রহশান্তি! এ কি অনন্ত শিরোমণি পেয়েছ যে ন' সিকে নিয়ে লক্ষ্মী পূজোর মন্ত্র আউড়ে দিয়ে যাবে? আমি বাঘাম্বর চূড়ামণি। মেরে কেটে চল্লিশ টাকায় নামতে পারি, তার কমে নয়।

সিদ্ধেশ্বর। এই জন্যেই শাস্ত্রে বলেছে, "অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়"। আচ্ছা, আজি লিখে এই তিন টাকা দু'আনা পেয়েছি; দু আনা রেখে তিন টাকাই ধরে দিলুম। ওঃ—খরচ, কেবলি খরচ। কুলাঙ্গারকে আমি পথে বসাব, তবে আমার নাম সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

[প্রস্থান।

চূড়ামণি। তিন টাকায় গ্রহশান্তি! উচ্ছন্ন যা ব্যাটা।

গোরার প্রবেশ।

গোরা। কাকা,—

চূড়ামণি। এই যে বাবা গোরাচাঁদ। তোমার কথাই হচ্ছিল বাবা। সাবাস বাপের ব্যাটা। যা কেউ পারেনি; তুমি তাই করেছ। রাজা বাহাদুরের দর্প চূর্ণ করতে তুমি ছাড়া আর কেউ পারত না। তোমার কাকা ত রেগে কাঁই। বলে,—আমি শূয়ারকে ভিটে ছাড়া করব। আমি বললুম,—খবরদার সিধু, আমি বেঁচে থাকতে যে ওর গায়ে একটা আঁচড় কাটবে; তারই একদিন কি আমারই একদিন।

গোরা। আমি জানি চূড়ামণি মশায়, এ ঘোর সংসারারণ্যে আপনিই আমার একমাত্র বান্ধব।

চূড়ামণি। তুমি কিচ্ছু ভেবো না বাবাজি। তোমার কল্যাণে আমি শান্তি স্বস্ত্যয়ন করব। বিশেষ কিছু খরচা লাগবে না। ভিক্ষে করে যা পাবে, তার আদ্ধেক তুমি নিও, বাকি আদ্ধেক আমায় দিও। এমন স্বস্ত্যয়ন করব যে তোমার কাকার মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

গোরা। ফেটে গেলে ত রয়েই গেল। মাথাটা কাঁধ থেকে খসে পড়া চাই।

চূড়ামণি। তাহ'লে যে আরও খরচা লাগবে।

গোরা। লাগুক। আপনাকে আমি এমন দেওয়া দেব যে আর আপনার করে খেতে হবে না।

চূড়ামণি। হেঃ হেঃ। প্রাণের টান যাবে কোথায়? তোমার বাবা ছিলেন আমার পিসেমশায়ের সম্বন্ধীর ছেলে। তাই ত অহরহঃ তোমার জন্যে এমন প্রাণ কাঁদে গোরাচাঁদ।

গোরা। কাঁদবেই ত। মা মরার সময় বলে গিয়েছিলেন,—গোরা,—তোর দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদবে।

চূড়ামণি। দেখ, তোমার কাকা যদি তোমায় বলে, বেরিয়ে যাও, তুমি বলবে,—তুমি বেরিয়ে যাও। মনে রেখো,—এ বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তি সব তোমার বাবার টাকায় কেনা।

গোরা। তবে না কি আমার কিছু নেই।

চূড়ামণি। আছে কি না, আমি দেখে নেব। তুমি এ দলিলটায় সই করে দাও দেখি।

গোরা। কিসের দলিল? আমার সম্পত্তি আমি আপনাকে বিক্রি কচ্ছি?

চূড়ামণি। মিছেমিছি বাবা। হেঃ হেঃ হেঃ।

গোরা। হেঃ হেঃ হেঃ। [দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিল]

চূড়ামণি। ছিঁড়লে যে?

গোরা। আজ শুধু দলিলটাই ছিঁড়লুম, কাল তোমার মাথাটা ছিঁড়ব।

চূড়ামণি। বেঁচে থাক বাবা। দেখলুম তোমার বিষয় বুদ্ধি আছে কি না। হেঃ হেঃ হেঃ। [প্রস্থান।

গোরা। এরাই গ্রামের সমাজপতি। গ্রামের নিরক্ষর মানুষগুলোকে এরা পুতুলের মত নাচায়। এদেরই জন্যে রাম আর রহিমে এত প্রভেদ, এরাই শিখিয়েছে যে পৃথিবীর ফলশস্যে শুধু ভদ্রলোকের অধিকার, ছোটলোকের অধিকার নেই। দাঁড়াও চূড়ামণি ঠাকুর,—তোমাদের ঘুঘুর বাসা আমি ভাঙব, তবে আমার নাম গোরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। দাঁড়াও। এর অর্থ কি?

গোরা। কিসের অর্থ?

সিদ্ধেশ্বর। রাজবাড়ীর ঠাকুর গলে কাদা হয়ে গেছে শুনেছ? শুনেছ যে প্রতিমার অভাবে পূজো হতে পারেনি? রাজা বাহাদুর জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান, শুনেছ?

গোরা। এই ত শুনছি।

সিদ্ধেশ্বর। কে এর জন্যে দায়ী?

গোরা। তিনি নিজে।

সিদ্ধেশ্বর। আমি যে তোমায় কি করব, তাই ভেবে উঠতে পাচ্ছি না।

গোরা। তুমি বসে বসে ভাব, আমি ঘুরে আসছি।

সিদ্ধেশ্বর। ঘুরে আসতে হবে না। এখনি রাজা বাহাদুরের পাইক এসে তোকে কাণ ধরে রাজবাড়ী নিয়ে যাবে।

গোরা। ভয়ের কথা।

সিদ্ধেশ্বর। কার হুকুম নিয়ে তুই চাষা ব্যাটাদের রাজবাড়ীতে ঢুকিয়েছিস্ শুনি।

গোরা। যার হুকুম নিয়ে দেশের দুরন্ত ছেলেরা গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছে, নেংটি পরা অর্দ্ধনগ্ন ফকির পৃথিবীর সেরা শক্তিকে যুদ্ধে আহ্বান করেছে, যার হুকুমে যুগে যুগে এ দেশের বাপে তাড়ানো, মায়ে খেদানো ছেলেরা "ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয় গান" গেয়ে গেছে। এ তুমি বুঝতে পারবে না কাকা। তুমি বোঝ টাকার ঝনঝনানি, মামলার প্যাঁচ, আর ঘুষের মধু।

সিদ্ধেশ্বর। জুতিয়ে লম্বা করব শূয়ার।

গোরা। জুতোটাই ছিঁড়বে, গায়ে দাগ লাগবে না।

সিদ্ধেশ্বর। বক্তৃতা রেখে দে। যদি ভাল চাস্ ত এখনি ছুটে যা বলছি। রাজা বাহাদুরের পায়ে ধরে মাপ চাইবি।

গোরা। তোমার রাজা বাহাদুরকে বল প্রজাদের কাছে মাপ চাইতে।

সিদ্ধেশ্বর। চাষা ব্যাটাদের সরিয়ে নিবি না তুই?

গোরা। সময় হলেই সরাব, তার আগে নয়।

সিদ্ধেশ্বর। বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে।

গোরা। বাড়ী ত তোমার একার নয়, আধখানা আমার। বাড়ীঘর বিষয় সম্পত্তি ভাগ করে দাও। তারপর বলো বেরিয়ে যেতে।

সিদ্ধেশ্বর। কিসের বিষয় সম্পত্তি রে ছুঁচো? তোর বাপ যে তার অংশ আমার কাছে বিক্রি করে গেছে, সেটা বুঝি জান না? দেখাব দলিল?

গোরা। দলিল ফলিল শিকেয় তুলে রাখ কাকা। ঘুষ দিলে সবই হয়, ও আমি জানি। আর নিজের পাওনা গণ্ডা কি করে আদায় করতে হয়, তাও আমি জানি। তুমি গুরুজন, তোমাকে অসম্মান করতে আমি চাই না। কিন্তু আমাকে ঘাটালে আমি ভাল করে ওষুধ দিয়ে দেব।

সিদ্ধেশ্বর। এত বড় কথা বলিস তুই? আমি তোকে খুন করব।

গোরা। সে যখন পার করো। এখন আমার হিসেব থেকে দুশো টাকা দাও দেখি, বন্যার্ত্ত ভাণ্ডারে দেব।

সিদ্ধেশ্বর। দুশো টাকা! দুশো পয়সা চোখে দেখেছিস্?

গোরা। তুমি পুজুরি বামুনের ছেলে, না দেখতে পার, আমি দেখেছি। যাক, আমি এখন চললুম, সন্ধ্যেবেলা এসে টাকা নিয়ে যাব, তৈরী থেকো।

সিদ্ধেশ্বর। এক পয়সা দেব না।

গোরা। তাহলে মনে রেখো, আমি সুবোধ, সুশীল ছেলে নই, আর আমার আত্মীয় তুমিও যেমন, ওই সিরাজও তেমনি।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। উচ্ছন্ন যাক, মরুক; অমন ভাইপো থাকার চেয়ে মরাই ভাল।

শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। গোরা এসেছিল না? গেল কোথায়?

সিদ্ধেশ্বর। যমের বাড়ী গেছে।

শঙ্করী। তুমি যাবে কবে?

সিদ্ধেশ্বর। তোমাকে খেয়ে তারপর যাব।

শঙ্করী। আগেই যাও না। চুরি চামারি করে যা কিছু জমিয়েছ, সব খরচ করে তোমার শ্রাদ্ধ করি। নইলে নরকেও ঠাঁই হবে না যে, সেটা বুঝতে পাচ্ছ?

সিদ্ধেশ্বর। বাজে কথা রাখ। গোরাকে আর খেতে দেবে না বলে দিচ্ছি। ওর সঙ্গে এক বাড়ীতে আর আমরা থাকব না।

শঙ্করী। আমিও ত তাই বলছি গো।

সিদ্ধেশ্বর। কই বলছ গো?

শঙ্করী। মেয়েটাকে আমি দেখে এসেছি। আমার খুব পছন্দ হয়েছে, জানলে?

সিদ্ধেশ্বর। জানলুম।

শঙ্করী। তুমি কালই গিয়ে আশীর্ব্বাদ করে এস। দেনা পাওনার কথা তুমি মোটে তুলবেই না। এই মাসেই বিয়ে দিয়ে

বউটাকে ঘরসংসার বুঝিয়ে দিয়ে আমরা কাশী চলে যাব। অমন হতচ্ছাড়া ছেলের সঙ্গে আমি আর এক বাড়ীতে থাকতে পারব না। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ঘুম ত একদম নেই। বউয়ের মুখনাড়া না খেলে হতভাগা ছেলে জব্দ হবে না। তুমি কাশী যাবার জন্যে তৈরী হও।

সিদ্ধেশ্বর। তৈরী আমি হয়েই আছি, তবে কাশী যাবার জন্যে নয়, ফাঁসী যাবার জন্যে।

গীতকণ্ঠে বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ। গীত :

ও জননি আয়,
অন্ন দে মা, বসন দে মা, শ্রাবন এল দরিয়ায়
কত শিশু কত মেয়ে ক্ষুধায় কাঁদে মা গো,
ঘুমের ঘোরে থাকিস না কেউ, ও জননি জাগো;
মুছিয়ে দে অশ্রুধারা,
ওরা যে মা সর্ব্বহারা,
মুমূর্ষু যার ছেলেমেয়ে, কি সুখে সে নিদ্রা যায়?

সিদ্ধেশ্বর। বন্যার্ত্তদের জন্যে ভিক্ষে দেব আমি? বেরো বেরো, এক্ষুণি বেরো। ও গিন্নি, একটা লাঠি নিয়ে এস না ছাই।

শঙ্করী। লাঠিতে হবে না। এদের তুমি চেনো না। এদের গণ্ডারের চামড়া। আমি ওদের চোক কাণা করব। [তাগা ও বালা ছুঁড়িয়া মারিল] বেরো লক্ষ্মীছাড়ার দল, বেরো, বেরো বলছি।

সিদ্ধেশ্বর। ও গিন্নি, ও শঙ্করি। গেল, গেল, সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিলে।

বালকগণ। জয় মা জগদ্ধাত্রি, জয় মা জগদ্ধাত্রি।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বরী। চুলোমুখি, এতগুলো গয়না তুই ছোটলোক ব্যাটাদের দিয়ে দিলি?

শঙ্করী। ছোটলোক ওরা নয়, ছোটলোক তুমি।

সিদ্ধেশ্বর। সোনাদানা তোর কাছে খোলামকুচি!

শঙ্করী। চুরি করা সোনাদানা খোলামকুচির চেয়েও খারাপ।

সিদ্ধেশ্বর। তোকে আমি খুন করব।

শঙ্করী। তোমাকে আমি তালাক দেব।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। যাচ্ছি আমি রাজবাড়ী। সব ব্যাটাদের দেখে নেব। আমার নাম সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নহবৎখানা।

সিরাজের প্রবেশ।

সিরাজ। কাণ্ডটা দেখেছ? আমি দুদিন নেই, এর মধ্যে সব নোবৎখানায় এসে ঠাঁই নিয়েছে! এ আদম, আদম,—

আদমের প্রবেশ।

আদম। ডাকছ বাপজান?

সিরাজ। [ভ্যাঙ্গাইয়া] ডাকছ বাপজান? এসব কি ব্যাপার? তোরা নোবৎখানায় উঠে এলি কেন? ইস্কুল বাড়ীতে কি হল?

আদম। হবে আবার কি? তোমার মেয়ে যে জ্বরে বেহুঁস হ'য়ে পড়ল।

সিরাজ। আর তুই অমনি বোনকে নিয়ে নোবৎখানায় ঠেলে উঠে এলি?

আদম। আমি উঠে আসব কেন? গোরাবাবু এনে এখানে রেখে গেল যে।

সিরাজ। তুই এলি কেন শূয়ার? এটা নোবৎখানা সে খবর রাখিস্? এখানে বসে বাজনদাররা পূজোর বাজনা বাজায়। এর দেয়ালে দেয়ালে হিন্দুয়াণীর ছাপমারা। এঘরে ঢুকলে মোসলমানের গুণাহ হয় না?

আদম। ইস্কুল ঘরটাও ত হিন্দুর বাবা। হিন্দুর ছেলেরা ওখানে পড়ে, সরস্বতী পূজো করে, বাজনা বাজায়, ঠাকুর দেবতার নাম করে, সেখানে থাকলে গুণাহ হয় না?

সিরাজ। ব্যাটাকে ধরে দু'ঘা দিয়ে দেব না কি? ইস্কুল আর নোবৎখানা এক হল? মৌলভী সাব বলেছে, ইস্কুল কারও একার সম্পত্তি নয়, ও হচ্ছে সবার জিনিষ।

আদম। ওই মৌলভী সাহেবরাই তোমাদের মাথা খাবে। চাষীদের এত বড় বিপদের সময় কোন ব্যাটা মৌলভীর ছায়াও ত দেখতে পেলুম না।

সিরাজ। বাজে কথা বলিসনি। জিন্নৎ কোথায়, জিন্নৎ?

আদম। দেখ না গিয়ে, বসে বসে রাঁধছে আর কাঁদছে।

সিরাজ। বারণ করে দে। দিনরাত কান্নাকাটি আমার ভাল লাগে না। পেটে নেই ভাত, পরণে নেই কাপড়, জমিজিরেৎ বাড়ী ঘর নিশ্চিহ্নি হয়ে গেল, ভেবে ভেবে হাত পা পেটের ভেতর সেধিয়ে যাচ্ছে, তার উপর মেয়ে কাঁদছে ত কাঁদছেই। কাঁহাতক সয় মানুষের?

আদম। তোমার না সয়, তুমি কাণে আঙুল দিয়ে থাক না। তার খসম জলে ডুবে মরেছে, সে কাঁদবে না?

সিরাজ। ওঃ—ভারী খসম। সাত বছর আমার মেয়েকে নিয়ে ঘর করে গেছে, এর মধ্যে একখানা গয়না দিয়েছে? একখানা ভাল শাড়ী দিয়েছে? খেটে খেটে মেয়েটার কাঁচা সোনার রং কালী হয়ে গেল। চাইনে আমি অমন জামাই।

আদম। চাইলেই কি আর পাবে? সে এখন অনেক দূরে। কিন্তু আমার কাছে যা বলেছ বলেছ, জিন্নতের কাছে যেন তার খসমের নিন্দে করো না।

সিরাজ। তুই ব্যাটাই ত দিনরাত মেয়েটার কাছে হুমায়ুনের গুণগান করিস। নে নে, সব বেঁধে ছেঁদে তৈরী হয়ে নে। এক্ষুণি আমরা চলে যাব।

আদম। কোথায় যাব বল দেখি।

সিরাজ। তালগঞ্জের জোতদার কদম আলি তার একখানা বাড়ী ছেড়ে দিয়েছে আমাদের থাকবার জন্যে। চার বিঘে জমিও দেবে, চারটে হালের গরু আর দুটো লাঙ্গলও দেবে বলেছে। সেই সঙ্গে আরও দেবে দু'শো কড়কড়ে টাকা।

আদম। দাঁড়াও, দাঁড়াও। কদম আলির ভাই না হর্দ্দম খাঁ, খুনের দায়ে যার দু'বছর জেল হয়েছে? হর্দ্দম খাঁই ত সেদিন জিন্নতের হাত ধরেছিল।

সিরাজ। মিছে কথা বলিসনি।

আদম। তার ভাইয়ের এত দয়া কেন বল ত? টাকা কি আগাম নিয়ে এসেছ না কি?

সিরাজ। তা, একশো টাকা এনেছি বই কি?

আদম। তাই দিয়েই বুঝি এই নতুন পোষাক কিনেছ? কি করে এসেছ বলত। কোন মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার আড্ডায় ঢুকিয়ে দাওনি ত?

সিরাজ। ব্যাটাকে জুতিয়ে সোজা করব।

আদম। তাইত, পায়ে জুতোও পরেছ দেখছি। কি করে এসেছ বাপজান?

সিরাজ। বললে তুই এখুনি আহ্লাদে লাফিয়ে উঠবি। কদম আলির সঙ্গে আমি জিন্নতের নিকে পাকা করে এসেছি।

জিন্নতের প্রবেশ।

জিন্নৎ। আমার নিকে!

সিরাজ। চোখ কপালে তুললি যে? এ কি তুই নতুন দেখছিস, না নতুন শুনছিস্? করিমমুন্সীর মেয়ে, বসিরদ্দির ভাগ্নী, নেয়ামতের

বাংনী—তোরই ত সমবয়সী। আজ তাদের খসম মরেছে, কাল চাদের নিকে হয়েছে। নিজের চোখে দেখিস নি?

জিন্নৎ। দেখেছি।

সিরাজ। তবে?

জিন্নৎ। তবে আবার কি? তাদের যা হয়েছে, আমার তা হবে না। দোহাই তোমাদের, আমার কাছে ওকথা উচ্চারণ করো না। এলোকেশীর জলের তলায় তোমার জামাই শিউরে উঠবে বাবা।

সিরাজ। ওঃ—ভারী আমার জামাই! ব্যাটা লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরি করলে না, গাঁয়ে এসে মক্তব খুলে বসল। কেউ মাইনে দিত, কেউ ধানপান দিত, কেউ মোটে কিছুই দিত না। একখানা গয়না তোকে দেয়নি, একখানা ভাল কাপড় দেয়নি, দু'বেলা পেট ভরে খেতে পর্য্যন্ত দিতে পারেনি।

জিন্নৎ। তবু যা দিয়েছিল, রাজা বাহাদুর তার রাণীকে তা দিতে পারেনি। নাই থাক আমার পেটে ভাত, পরণে জমকালো শাড়ী গয়না, তবু আমার চেয়ে সুখ কারও ছিল না, আমার মত মান কেউ পায়নি বাবা। হিন্দুর বিয়ে বাড়ীতে মুসলমানের দাওয়া-খানায় সব চেয়ে বড় আসন আমারই ছিল বাবা। এত বড় পরিচয় আমি মুছে ফেলতে পারব না বাবা। হিন্দুরা বলে এ জন্মজন্মান্তরের বন্ধন। আমরা জন্মান্তর মানি না। কিন্তু আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পাচ্ছি বাবা, এ বাঁধন স্বামীর মরণে খুলে যায় না।

আদম। তা বললে কি চলে? বাপজান তোর নিকে পাকা করে এসেছে। একশো টাকাও আগাম নিয়ে এসেছে।

জিন্নৎ। এ কি সত্যি বাবা?

সিরাজ। সত্যি না ত কি মিথ্যে?

আদম। কত বড় লোক জানিস্? টাকার বিছানায় শোয়, সোনার চাদর গায়ে দেয়, মুক্তোর ভাত খায়।

সিরাজ। ফাজলামো করিসনি।

আদম। বাড়ী ত একখানা দেবেই। আরও দেবে চার বিঘে জমি, দু' দুটো লাঙ্গল, চার চারটে বলদ। লোকটা কে জানিস? তার নাম কদম আলি সর্দ্দার। গরু চুরি করে একবার বিবিগঞ্জের হাটে মার খেয়েছিল। আর তার ভাই হর্দ্দম খাঁ তোর হাত ধরেছিল।

সিরাজ। মিছে কথা বলিসনি। বেঁধে ছেদে নে, আমরা এক্ষুণি চলে যাব। এ কৈতুর নোবৎখানায় আর এক লহমা থাকব না। গুণাহ ত হয়েইছে, আরও কি হবে কে জানে।

আদম। কোথায় থাকতে বাবা সেদিন,—যেদিন চারিদিকে অথৈ জল আমাদের কবরখানার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল? পায়ের তলায় জল, মাথার উপর বৃষ্টি, পরণে ভিজে কানি, মেয়েটা তোমার এলোকেশীর জলে ডুবে মরবার জন্যে পাগল হয়ে ছুটে যাচ্ছিল। হিন্দুর ছেলে ওই গোরাবাবুই সেদিন ঠাকুর ফেলে দিয়ে আমাদের নৌকোয় তুলে এনেছিল। ভিক্ষে করে এনে সেই আমাদের মুখের ভাত জোগাচ্ছে।

জিন্নৎ। জ্বরে যখন আমি বেহুঁস্ হয়ে পড়েছিলাম, তখন এক হিন্দুর মেয়েই আমার খেদমত করেছে; আমি বমি করেছি, সে দু'হাতে তা সাফ করেছে, আমার মাথায় হাওয়া করেছে, কপালে জলপটি দিয়েছে!

সিরাজ। সব শয়তানি। সব জাত মারবার মৎলব, আমি বুঝি নে? চলে আয়, আমি আর এক লহমা এখানে থাকব না

আদম। তোমার মত বেইমানের এখানে না থাকাই উচিত। যেখানে খুশী তুমি চলে যাও; আমরা যাব না। আমিও নই, জিন্নৎও নয়।

সিরাজ। চালাকি পেয়েছ? আমি কথা দিয়ে এসেছি, আগাম টাকা নিয়ে আদ্ধেক খরচা করে ফেলেছি, এখন আমি তাকে বলব কি?

আদম। বলবে, তোমার মত খাঁটি মুসলমান যারা, তারা কথা দেয়, কিন্তু রাখে না।

সিরাজ। বললেই হল? আমার মাথায় যখন লাঠি মারবে?

আদম। লাঠি খাবে। গরু চোরের সঙ্গে কারবার করতে গেলে লাঠি ত খেতেই হবে, তার উপরে আরও কিছু খেতে হয় কি না, তাই দেখ।

[প্রস্থান।

সিরাজ। জিন্নৎ,—

জিন্নৎ। বৃথা চেষ্টা কচ্ছ বাবা। নিকে আমি করব না। কদম আলি ত একটা পোকামাকড়, নবাব বাদশা যদি তার সর্ব্বস্ব আমার পায়ে ঢেলে দেয়, তবু আমার সে গরীব খসমের অপমান আমি করব না। কারও অনুরোধে নয়, কারও চোখ রাঙানিতে নয়, হীরে জহরতের লোভেও নয়।

সিরাজ। করিসনি তুই নিকে। কিন্তু এখানে আর আমরা থাকব না।

জিন্নৎ। যাব বাবা, আমার ঘরেই আমি ফিরে যাব। তোমার ভার আমি হব না। আমি জামা সেলাই করতে জানি, ছেলে পড়াতেও জানি, তাতেও যদি পেট না ভরে, আধপেটা খেয়ে

থাকব, তবু কারও গলগ্রহ হব না, কাউকে নিকেও করব না। আমার একটাই প্রাণ, আমি একজনকে দিয়ে ফেলেছি বাবা; সে আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে পালিয়ে গেছে, আর কাউকে দেবার মত কিছুই নেই আমার।

সিরাজ। সে তুই যা খুশী করিস, এখন বেরিয়ে আয়।

জিন্নৎ। তুমি যাও, আমরা এখন যাব না।

সিরাজ। এটা রাজা বাহাদুরের নোবৎখানা। এখনি পাইক পেয়াদা চুলের মুঠি ধরে বার করে দেবে।

জিন্নৎ। তার আগেই তারা মরবে। গোরাদার চর চারিদিকে ওৎ পেতে আছে। আর আমরা অসহায় নই, আর আমাদের উপর অত্যাচার করে কেউ রেহাই পাবে না। দেশে মানুষ এসেছে। তুমি যেতে হয় যাও, আমরা গোরাদার হুকুম ছাড়া এক পা-ও নড়ব না।

সিরাজ। গোরাদা গোরাদা, বাপের কথা গেরাযিয়ি হল না, তোর আপনারজন হল ওই হেঁদু ব্যাটা। গোরাদা তোর কে রে শয়তানি?

জিন্নৎ। আমার ভাই, আমার আত্মীয়, তোমার জামাইয়ের কলিকাতার দোস্ত। আমি তোমাকে তত বিশ্বাস করি না, যত বিশ্বাস করি আমার ওই হিন্দু ভাইকে।

সিরাজ। বটে! আচ্ছা, আমিও দেখে নেব সে ব্যাটার ধড়ে কটা মাথা।

জিন্নৎ। যতই চেষ্টা কর বাবা, তোমার ফাঁদে আমি পা দেব না।

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন। তোরই নাম সিরাজ?

সিরাজ। জী।

গোবর্দ্ধন। রাজা বাহাদুর বারবার তোকে তলব দিয়েছেন যাসনি কেন?

সিরাজ যাব কি করে? আমি ছিলুম না কি?

গোবর্দ্ধন। তোর ছেলেটা কোথায়?

সিরাজ। কি জানি কোথায় গেছে।

গোবর্দ্ধন। ডাক্ সে বিচ্ছু শূয়ারকে। রাজা বাহাদুর তার মাথাটা উড়িয়ে না দেন ত তোর বাপের ভাগ্যি।

সিরাজ। [জিন্নৎকে] শুনতে পাচ্ছিস্?

গোবর্দ্ধন। এটা কে? তোর মেয়ে বুঝি? খুব ঘর সংসার গুছিয়ে নিয়ে বসেছে। রান্না চাপিয়েছিস বুঝি? কি রান্না হচ্ছে? শুঁটকি মাছ না ষাঁড়ের ডালনা?

জিন্নৎ। মুরগীর মাংসও আছে। জানি ত আপনি আসবেন। আপনি রাজা বাহাদুরের দেওয়ান, আপনাকে ত যা তা খাওয়াতে পারি না। যান, চান করে আসুন, আমার রান্না হয়ে গেছে।

গোবর্দ্ধন। কি বললি ছোটলোকের বাচ্ছা?

জিন্নৎ। ছোটলোকের বাচ্ছা আপনি।

সিরাজ। সর্ব্বনাশ হল, সর্ব্বনাশ হল। ওরে ও জিন্নৎ,—

জিন্নৎ। কেন না বলে আমার ঘরে এসে ঢুকেছেন? জানেন না আমি পর্দ্দানশীন মুসলমানের মেয়ে?

গোবর্দ্ধন। তোর ঘর শয়তানি? হৈ হৈ করে এসে শানকী বদনা নিয়ে যেখানে সেখানে উঠলেই হল? তুই ছুঁড়ীই দেখছি পাজীর পা ঝাড়া। বারবার রাজা বাহাদুর তলব দিয়েছেন, তবু হুঁস নেই। তুই শয়তানিই বাপভাইকে যেতে দিসনি। আমি তোর পিঠের ছাল তুলে নেব।

জিন্নৎ। আসুন দেওয়ানজি, এই যে পিঠ পেতেছি। জুতো শুদ্ধ লাথি মারুন। আমি চাষার মেয়ে, আমার আবার মান ইজ্জৎ কি? আপনি আমার পিঠের ছাল তুলে নেবেন, সে ত আপনার দয়া। একে রাজার দেওয়ান, তার উপর বামুন, আপনার লাথি ত আমাদের আশীর্ব্বাদ।

সিরাজ। ওরে ও জিন্নৎ,—

জিন্নৎ। জুতোটা খোল ত বাবা, জুতোটা খোল ত। এই ছোটলোক দেওয়ানটাকে আমি দেখিয়ে দিই যে চাষীর মেয়ের ইজ্জৎ ওর মা বোনের চেয়ে কম নয়; শিখিয়ে দিই, আমরা গরীব বলে আমাদের গায়ের রক্ত এখনও জামাট বেঁধে যায়নি।

গোবর্দ্ধন। তবে রে হারামজাদি।

[জিন্নতের পিঠে যষ্টি প্রহারোদ্যোগ]

বিনোদ প্রবেশ করিয়া যষ্টি কাড়িয়া নিল।

[সিরাজের পলায়ন।

বিনোদ। কিলাইয়া সিদা করুম।

গোবর্দ্ধন। ধরলি যে ব্যাটা?

বিনোদ। ধরুম না? ইয়ারকি পাইছ? মাইয়া লোকেরে মারবার চাও? কি রকম ভদ্রলোক তুমি?

গোবর্দ্ধন। বেরিয়ে যা বাঙ্গাল।

বিনোদ। বাঙ্গাল তোমার বাপের ঠাকুর। আমি হালা ঢাকার পোলা—শাঁখারী টোলার বিনোদ। বেশী চালাকি করলে কিলাইয়া সিদা করুম।

গোবর্দ্ধন। আমি তোর মাথাটা নামিয়ে দেব বদমায়েস

বিনোদ। বদমাইস তুমি, বদমাইস তোমার চৌদ্দপুরুষ।

গোবর্দ্ধন। চল্ ব্যাটা রাজা বাহাদুরের কাছে, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

বিনোদ। তোমার রাজা বাহাদুরেরে আইতে কও, আমি তারে কিলাইয়া সিদা করুম। অরাজক পাইছ পোরা কৃপাইল্যারা? চাষীরা মানুষ না, চাষীর মাইয়া গো মান ইজ্জৎ নাই? তাগো ঘরে যখন তখন হালা কুত্তা মেকুর ঢুকাইয়া দিলেই হইল? আবার লাঠি দেহায়। এই ছেমরি, খারাইয়া আছ কিসের লইগ্যা? ঘরে পিছা নাই? হালা দেওয়ানজীরে পিছা দিয়া পিডাইয়া দেও না।

গোবর্দ্ধন। এই ভজন সিং, লাঠি নিয়ে আয়। এই ব্যাটা বাঙ্গালকে মাটিতে শুইয়ে দে।

বিনোদ। তবে রে দেওয়ানের পো, তোমারে আমি বাপের বিয়া দেখাইয়া দিমু। (কাপড় বাগাইল)

জিন্নৎ। ছি দাদা ছি, কুকুর কামড়ালে কুকুরকে কি কেউ কামড়ায়?

বিনোদ। আরে বারেবারে হালা "বাঙ্গাল" কয় দিদি।

জিন্নৎ। বলুক না, সেই ত তোমার গৌরব।

বিনোদ। গৈরব!

জিন্নৎ। গৌরব বই কি ভাই। গোরাদার কাছে জিজ্ঞেস করো, জানতে পারবে, বাঙ্গলা দেশে যত কবি সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক জন্মেছে, যত লোক দেশের জন্যে মরেছে. তার বেশীর ভাগ জন্মেছে ভাগীরথীর তীরে নয়, পদ্মার পারে। তোমাদের নিয়ে আমাদের কত গর্ব্ব! তোমরা সিংহের সঙ্গে লড়াই করেছ, অমানীকে মান দিয়েছ, আমাদের মত গরীব দুঃখীকে পালক ঢাকা দিয়ে রক্ষা করেছ।

ছোট কাজ কি তোমরা করতে পার? যাও তুমি, ভয় কি? তোমরা যার ভাই, তার অপমান কেউ করতে পারবে না।

বিনোদ। হোনছ দেওয়ানের পো, চাষার মাইয়ার কথা হোনছ? এইবার হালা বিচার কর, ভদ্রলোক তোমরা না এরা। এর পরেও যদি আবার হালা ওর গায়ে লাঠি তোল, তোমারে আমি কিলাইয়া সিদা করুম, তবে আমি শাখারী টোলার বিনোদ।

[প্রস্থান।

গোবর্দ্ধন। লোক ডেকে এনে আমাকে অপমান করা! তোদের আমরা জ্যান্ত কবর দেব।

জিন্নৎ। আপনি কবর খুঁড়ে রাখুন, আমি রাজা বাহাদুরের কাছে যাচ্ছি। দেখে আসি তাঁর কাঁধের উপর কটা মাথা।

গোবর্দ্ধন। চলে আয় শয়তানি।

জিন্নৎ। একটু দাঁড়ান। ভাতের হাঁড়ীটা ফেলে দিয়ে আসি। আপনার মত কুকুর যখন ঘরে ঢুকেছে, ও হাঁড়ীর ভাত ত আর খেতে পারব না।

গোবর্দ্ধন। কি বললি কুকুরের বাচ্চা?

জিন্নৎ। কথাটা আপনাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি! আদাব, আদাব।

[প্রস্থান।

গোবর্দ্ধন। আচ্ছা দেখা যাবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজবাড়ী।

অগ্নিবরণের প্রবেশ।

অগ্নিবরণ। সাতপুরুষের পূজো বন্ধ হয়ে গেল! ঢাক বাজল না, মন্ত্র পাঠ হল না, বলির পাঁঠা কোথায় হারিয়ে গেল। কত নাচগান, কত অতিথি সমাগম, কত পান ভোজন—সব শেষ হয়ে গেল! কেন মা তুই বিরূপ হলি? ত্রিশ বছর ধরে শারদ ষষ্ঠীতে তুই আমার ঘরে এসেছিস। কেন আজ মুখ ফেরালি মা?

মুক্তকেশীর প্রবেশ।

মুক্তকেশী। আমি জানি। তোমার ঘরে পেত্নী এসেছে, মা আসবে না।

অগ্নিবরণ। কেন আসবে না মা?

মুক্তকেশী। কি করে আসবে গো?

গীত।

ছেলে মেয়ে ক্ষুধায় জ্বলে, নাই রে পেটে ভাত,
তোর ভোগে মা কেমন করে বাড়াবে দশ হাত?
নিলি না ত বুকে তুলে, টাকা খা তুই গুলে গুলে,
আস্তাকুঁড়ে ফেলে দে ভোগ, লাঠিতে কর বাজীমাৎ।
ঘরের দুয়ার বন্ধ করে "আয় মা" বলে ডাকলে ওরে
আসবে কি মা মাটি ফুঁড়ে ও অভাগার জাত?

অগ্নিবরণ। সেই পাগলী মেয়েটা নয়? ভজন সিং,—

ভজন সিংয়ের প্রবেশ।

ভজন। ফরীনাইয়ে সরকার।

অগ্নিবরণ। আমি তোকে খুন করব বদমায়েস। যাকে তাকে কেন বাড়ীর ভেতর ঢুকতে দিস? এ পাগলী মেয়েটা কেমন করে যখন তখন দেউড়ী পার হয়ে আসে?

ভজন: হামি ত কুছ না জানে সরকার। এ পাগলি,—

মুক্তকেশী। পাগলী কে রে ড্যাকরা? পাগলী তোর মাসী, পাগলী তোর চোদ্দপুরুষ।

ভজন। হামি তোকে খুন করবে।

মুক্তকেশী। আমাকে খুন করবি কেন রে মুখপোড়া? আমি কি তোদের পাকা ধানে মই দিয়েছি? খুন করতে হয় তোর মনিবকে কর। ও ব্যাটা জাতির শত্রু, দেশের কলঙ্ক, ঘরের ঢেকি কুমীর।

ভজন। চোপরাও বদমায়েস্।

মুক্তকেশী। দূর আটকুঁড়ীর ব্যাটা।

ভজন। আভি শির উতার দেঙ্গে।

মুক্তকেশী। কাঁচকলা করঙ্গে।

[প্রস্থান।

ভজন। বাহার যাও উল্লু, নিকালো। আভি নিকালো। [নিস্ফল যষ্টি প্রহার] ফিন হিঁয়া আনেসে একদম কাট ডালেঙ্গে। [যষ্টি প্রহার]

অগ্নিবরণ। কাকে লাঠি মাচ্ছিস ব্যাটা?

ভজন। দেখিয়ে লেন হজুর। এ পাগলী বড়ি বদমাস আছে।

এত না ডাণ্ডা খেলো, তব্ ভি না পালালো, খালি তিড়িং মিড়িং করকে ইধার সে উধার যাতা, আউর ফিক্ ফিক্ করকে দাঁত দেখলায়কে লুটোপুটি খাতা। হামি উহার হাড্ডি চুর করে দিবে।

[শূন্যে প্রহার]

অগ্নিবরণ। খাড়া রহো উল্লু। মেয়েটা কখন পালিয়ে গেছে, আর ও শূন্যে লাঠি মারছে!

ভজন। এ কেয়া বাৎ সরকার? হামি তবে কাকে মারলো? আ রে বাপ্; এ কেইসা ভেল্কী!

অগ্নিবরণ। চাষী ব্যাটা সিরাজকে না বেঁধে আনতে বলেছিলুম? এনেছিস্?

ভজন। না সরকার। সিরাজ ঘরমে না আছে।

অগ্নিবরণ। সে না থাকে, তার ছেলেটাকে বেঁধে চাবুক মারতে মারতে নিয়ে আয়।

ভজন। হাঁ সে হামি ঠিক পারবে।

অগ্নিবরণ। পারবি ত এতদিন আনিসনি কেন? কেন চাষীর দল এখনও চণ্ডীমণ্ডপে, নহবৎখানায় আর স্কুলবাড়ীতে জেঁকে বসে আছে। আমি এসেই না হুকুম দিয়েছিলাম তাদের মেরে ধরে তাড়িয়ে দিতে?

ভজন। হাঁ, সে ত আপনি দিয়েছিল। লেকিন্ আপনার বিমার হল, বাৎভি না করলো, আঁখভি না খুলল; যমরাজ কাণ পাকাড়কে টানাটানি করল। রাণীমা কাঁদল, দেওয়ানজি ডাগ্দর আনল, আউর দিদিভাই সব কইকো লাঠি পাকড়ায়ে লিয়ে হুকুম দিলো, রহ্নে দেও ভজন ভাই, বাপ্জীকো আগারি আচ্ছি হোনে দেও।

অগ্নিবরণ। দিদিভাই বললে, আর তোরা সব হাত গুটিয়ে বসে রইলি উল্লুকের দল? আমি যদি মরেই যাই, তাহলেই কি এই ছোটলোকের দল এমনি করে আমার বাড়ীতে বসে শেয়াল কুকুরের মত কামড়া কামড়ি করতে থাকবে?

ভজন। নেহি।

অগ্নিবরণ। সিরাজের ছেলেকে এখনি মারতে মারতে কাছারি ধরে নিয়ে আয়। আর তার একটা মেয়ে আছে না?

ভজন। হাঁ একঠো মেয়ে ভি আছে।

অগ্নিবরণ। এই মেয়েটাই শুনেছি সব চেয়ে বেশী শয়তান। মেয়েটাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে আয়।

শ্যামার প্রবেশ।

শ্যামা। কাকে চুলের মুঠি ধরে আনবে বাবা?

অগ্নিবরণ। সিরাজের মেয়েকে।

শ্যামা। অমন কাজ করো না ভজন ভাই। সে এক আগুনের গোলা, হাত দিলেই পুড়ে মরবে।

ভজন। সে হামি জানে দিদিভাই। হামকো ভি লেড়কী আছে। কই আদমি তার বেইজ্জৎ করলে হামার ভি কলিজার খুন টগবগ করে, সিরাজের লেড়কীকো বেইজ্জৎ করলে সিরাজের ভি ঐসাই হোবে। ও হামি না পারবে সরকার।

অগ্নিবরণ। ভজন সিং,—

ভজন। মাপ কিজিয়ে মহারাজ। দশ বরষ হামি কুস্তী করিয়েছে, পাঁচ বরষ লাঠি খেলা শিখিয়েছে। এ বিলকুল মর্দানাকো সাথ লড়াই

করনেকো লিয়ে, জেনানাকো বেইজ্জৎ করনেকো ওয়াস্তে নেহি সরকার।

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। শ্যামা—

শ্যামা। একটা অশিক্ষিত দরোয়ানের যে মহত্ব আছে, সে মহত্ব টুকুও তোমার নেই বাবা? কেন তুমি এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছ? কি হয়েছে তোমার?

অগ্নিবরণ। কি হয়েছে দেখতে পাচ্ছ না? আমি অগ্নিবরণ রায়, আমি জীবিত থাকতে আমার ঘরে মায়ের বাৎসরিক পূজো বন্ধ হয়ে গেল, পবিত্র নহবৎখানায় অস্পৃশ্যেরা ঘর সংসার পেতে বসল, লাঠি, বন্দুক কিছুই কাজে লাগল না? এ দৃশ্য দেখবার জন্যে কেন তোমরা আমাকে বাঁচিয়ে তুললে? ওঃ—

শ্যামা। দুঃখ করো না বাবা। ত্রিশ বছর ঢাক ঢোল বাজিয়ে মায়ের পূজো করেছ, কাহন কাহন পাঁঠা বলি দিয়েছ, মুঠো মুঠো মোহর ছুঁড়ে দিয়ে বাঈজীদের প্যালা দিয়েছ। কত বাজী পুড়েছে, কত ভদ্রলোক পেট পূরে খেয়ে কুৎসা গাইতে গাইতে বাড়ী গেছে। কি ফল পেয়েছ বাবা? ছেলে মরেছে, রুখতে পেরেছ? মহালের পর মহাল নিলেমে উঠেছে, রুখতে পেরেছ? প্রজাদের বুকে মই দিয়ে টাকার পাহাড় জমিয়েছ। ভোগে ত এল না বাবা। এক বেলা একমুঠো ভাত, তাও তুমি হজম করতে পার না।

অগ্নিবরণ। সে কি পূজোর দোষ?

শ্যামা। না, তোমার দোষ। মাকে দেবে সন্দেশের ভোগ, আর সন্তানকে করবে নির্য্যাতন, এর নাম পূজো নয়, পরিহাস।

অগ্নিবরণ। শ্যামা!

শ্যামা। তুমি দেখতে পাচ্ছ না বাবা, তোমার এ বাড়ীতে আজই যথার্থ মায়ের পূজো হয়েছে। দেখবে এস, কাঙাল ছেলে-মেয়েরা নতুন কাপড় পরে কেমন খুশীতে ভরে উঠেছে, কি আনন্দ খেলছে তাদের গরীব বাপ মায়ের মুখে। মা এসেছে বাবা, সহস্র বাহুতে বরাভয় নিয়ে তোমার মা এসেছে। তুমি তাকে অনাদর করো না বাবা।

অগ্নিবরণ। নতুন কাপড় কোথায় পেলে তারা?

শ্যামা। তুমিই দিয়েছ বাবা।

অগ্নিবরণ। আমি দিয়েছি!

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওগো, শুনছ? বিদ্যুৎ আসছে যে। আমি গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি। ওরে ও শ্যামা, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? চুলটা আঁচড়ে একটু সেজে গুজে নে না।

শ্যামা। সেজে গুজে নেব কেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তর্ক করবি না বলে দিচ্ছি। আর কি তোর ভাল শাড়ী নেই? এই আধময়লা কাপড় পরে তুই বিদ্যুতের সামনে বেরুবি? সে হল ধোপদুরস্ত ছেলে, তার উপর বিলেত থেকে পাশ করে আসছে। এই ছিরি দেখলে সে বলবে কি?

শ্যামা। যা বলে বলুক। আমার এখন সং সাজার সময় নেই।

অগ্নিবরণ। তোমার সে জড়োয়া গহনা কই? সেদিন যে শাড়ী কিনে এনেছি, সে শাড়ী পর না কেন?

শ্যামা। কখন পরব বাবা? কলিমদ্দির মেয়ে ছেলের শোকে দিনরাত কাঁদে, তাকে সান্ত্বনা দিতে হয়, হারাণ বাগ্‌দীর বউটা পাগল

হয়ে গেছে, তাকে ধরে বেঁধে নাইয়ে খাইয়ে দিতে হয়; পরিবাণুর স্বামীর অসুখ, তাকে চিঠি লিখে দিতে হয়। ছোট ছোট ছেলেগুলো খাবারের জন্যে বায়না ধরে, মেয়েরা গল্প শুনতে চায়। আমার কি সময় আছে বাবা?

অগ্নিবরণ। তুমি ওই ছোটলোকদের সেবা করতে গিয়েছিলে?

শ্যামা। সব সময়ই ত যাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আবার তুই ওই ছোটলোকদের ছুঁয়ে এসেছিস? তোকে না সেদিন বলে দিলুম, ওদের কাছে আর যাবি না?

শ্যামা। তোমাকেও ত বলে দিলুম, আমায় বাধা দিও না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার মা তুই, না তোর মা আমি?

শ্যামা। তুমি আমার মা, আমিও তোমার মা।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তর্ক করবি না বলে দিচ্ছি। ছোটলোকদের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি আমি ভালবাসি না। ওষুধ পথ্য দিয়েছ, বেশ করেছ, কাপড় চোপড় দিয়েছ, সেও না হয় আমি সয়ে গেলুম; তা বলে তুমি যে তাদের বমি ঘাটবে, সে আমি বরদাস্ত করব না বলে দিচ্ছি।

অগ্নিবরণ। চাষাদের নতুন কাপড় তাহলে তোমরা দিয়েছ? কোথায় পেলে এত কাপড়?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন? মেয়েকে বল। হতভাগী কি আমার কথা শুনলে? বামুনদের দান করবার জন্যে যত ধুতি শাড়ী এসেছিল, সব জোর করে টেনে নিয়ে গেল। কলা বৌয়ের জন্যে যে লাল পাড় শাড়ী এসেছিল, সে ওই সিরাজের মেয়েটাকে পরিয়ে এসেছে।

অগ্নিবরণ। কি? কলা বৌয়ের শাড়ী পরিয়েছ সিরাজের মেয়েকে!

বিষ্ণুপ্রিয়া। এত লোক মরে, এই মেয়েটা ত মরে না? দুর্গা

দুর্গা। মায়ের গাল অবশ্য লাগে না। দেখ, লাল শাড়ী পরে সিরাজের ওই অনামুখো মেয়েটাকে যা মানিয়েছে। যেন স্বয়ং মা দুর্গাই এসে দাঁড়িয়েছে। দেখবে?

অগ্নিবরণ। তুমি দেখ, আর তোমার মেয়ে দেখুক। এত সাহস তোমাদের কি করে হল যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জন্যে যে কাপড় আনা হয়েছে, তাই তোমরা চাষাভূষোদের বিলিয়ে দিলে? মায়ের শাড়ী পরিয়ে দিলে একটা বিধবা বিধর্মীর মেয়েকে? আমি তোমাদের মা মেয়ে দুটোকে বেঁধে চাবুক মারব।

শ্যামা। সারাজীবন কেবল চাবুক মেরেই গেলে বাবা, একটা মানুষকেও কাছে টেনে নিতে পারলে না। মায়ের পুজোর অধিকার তোমার নেই বাবা।

অগ্নিবরণ। শ্যামা!

বিষ্ণুপ্রিয়া। বিদেয় কর, যত শীগগির পার হতভাগীকে বিদেয় কর। যে কটা দিন আছে, ও যা চায়, তাই দিয়ে দাও। আমরা ত আর কিছু সঙ্গে করে নিয়ে যাব না। যা থাকবে সব ওরই থাকবে। ওর ব্যাসাত ও যদি চাষীদের আগে থাকতে বিলিয়ে দিতে চায়, দিক গে যাক্; আমরা আর কদিন? আজ আছি এখানে, কাল থাকব কাশিতে।

অগ্নিবরণ। তুমিই সব অনর্থের মূল।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ঠাট্টা করো না। আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছে, তা বুঝতে পাচ্ছ? একটা মাত্র মেয়ে, তাও মানুষ হল না? দিনরাত অজাত কুজাতের মড়া ঘেঁটে বেড়াবে! পোড়া বরাত আমার! ওরে ও শ্যামা, সেই যে চাষা হতভাগার ছেলের অসুখের খবর এসেছিল, সে আছে না মরেছে?

শ্যামা। মরে গেছে মা।

অগ্নিবরণ। আপদ গেছে।

শ্যামা। তোমার ছেলে যখন মরেছিল, তখন কি একথা বলেছিলে বাবা ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওঃ—অমনি চোখে বান ডেকে এল। চাষার ছেলে মরেছে, তাতে তোর কি ? মা'টা খুব কাঁদছে বুঝি ? কাঁদুক, খবরদার ওদিকে যাসনে বলছি। আমি বরং দাসীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এই যে বিদ্যুৎ, এসো এসো।

বিদ্যুতের প্রবেশ।

বিদ্যুৎ। কি ব্যাপার ? বাইরে অত চাষাভুষো বসে আছে কেন ? কে ওরা ?

অগ্নিবরণ। ও গুলো সব ভূত পেত্নী, এলোকেশীর বন্যায় ওদের ঘরবাড়ী ডুবে গেছে, আর গাঁয়ের যত অসভ্য ছেলের দল ওদের আমার আটচালায় নহবৎখানায় আর পাঠশালায় ঢুকিয়ে দিয়েছে।

বিদ্যুৎ। বাড়ীতে কি বন্দুক ছিল না ? দরোয়ানরা কি করেছিল ?

অগ্নিবরণ। সব মরে গেছে বিদ্যুৎ। আমিও মরে গেছি। নইলে কতকগুলো গুণ্ডার উপদ্রবে আমার বার্ষিক পূজো বন্ধ হয়ে যায় ? সব চেয়ে পরিতাপের কথা কি জান বিদ্যুৎ ? আমার বাইরে শত্রু, ঘরেও শত্রু। রাজা বাহাদুর অগ্নিবরণ রায়ের আটচালা চাষীরা দখল করে বসে আছে, আর তার মেয়ে কচ্ছে তাদের সেবা !

বিষ্ণুপ্রিয়া। জাতধর্ম্ম রসাতলে গেল বাবা। যাকগে, তোমার ওসব কথায় কাণ দেবার দরকার নেই।

বিদ্যুৎ। এ কি শুনছি শ্যামা? এসব সত্য?

শ্যামা। সব সত্য।

বিদ্যুৎ। তুমি ওইসব ইতর অসভ্য ছোটলোকদের সেবা করেছ?

শ্যামা। করেছি কচ্ছি এবং করব।

বিদ্যুৎ। আমি এসব পছন্দ করি না।

শ্যামা। আমার দুর্ভাগ্য।

অগ্নিবরণ। [রাণীকে] মেয়ের কথা শুনছ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। যাক গে। বলে আর কি হবে?

বিদ্যুৎ। তোমার পরণে ছোটলোকের মত এ আধ ময়লা কাপড় কেন? গায়ের গহনা কি তাদের বিলিয়ে দিয়েছ?

শ্যামা। এখনও দিই নি। দেব কি না ভাবছি।

বিদ্যুৎ। তোমাকে এ রকম ছোটলোকের মত দেখাচ্ছে কেন?

শ্যামা। ভদ্রলোকের চোখ দিয়ে সবাইকেই ছোটলোক দেখায়।

অগ্নিবরণ। শ্যামা,—বিদ্যুৎ তোমার রহস্যের পাত্র নয়।

শ্যামা। আমিই কি ওঁর রহস্যের পাত্র?

অগ্নিবরণ। তুমি কি ভুলে গেছ ও কে?

শ্যামা। তোমার বন্ধুর ছেলে, বিলেৎ ফেরৎ। শুনছি না কি ব্যারিষ্টার। রাজার মেয়ে, খুনজখম ত করতেই হবে। আসামী হয়ে আদালতে যখন গিয়ে দাঁড়াব, ওর জেরার উত্তর দেব, ধমকও সহ্য করব। কিন্তু তার আগে ওই ব্যারিষ্টারের মুখে ইতর ছোটলোকদের সম্বন্ধে কোন কটূক্তি আমি সইব না।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

বিদ্যুৎ। কোথায় যাচ্ছ তুমি?

শ্যামা। ছোটলোকের সেবা করতে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি? বিদ্যুৎ এল, আর তুই যাচ্ছিস ওদের সেবা করতে?

অগ্নিবরণ। ফেরো বলছি।

শ্যামা। ক্ষমা কর বাবা।

বিদ্যুৎ। ভাল হবে না শ্যামা।

শ্যামা। মন্দই তবে হক। নমস্কার ব্যারিষ্টার সাহেব।

[প্রস্থান।

বিদ্যুৎ। এর অর্থ কি? আমি এসেছি দেখেও সে চাষাদের সেবা করতে চলে গেল? আমি ও ছোটলোকদের এখুনি তাড়াব।

বিষ্ণুপ্রিয়া। থাক বাবা থাক, যতটা রয় সয়, ততটাই ভাল। মেয়েটা পাগল হয়েছে বলে তুমি ত আর পাগল হতে পার না। ওরা ছোটলোক, ওদের কি উকীল ব্যারিষ্টার জ্ঞান আছে? হয়ত তোমার মাথায় লাঠি মেরে বসবে। মেয়েটা কবে বিদেয় হবে, কবে আমার হাড়ে বাতাস লাগবে।

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। দেখ ত বিদ্যুৎ, আমার হাতটা দেখ ত, আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি?

জিন্নতের প্রবেশ।

জিন্নৎ। আদাব রাজা বাহাদুর। আমায় ডেকেছেন কেন?

অগ্নিবরণ। কে তুমি?

জিন্নৎ। আমার বাবার নাম সিরাজ।

অগ্নিবরণ। আমার নহবৎখানায় তোমরাই এসে সংসার পেতে বসেছ?

বিদ্যুৎ। মরবার আর জায়গা ছিল না?

জিন্নৎ। জায়গা থাকলে এখানে মরতে আসব কেন? রাজ-বাড়ীর যত জৌলুষই থাক, এ স্থান আমাদের মত গরীবের নয়।

বিদ্যুৎ। চোপরাও রাস্কেল।

জিন্নৎ। শুনলুম, আপনি রাজা বাহাদুরের বিলেত ফেরৎ হবু জামাই। বিলেতে কি এইসব গালাগাল শিখতেই গিয়েছিলেন, না আর কিছু শিখতে গিয়েছিলেন?

বিদ্যুৎ। পাজি মেয়েটার কথা শুনেছেন?

অগ্নিবরণ। আমি তোকে চাবুক মারব।

জিন্নৎ। কেন রাজা বাহাদুর? আপনার জামাইকে আদাব দিইনি বলে? তার কটু কথা মাথা পেতে হজম করিনি বলে? সে মানুষ জিন্নৎ নয়। আপনি দেশের রাজা,—পিঠে চাবুক মারলেও মান আপনাকে দেব, তাবলে আপনার জামাইকে দেব না।

অগ্নিবরণ। দু'দিন পরে এ-ই হবে তোদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

জিন্নৎ। আগে হক, তখন খাজনাও দেব, আদাবও দেব।

অগ্নিবরণ। কেন তোরা আমার নহবৎখানায় ঢুকেছিস, তার জবাব দে।

জিন্নৎ। জবাব ত আমার কাছে নেই জনাব। আমি ভাত চড়িয়েছিলুম, কেন অসময়ে আমাকে তলব দিয়েছেন?

অগ্নিবরণ। তোর ভাতের হাঁড়ী আমার দরোয়ানেরা লাথি মেরে ফেলে দেবে।

জিন্নৎ। আমি নিজেই ফেলে দিয়ে এসেছি। দেওয়ানজী আমার ঘরে ঢুকেছিল কি না।

বিদ্যুৎ। রাজবাড়ীর নহবৎখানা তোর ঘর শয়তানি?

জিন্নৎ। ও আপনি বুঝতে পারবেন না কালো সাহেব। তিন রাত্রি গাছতলায় থাকলেও তাকেই বলে ঘর।

অগ্নিবরণ। কে তোদের এখানে নিমন্ত্রণ করে এনেছে?

জিন্নৎ। আমাদের পোড়া নসীব।

বিদ্যুৎ। লাথি মারি আমরা নসীবের মাথায়।

জিন্নৎ। আপনারা যা পারেন, আমরা তা পারি না। তাই এলোকেশীর জলে আমাদেরই স্বামী মরে, আমাদেরই ঘর তলিয়ে যায়, আর আমরা যখন দুঃখে কাঁদি, তখন জামা কাপড় পরা ভদ্রলোকেরা আমাদের রূপ দেখে শিষ দেয়।

বিদ্যুৎ। চোপরাও অসভ্য মেয়ে।

অগ্নিবরণ। বাচালতা শোনবার সময় আমার নেই।

জিন্নৎ। আমারও নেই।

অগ্নিবরণ। আজই তোরা আমার নহবৎখানা ছেড়ে চলে যাবি।

জিন্নৎ। তিনি হুকুম না দিলে আমরা যাব না।

বিদ্যুৎ। তিনিটা কে?

জিন্নৎ। যিনি আমাদের নিয়ে এসেছেন।

বিদ্যুৎ। কে সে শূয়ার?

জিন্নৎ। শূয়ার নয়, মানুষ। তার নাম গোরা।

অগ্নিবরণ। হতভাগা আমার সদরের নায়েব সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তীর ভাইপো।

বিদ্যুৎ। আপনার কর্মচারীর ভাইপো—তার এত সাহস যে আপনার বাড়ীতে কতকগুলো ইতর ছোটলোক চাষীকে ঢুকিয়ে দেয়? আপনি তাকে খুন করতে পারেননি?

অগ্নিবরণ। এমন সব অকর্ম্মণ্য অপদার্থ কর্ম্মচারী যার, তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয় বিদ্যুৎ। অগ্নিবরণ রায় মরে গেছে, তার পেয়াদা পাইক দরোয়ান নায়েব নাজির দেওয়ান সবারই মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে। রোগশয্যায় শুয়ে হাজারবার আমি হুকুম দিয়েছি গোরাকে বেঁধে আন, দরকার হয় বন্দুক দিয়ে তার মাথাটা উড়িয়ে দাও। মামলা হক, মোকদ্দমা হক, জেল হক আর ফাঁসী হক, সব আমার দায়। কেউ তার গায়ে একটা আঁচড়ও দিতে পারলে না।

বিদ্যুৎ। বলেন কি আপনি? এমন অপদার্থ আপনার কর্ম্মচারীর দল! ছি ছি ছি।

অগ্নিবরণ। আমি যখন থাকব না; আমার স্থান তোমাকেই অধিকার করতে হবে। এইসব বেইমান মেরুদণ্ডহীন কর্ম্মচারীগুলোকে তুমি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করো, আর প্রজাদের উঠতে বসতে পয়জার দিয়ে শাসন করো। যাদের শয়তানীতে আমার সাতপুরুষের দুর্গা-পূজো বন্ধ হয়ে গেল, তাদের বংশে বাতি দিতে যেন কেউ না থাকে। এ মারণযজ্ঞ আমি হয়ত শেষ করে যেতে পারব না। আমি যেখানে থেমে যাব, তুমি সেখান থেকে আরম্ভ করো।

বিদ্যুৎ। সে ত পরের কথা। আজ এখনি আমি এই চাষা-গুলোকে রাস্তায় নামিয়ে দেব।

জিন্নৎ। পারবেন না সাহেব। গোরাদার হুকুম ছাড়া কেউ এক পাও নড়বে না।

অগ্নিবরণ। নড়ে কি না, আমি দেখে নিচ্ছি।

বিদ্যুৎ। আপনি বসুন, আমি যাচ্ছি। কত পালোয়ানকে মেরে ঠাণ্ডা করে দিলুম আর তোরা ত হাভাতে চাষী। বেরিয়ে যা, এক্ষুনি নহবৎখানা ছেড়ে বেরিয়ে যা।

জিন্নৎ। বললুম ত যাব না। যা বলতে হয় গোরাদাকে বলুন।

অগ্নিবরণ। গোরাদা, গোরাদা!

বিদ্যুৎ। তোর গোরাদাকে আমিই জ্যান্ত কবর দেব, তুই সহমরণে যাবার জন্যে তৈরী হ।

জিন্নৎ। মুসলমানের মেয়ে, সহমরণে কেমন করে যেতে হয়, জানি না। আপনার মা বোন যদি যায়, আমি না হয় সঙ্গে যাব।

বিদ্যুৎ। কি বললি?

জিন্নৎ। বলছি, লেখাপড়া শিখেও যে মানুষ জানোয়ার হতে পারে, আপনিই তার প্রমাণ।

অগ্নিবরণ। আমি তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

[পিস্তল বাগাইল]

কবির প্রবেশ ও বাধাদান।

কবি। থামো সাহেব, থামো। এত বড় দামী যন্ত্র দিয়ে কি এত ছোট জীব মারতে আছে?

অগ্নিবরণ। আবার তুমি কি বলতে এসেছ?

কবি। গীত।

জগৎ জুড়ে চাইছে সবাই শান্তি ওরে শান্তি!
তোর কেন এ পাগলামি বল্ সর্ব্বনাশা ভ্রান্তি?
ভেবেছ কি একাই তুমি, করবে ভোগ এই বিশ্বভূমি,
আর সবে কি রইবে বেঁচে
শুধু তোমার চরণ চুমি।
কেন এত গায়ের জ্বালা, যা গিলেছিস উগরে পালা,
থাকবেনা এ তেলে ঘিয়ে গড়া সোনার কান্তি।

বিদ্যুৎ। কি চাই এখানে?

কবি। তোমাদের সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

অগ্নিবরণ। কোন্ কথা?

কবি। সব শাস্ত্রের গোড়ার কথা;—ইট মারলেই পাটকেল খেতে হয়। দু'দিন আগে আর পরে।

[প্রস্থান।

জিমূৎ। রাজা বাহাদুর, মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিন, তবু এ মহাপুরুষকে দেবেন না।

[প্রস্থান।

বিদ্যুৎ। এর জবাব আমি মুখে দেব না, বন্দুক দিয়ে দেব। এ বেয়াদবি আপনি সইতে পারেন, কিন্তু আমি বিলেৎ ফেরত ব্যারিষ্টার, আমি সহ্য করব না।

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। তাইত, একি স্বপ্ন না সত্য? রায় বাহাদুরকে অগ্রাহ্য করে একটা চাষার মেয়ে! যুগ কি শেষ হয়ে গেল? দুনিয়ার কি সন্ধ্যা নেমে এল?

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজবাড়ীর প্রাঙ্গন।

সিরাজ ও আদমকে বাঁধিয়া প্রহার করিতে করিতে ভজনসিংয়ের প্রবেশ।

সিরাজ। আল্লা—পানি।

চূড়ামণির প্রবেশ।

চূড়ামণি। দে দে, পানি দে, ভাল করে পানি খাইয়ে দে। বদমায়েস ব্যাটারা, বলা নেই, কওয়া নেই, নহবৎখানায় ঠেলে উঠলেই হল? মরবার আর জায়গা ছিল না?

সিরাজ। দে শূয়ার, জবাব দে।

আদম। জবাব যে দেবার, সেই দেবে; তুমি চুপ কর না।

ভজন। এ শালে বহুৎ বদমায়েস আছে।

আদম। গাল দিসনি ব্যাটা ছাতুখোর। ভাল হবে না বলে দিচ্চি।

ভজন। ছাতুখোর মৎ বোলো উল্লু।

আদম। উল্লুক তুই, তোর চৌদ্দপুরুষ। মনে করেছ এদিন এমনি যাবে? তা হয় না। আজ আমাদের পিঠে তোরা যেমন করে চাবুক মারছিস্, একদিন তোদের পিঠেও আমরা তেমনি করে চাবুক মারব।

ভজন। ফিন আঁখ দেখলাতা? [প্রহার]

সিরাজ। আমাকে মার দারোয়ান সাহেব। আর কটা দিনই বা বাঁচব? একেবারে শেষ করে দাও।

ভজন। চোপরাও বদমায়েস। [সিরাজকে প্রহার]

চূড়ামণি। জোরসে মার না আঁটকুড়ির ব্যাটা। গোগ্রাসে ডাল রুটির শ্রাদ্ধ করতে জানতা, আর কসে চাবুক মারতে নেই পারতা? অত আলগা করকে বেঁধেছিস কেন? ভাল করে কসে বাঁধ, দু' বাপব্যাটাকে খুঁটির সঙ্গে বানকে বিশ কোরা লাগা। ব্যাটারা ভেবেছে কি? দেশটা কি অরাজক হয়ে গেছে? যে সে রাজবাড়ীর নহবৎখানায় ঢুকলেই হল? দরোয়ানরা না হয় ছাতুখোর, রাজা-বাহাদুরকেও কি ছাতুখোর পেয়েছিস?

ভজন। এই ঠাকুর, কেন আপনি এইসা করকে ছাতু ছাতু বোলেন?

চূড়ামণি। সাধে কি বলি বাবা? গায়ের জ্বালায় বলি। বছর বছর মায়ের পূজো করকে গাড়ী গাড়ী ফল পাঁকুড়, জোড়ায় জোড়ায় কাপড়া, গণ্ডা গণ্ডা টাকা আর থালা ভর্ত্তি প্রণামী মিলতা, আর এ বছর কুছ নেই পায়া? সংবসর জরু ছাওয়াল কার গুষ্ঠীর মাথা খায়েগা?

ভজন। গুষ্ঠীর মাথা? ও কোন্ চিজ?

চূড়ামণি। জ্বালাসনি বাবা ছাতুরাম। সর্ব্বাঙ্গ জলে জলে ছাই হয়ে যাচ্ছে। সব এই ব্যাটা ছোটলোকদের জন্যে। এই বুড়ো শূয়ার,—

আদম। মুখ সামলে কথা বলো ঠাকুর।

চূড়ামণি। চোপরাও বিচ্ছু শয়তান।

ভজন। মার ডালেঙ্গে।

সিরাজ। আর মেরো না বাবা। দোহাই তোমাদের। দেখ, ছেলেটার পিঠ ফেটে রক্ত পড়ছে। এবার ছেড়ে দাও বাবা।

চূড়ামণি। এখনি তিন বাপ ব্যাটাবেটীতে নাকখৎ দিতে দিতে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবি, তবে ছেড়ে দেব।

সিরাজ। আমি নাকখৎ দেব দেবতা,—ওদের ছাড়ান দাও। মেয়েটার সেদিন সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, চোখের পানি এখনও শুকোয়নি কত্তা, ওকে তোমরা রেহাই দাও। ধম্মে সইবে না।

চূড়ামণি। ছোটলোক চাষার আবার ধর্ম্ম?

আদম। না, যত ধম্ম তোমাদের জন্যে। তুমিই ঠাকুর যত নষ্টের গোড়া। তুমিই ভদ্রলোকদের শিখিয়েছ যে দুনিয়ার দানা-পানিতে শুধু তাদেরই অধিকার, আমাদের কিছু নয়। তুমিই রাজা বাহাদুরকে বুঝিয়েছ যে গরীবকে দোয়া করলে পাপ হয়। তুমিই দেশের মানুষগুলোর কাণে কাণে মন্তর দিয়েছ যে আমাদের ছুঁলে তাদের জাত যায়। আজ পাশা উল্টে যাচ্ছে ঠাকুর; মানুষের আদালতে আজ তোমাদের জবাব দিতে হবে। সে আদালত সবাইকে মাপ করলেও তোমাকে মাপ করবে না।

চূড়ামণি। দাঁড়ায়কে দেখছিস্ কি আটকুঁড়ীর ব্যাটা? মার, চাবুক মার। তারপর সেই গোরা শূয়ারকো আর বাঙ্গাল বিড়িওয়ালাকো টেনে হিঁচড়ে লে আও।

সিরাজ। মেরো না বাবা, আর মেরো না।

ভজন। উধার যাও উল্লু। [ধাক্কা দিল]

আদম। তবে রে হতভাগা। [মুক্তির চেষ্টা]

ভজন। জাহান্নামে যা। [প্রহারোদ্যোগ] সাহেব - শাস্তি

সহসা গোরার প্রবেশ।

গোরা। খবরদার ভজা,—[চাবুক কাড়িয়া লইল]

ভজন। ভজা কোন্ আছে রে? হামি ভজন সিং।

গোরা। তুমি পবনের ব্যাটা হনুমান সিং। ক' ঘা চাবুক মেরেছিস বল্।

চূড়ামণি। তার কি সংখ্যা আছে বাবা? আমি যত বলি মারিস নে, ততই শপাং শপাং করে মারে। দেখো বাবা দেখো, বুড়ো মানুষটার কি হাল করেছে।

গোরা। সরকারী নাগরা পেয়েছ ব্যাটা? পিঠের উপর চাবুক মারলেই হল? আমি তোকে খুন করব।

ভজন। নিকালো হারামজাদ।

গোরা। তবে রে হতভাগা। [ভজন সিংকে এলো পাথাড়ি, কিল চড় লাথি মারিতে লাগিল] ডাক তোর রাজা বাহাদুরকে, ডাক তার হবু জামাইকে, সব কটাকে একসঙ্গে আমি যমের বাড়ী চালান দেব। [প্রহার, অলক্ষ্যে চূড়ামণিও দুই এক ঘা দিল]

ভজন। এই শালে—এই—আরে—বাপ্, এ প্যারেলাল, জান নিকাল লিয়া।

সিরাজ। ছাড়ান দাও বাবু, মরে যাবে।

আদম। মরুক, ওদের মরাই উচিত।

চূড়ামণি। তোদেরও বলি বাপু। পড়ে পড়ে মার খেলি, তবু একখানা হাত তুলতে পারলি না?

আদম। তুমি ঠাকুর ধারেও কাট, ভারেও কাট।

চূড়ামণি। আবার ঠাট্টা হচ্ছে! তোরা মরবি না ত মরবে কে? ডেকে আন রাজা বাহাদুরকে, টেনে আন দেওয়ান গোবর্দ্ধন মল্লিককে, জ্বালা আগুন, সবাই মিলে একসঙ্গে রুখে দাঁড়া। ভয়

কি তোদের? আমি কালই তোদের কল্যাণে যজ্ঞ করব। দেখি কেমন সে রাজা আর আমিই বা কেমন বাঘাম্বর চূড়ামণি।

[প্রস্থান।

ভজন। আরে বাপ্, হাড্ডি চুর দিয়া।

গোরা। খোল্, বাঁধন খোল্; খোল্ বলছি। নইলে তোর মাথাটা ছাতু করে ফেলব।

ভজন। আরে বাপ্।

[আদম ও সিরাজের বাঁধন খুলিয়া দিল]

গোরা। যাও সিরাজ, ঘরে যাও। তোমাদের যতদিন খুশী নহবৎখানায় থাকবে। কে তোমাদের তুলে দেয়, আমি দেখতে চাই। ঘরে একটা ঘণ্টা বেঁধে দিয়ে এসেছি। যখনি কেউ তোমাদের চোখ রাঙাতে আসবে, তখনি ঘণ্টা বাজাবে। আর তোমাদের কিছু করতে হবে না। যাও, চলে যাও।

সিরাজ। তার চেয়ে আমরা বরং নোবৎখানা ছেড়ে চলে যাই।

গোরা। না। নহবৎখানায়ই তোমরা থাকবে।

আদম। এসো বাবা। কাঁপছ কেন? কিসের ভয় তোমার? মরেই ত আছি আমরা। আর কত মারবে? মরার আগে একবার শেষ কামড় দিয়ে যাব, দেখি ওদের বুকটা কি দিয়ে গড়া।

[সিরাজকে লইয়া প্রস্থান।

ভজন। এ প্যারেলাল, এ মহাবীর,—আসামী ভাগল বা, রোখো রোখো।

চাবুক হাতে অগ্নিবরণের প্রবেশ।

অগ্নিবরণ। কোথায় সিরাজ? কোথায় তার ছেলে?

গোরা। তারা নহবৎখানায় ফিরে গেছে।

অগ্নিবরণ। আমি না তাদের বেঁধে রাখতে বলেছিলাম?

ভজন। সে ত হামি রাখলো সরকার। লেকীন এ ভেরীকা বাচ্চা ছোড় দিল।

গোরা। খবরদার উল্লুক, মাথাটা নামিয়ে দেব।

ভজন। দেখিয়ে হুজুর, এ আদমী আসামীকো ছোড় দিল, হামার ভি হাড্ডি চুর করলো, আরে বাপ্।

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। কে তুই

গোরা। ভদ্রভাবে কথা বলুন, যার তার মুখে তুইতোকারি আমি পছন্দ করি না।

অগ্নিবরণ। বেয়াদবি করো না। আমার নাম অগ্নিবরণ রায়।

গোরা। আমার নাম গোরা।

অগ্নিবরণ। তুমিই গোরা, আমাদের সদরের নায়েব সিদ্ধেশ্বরের ভাই পো? এতদিন ছিলে কোথায়?

গোরা। মামার বাড়ীতে।

অগ্নিবরণ। এখানে মরতে এসেছ কেন?

গোরা। মরবার এমন ভাল জায়গা আর নেই বলে।

অগ্নিবরণ। কি কাজ করা হয়?

গোরা। রোগীর সেবা, মড়া পোড়ানো, কচুরিপানা ধ্বংস করা আর দরকার মত শয়তান ঠ্যাঙ্গানো। যখন কাজ না থাকে, তখন ডালে চালে মিশিয়ে বাছি।

অগ্নিবরণ। আমার স্কুল ঘরে, আটচালায় আর নহবৎখানায় চাষা ব্যাটাদের ঢুকিয়ে দিয়েছে কে?

গোরা। আমিই দিয়েছি রাজা বাহাদুর।

অগ্নিবরণ। অনুমতি পেয়েছিলে?

গোরা। আজ্ঞে না।

অগ্নিবরণ। তবে?

গোরা। তবে আবার কি? আটচালা ত পড়েই থাকে, নহবৎখানা ত কোন কাজেই লাগে না। আর ইস্কুল ত মাষ্টারদের রাজনীতির আখড়া। পড়া শোনা ত ওদের শুষ্টীর মাথা। ও ছাই পড়ে আর কি হবে?

অগ্নিবরণ। বটে! নিজে কতদূর লেখাপড়া শিখেছ?

গোরা। নকল ফকল করে বি-এ টা পাশ করেছিলুম।

অগ্নিবরণ। বি-এ পাশ করে এত উন্নতি হয়েছে?

গোরা। আজ্ঞে হাঁ। হঠাৎ একদিন দিব্যদৃষ্টিতে দেখলুম, এর চেয়ে রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখলে অনেক ভাল হত। সঙ্গে সঙ্গে ডিপ্লোমাখানা জ্বলন্ত উনুনে গুঁজে দিলুম।

অগ্নিবরণ। তুমি উচ্ছন্ন যাও। কিন্তু আমার নহবৎখানায় ওই উল্লুকগুলোকে ঢুকিয়ে দেবার সাহস তোমায় কে দিলে?

গোরা। সাহস কি কেউ দেয় রাজাবাহাদুর? ও হচ্ছে অন্তরের জিনিষ। আপনার আশীর্ব্বাদে ও জিনিষটা আমার একটু বেশীই আছে। আর ওরা উল্লুকও নয়, জলজ্যান্ত লোক। ইস্কুল ঘরেই ছিল। মেয়েটা জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে গেল, ভাবলুম স্যাঁতসেঁতে ঘরে রাখা আর ঠিক হবে না।

অগ্নিবরণ। তাই আমার নহবৎখানায় নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসেছ? আমি যে তোমায় কি করব, তাই ভেবে উঠতে পাচ্ছি না।

গোরা। আপনি শুধু শুধু রাগের অপব্যয় কচ্ছেন।

অগ্নিবরণ। আমার নৌকো থেকে ঠাকুর নামিয়ে রেখে বন্যার্ত্তদের নিয়ে এসেছিল কোন্ বদমায়েস?

গোরা। আমি বদমায়েস।

অগ্নিবরণ। ঠাকুর গ'লে কাদা হয়ে গেল। ত্রিশ বছরের বার্ষিক পুজো বন্ধ হয়ে গেল। নিমন্ত্রিতেরা টিটকারী দিয়ে ফিরে গেল, পুরোহিতেরা অভিশাপ দিলে, বাঈজীরা গালাগাল দিলে, এসব তোমারই জন্যে। কে নেবে এর শাস্তি?

গোরা। আপনিই নেবেন। মাকে ভোগ দেবেন বলে দশটা পাঁঠা বেঁধে রেখেছিলেন। একটা পাঁঠাও মা খেতে পেলেন না। এত পাপ কি বৃথাই যাবে? এলোকেশী চাষীদের ঘরবাড়ী ডুবিয়ে দিয়েছে; হঠাৎ একদিন সে সশরীরে এসে আপনার নায়েবের ঠ্যাং ভাঙবে, দেওয়ানের চোখ উপড়ে নেবে, আর আপনার মাথাটা বড় বড় দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাবে।

বিদ্যুতের প্রবেশ।

বিদ্যুৎ। এই অসভ্য জানোয়ারটা কে?

গোরা। আমি কে, সে কথা আপনার না জানলেও চলবে সাহেব। কিন্তু আপনি কে, তাই আমরা জানতে চাই। কিসের জন্যে আপনি আমাদের কথার মধ্যে মাথা গলাতে এলেন? জবাব দিন।

বিদ্যুৎ। কার কাছে জবাব দেব?

গোরা। আমাদের কাছে দেবে। আমরা প্রজা, রাজার সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া। তুমি মোড়ল তার মধ্যে কে হে?

বিদ্যুৎ। দুদিন পরে দেখিয়ে দেব আমি কে?

গোরা। রাজার জামাই হয়ে শূলে দেবে? যখন দেবে, তখন তোমার কথা শুনব। আজ তুমি বেরিয়ে যাও আমাদের গাঁ থেকে।

অগ্নিবরণ। চাবুক না খেলে তোমার শিক্ষা হবে না।

গোরা। চাবুক দিয়ে এ জাগ্রত জনশক্তিকে আর কাবু করে রাখতে পারবেন না রাজা বাহাদুর। মানুষ আপনি, মানুষের দরদ নিয়ে প্রজাদের কাছে এগিয়ে আসুন। মান যাবে না, ঐশ্বর্য্যও ফুরুবে না। আপনার অনেক আছে, কোন কাজে লাগে না। আপনার বাগানবাড়ীতে বাঈজীরা নাচে, মোসাহেবরা মদ খায় আর মুখখিস্তি করে। কত মেয়ে ওখানে ধর্ম্ম হারিয়েছে, কত মাথা ওর মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে। আজ ওখানে গৃহহারা সর্ব্বহারা আপনারই প্রজাদের ঠাঁই দিন। তাদের পায়ে পায়ে সাতপুরুষের পাপের ছাপ উঠে যাবে।

বিদ্যুৎ। পাপের ছাপ!

গোরা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অগ্নিবরণ। তুমি আজই এদের সরিয়ে নেবে কি না, আমি জানতে চাই।

গোরা। নিয়ে কোথায় রাখব বলে দিন।

অগ্নিবরণ। আমি তার কি জানি?

গোরা। আপনিই ত জানবেন রাজা বাহাদুর। এলোকেশী বছর বছর চাষীদের শাসিয়ে যায়। মাত্র দুশো গজ বাঁধ দিলে এলোকেশী গাঁয়ে প্রবেশের পথ পেত না। দশ বছর ধরে ওরা আপনার কাছে কত আবেদন নিবেদন করেছে। বাঁধের জন্যে গরীব চাষীদের কাছ থেকে টাকাও আপনি তুলেছেন। এত বেশী তুলেছেন

যে তা দিয়ে তিনটে বাঁধ দেওয়া যেত। কোথায় সে টাকা? কেন আপনি তা আত্মসাৎ করেছেন? আপনারই জন্যে এতগুলো লোকের এ শোচনীয় দুর্দ্দশা, আপনারই জন্যে একটা অমূল্য প্রাণ এলোকেশীর তলায় হারিয়ে গেছে।

বিদ্যুৎ। বেশ করেছে। উচ্ছন্ন যাক চাষার দল।

গোরা। প্রজা উচ্ছন্ন যাবে, আর রাজা বাহাদুর সোনার খাটে বসে রাজভোগ খাবেন? অমন রাজভোগের চেয়ে ছাই খাওয়া অনেক ভাল।

অগ্নিবরণ। গোরা!

গোরা। ওরা যাবে না রাজা বাহাদুর। আপনারই জন্যে ওরা গৃহহারা। ওদের প্রত্যেকটি ঘর আপনাকে তৈরী করে দিতে হবে। যতদিন তা না করবেন, ততদিন যে যেখানে আছে, সেইখানেই থাকবে, এক পা-ও নড়বে না; আপনার চোখ রাঙানিতেও নয়, আর ওই ময়ূর পুচ্ছধারী দাড়কাকের সঙ্গীনের ভয়েও নয়। [প্রস্থান।

বিদ্যুৎ। চাবুক মেরে শহবৎ শেখাব।

গোরা। সে চাবুক এখনও তৈরী হয়নি।

অগ্নিবরণ। বিদ্যুৎ, আমার কি সবাই মরে গেল?

বিদ্যুৎ। আমি ত মরিনি। কোন ভয় নেই আপনার, আমি চাষাদের ত তাড়িয়ে দেবই, বদমায়েসটাকেও বুঝিয়ে দেব যে আমি কুলী মজুর নই, বিলেত ফেরৎ ব্যারিষ্টার।

শ্যামার প্রবেশ।

শ্যামা। কেন বলুন ত? প্রজা এসেছে রাজার কাছে; তাদের তিরস্কার করতে হয়, পুরস্কার দিতে হয়, রাজাই তা বুঝবেন। আপনি কেন তাদের মাথা নিতে হাত বাড়িয়েছেন?

বিদ্যুৎ। সে কথা বোঝবার মত বুদ্ধি তোমার নেই।

শ্যামা। না থাকে আমাদের নিবুদ্ধিতা নিয়েই আমরা মরব, আপনার বিলিতি বুদ্ধি ধার করে আমরা বাঁচতে চাই না। গরীব দুঃখী নিরাশ্রয় ওই চাষীদের উপর তাদের রাজার রাগ হতে পারে, কিন্তু আপনার রাগের ত কোনই অর্থ নেই।

বিদ্যুৎ। কোন অর্থ নেই?

শ্যামা। না সাহেব। দোহাই আপনার, আপনার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ওদের উপর থেকে সরিয়ে নিন। বন্দুক নিয়ে ওদের সামনে আপনি যাবেন না। ছেলেমেয়ে ভয়ে আঁতকে উঠবে, বোকা হাবা বউগুলো আর্ত্তনাদ করে আকাশ ফাটিয়ে দেবে।

বিদ্যুৎ। দিক। ছোটলোককে প্রশ্রয় দিয়ে জমিদারী চলে না।

শ্যামা। জমিদারীর অভিজ্ঞতা আপনার অনেক আছে দেখছি।

বিদ্যুৎ। পথ ছাড় শ্যামা, আমাকে যেতে দাও।

শ্যামা। পথ ছেড়ে দিচ্ছি। এই পথ দিয়ে আপনি বাড়ী চলে যান। আপনার বাপ মা আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন, আপনার বোন আপনার কল্যাণে রোজ তুলসীতলায় প্রদীপ দেয়। তাদের সকলের শুভেচ্ছা ব্যর্থ করে আপনি আমাদের উপকার করতে যাবেন না। তাতে আমাদের মঙ্গল হবে না, কিন্তু আপনার অমঙ্গল হবে। আপনি যাকে ফেউ মনে করেছেন, সে ফেউ নয়, দুরন্ত বাঘ।

অগ্নিবরণ। বাঘের দাঁত ভেঙ্গে দাও বিদ্যুৎ, তার থাবা চিরদিনের জন্যে স্তব্ধ করে দাও।

বিদ্যুৎ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার কাছে বাঘ আর বেড়ালে কোন তফাৎ নেই।

[প্রস্থান।

শ্যামা। ফেরাও বাবা, ওঁকে ফেরাও। পরের ছেলেকে কেন তুমি যমের মুখে ছেড়ে দিলে? আমাদের ঘরে আগুন লাগলে উনি কেনই বা আগুন নেভাতে ছুটে যাবেন?

অগ্নিবরণ। বারবার কেন এক কথা বলছ? কতবার তোমায় বলব যে আমার অবর্ত্তমানে আমার সব কিছুর অধিকার তোমার, আর তোমার উপর অধিকার ওই বিদ্যুতের।

[নেপথ্যে গুলির শব্দ]

শ্যামা। দেখ বাবা দেখ, সাহেব বুঝি কোন্ চাষীকে খুন করলে।

বেগে গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন। শীগ্‌গির আসুন রাজা বাহাদুর, শীগ্‌গির আসুন। সর্ব্বনাশ হল। জামাই বাবাজির মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

অগ্নিবরণ। কে?

গোবর্দ্ধন। গোরা।

শ্যামা। [স্বগত] জয় মা, জয় মা।

অগ্নিবরণ। গুলি কর।

গোবর্দ্ধন। বাবাজি নিজেই গুলি করেছেন। কিন্তু তাতে আমাদেরই একটা গরু মরেছে। গোরা বন্দুক কেড়ে নিয়েছে। সর্ব্বনাশ হল রাজা বাহাদুর।

শ্যামা। [স্বগত] জয় মা।

অগ্নিবরণ। তোমরা কি সবাই মরেছ? আমারই বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করে সে আমারই বুকে মই দিয়ে যাবে, আর আমার কর্ম্মচারীরা শুধু দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে?

শ্যামা। তুমি যাও বাবা, তুমি যাও। [স্বগত] জয় মা।

অগ্নিবরণ। ভীরু অকর্ম্মণ্য সব। তার যদি কোন অনিষ্ট হয়, আমি তোমাদের সবাইকে জ্যান্ত পুতে ফেলব।

[প্রস্থান

শ্যামা। আপনি নিজের চোখে দেখে এলেন দেওয়ানজি? এত বড় গুণ্ডা ওই লোকটা—একটা ব্যারিষ্টারের মাথা ফাটিয়ে দিলে?

গোবর্দ্ধন। শুধু কি তারই মাথা ফাটিয়েছে? প্যারেলালের ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়েছে, আমিনউদ্দিনের হাত মুচড়ে দিয়েছে, পাইক পেয়াদা নায়েব তসিলদার যে কেউ এগিয়ে গিয়েছিল, কেউ আর অক্ষত নেই। কারও নাক দিয়ে রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, কারও কাণ ফুলে ঢোল হয়েছে, কারও পিঠের ছাল তুলে নিয়েছে।

শ্যামা। লোকটা কি অসভ্য! আমাদের এতগুলো লোককে একা ঘায়েল করে দিলে!

গোবর্দ্ধন। সঙ্গে আছে সেই বাঙ্গাল বিড়িওয়ালা। সে যত না হাত চালিয়েছে, তত চালিয়েছে মুখ। কেবলই হালা হালা করেছে আর বলেছে, "কিলাইয়া সিধা করুম।"

শ্যামা। এতো বড় ভয়ের কথা হল দেওয়ানজি। অমন একটা সাহেব,—হলই বা কালো—যেচে আমাদের উপকার করতে এসেছিল, তাকে মেরে সোজা করে দিলে একটা গুণ্ডা! ছি, ছি, নরকেও যে আমাদের স্থান হবে না। যান যান, মাথা বেঁধে দিন গে; চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

গোবর্দ্ধন। আমি থানায় যাচ্ছি। তুমি যাও মা, শীগ্‌গির যাও।

শ্যামা। আমি আর গিয়ে কি করব? আর যাবার কি সময় আছে দেওয়ানজি? আমার এখন বুক ঠেলে গান উঠছে। আপনি

থানায় চলে যান; আমি বিপত্তারিণী মা দুর্গাকে ডাকি। আপনি পুলিশ ডেকে আসুন, আমি মাকে ডেকে আনি, দেখবেন ব্যারিষ্টারের ফাটা মাথা এক মুহূর্ত্তে জোড়া লেগে যাবে।

গোবর্দ্ধন। এ তুমি বলছ কি মা?

শ্যামা। গীত।

মুণ্ডমালা পরবি যদি এলোকেশী শ্যামা,
দুরাত্মাদের ধড় হতে তুই মাথাগুলো নামা।
অভাগাদের মাথার পরে সবলের ঘা নিত্য পড়ে,
নিরীহদের নাকে তারা সদাই ঘসে ঝামা।
রক্তে ওদের কর মা সিনান,
ধর শিবানি তীক্ষ্ণ কৃপাণ,
শিবের বুকে নাচিস নে আর, পা দুটো তোর থামা।

[প্রস্থান।

গোবর্দ্ধন। মাথা খারাপ, মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিদ্ধেশ্বরের বাড়ী।

ভাদুর প্রবেশ।

ভাদু। মা, মা,—

শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। কি রে?

ভাদু। উলু দে, শাঁখ বাজা, হরির লুট দে।

শঙ্করী। কেন? কেন? হয়েছে কি?

ভাদু। তোর ভাসুর পোর জেল হয়েছে।

শঙ্করী। হবে না? হতভাগা ছেলে জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে দাঙ্গা করতে গেল? রাজার হবু জামাই; তার উপর বিলেত থেকে কি সব পাশ দিয়ে এসেছে, তার মাথা ফাটানো? এতেও যদি জেল না হয় তবে কিসে হবে?

ভাদু। আরে মাথা ফাটানোর জন্যে জেল হয়নি। উকিলরা বলেছিল, এ জন্যেদু' বছরের জেল হবে। হতও তাই, গোলমাল করে দিলে রাজা বাহাদুরের মেয়ে।

শঙ্করী। কি রকম?

ভাদু। দাদা শুধু তাকেই সাক্ষী মেনেছিল। সে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বললে,—বিদ্যুতই আগে বিশজন লোক নিয়ে গিয়ে

হামলা করেছিল, গোরাদা নিতান্ত বাধ্য হয়েই তার গায়ে হাত তুলেছে। ব্যস, এক সাক্ষীতেই বাজীমাৎ।

শঙ্করী। তবে জেল হল কেন মুখপোড়া ছেলে?

ভানু। জেল হল বাবাকে মেরেছে বলে।

শঙ্করী। কখন মারলে?

ভানু। যখন মারেনি।

শঙ্করী। তোর বাপ আদালতে দাঁড়িয়ে এই কথা বললে?

ভানু। শুধু বললে? বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে আদালত ভাসিয়ে দিলে, আর পিঠের ঘা দেখালে। চূড়ামণি ঠাকুর হলপ পড়ে সাক্ষী দিলে যে সে নিজের চোখে এ দৃশ্য দেখেছে, আর বাধা দিতে এসে নিজেও মার খেয়েছে। দেওয়ানজী নাকি তখন এই পথ দিয়ে চণ্ডীপালকে নিয়ে রাজবাড়ী যাচ্ছিল। গোলমাল শুনে তারাও সব দেখে গেছে। চণ্ডীপাল না কি ভয়ে দুর্গানাম জপ করতে লাগল, আর দেওয়ানজী এগিয়ে এসে এক আধলা ইট খেয়ে ফিরে গেল।

শঙ্করী। ক' বছরের জেল হয়েছে বল না পাজি ছেলে।

ভানু। এক মাসের।

শঙ্করী। মোটে একমাস! হাকিমটা পাগল না কি? দশ বছর ঠেলে দিতে পারলে না? তাহলে ত আমার হাড়ে বাতাস লাগত। একমাস বাদে আবার আসবে, আবার এসে আমাকে জ্বালাবে। বলছি হতভাগার বিয়ে দিয়ে দাও, তা দেবে না।

ভানু। বাবা যে বলে, তুইই আদর দিয়ে দাদাকে বিগড়ে দিয়েছিস?

শঙ্করী। মিছে কথা বলিসনি। তেমন লোক শঙ্করী বামনী নয়। আসুক না জেল থেকে ফিরে। অধর্ম্ম করব না, আগে দুটো পিণ্ডি গিলিয়ে দিয়ে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব।

ভানু। তুই তাহলে অত ছটফট কচ্ছিস কেন? তুই যে রাগে কেঁদে ফেললি।

শঙ্করী। কেঁদে ফেললুম মুখপোড়া? বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে। এই ছেলেটাই সব নষ্টের গোড়া।

ভানু। কেন, আমি কি করলুম?

শঙ্করী। তুই হাকিমকে বলতে পারলিনি বেশীদিন জেল দিয়ে দিতে?

ভানু। ভুল হয়ে গেছে মা। তুই ভাবিসনি। দেখ না, একমাসেই হাড় ভেঙ্গে দেবে। দিনরাত ঘানি টানাবে।

শঙ্করী। বামুনের ছেলেকে দিয়ে ঘানি টানাবে?

ভানু। শুধু ঘানি টানাবে? জল তোলাবে, মাটি কাটাবে, পায়খানা ঘাটাবে। পান থেকে চুণ খসলে সপাং সপাং করে বেত মারবে।

শঙ্করী। বেত মারবে কি?

ভানু। বেত ত ছোট জিনিষ, জুতোশুদ্ধ লাথি মারবে। তিন দিন হয়ত খেতেই দেবে না। তুই কিচ্ছু ভাবিসনি মা। সে হয়ত আর ফিরবেই না। যদি বা ফেরে, আর মাথাটি তুলতে হবে না। তুই ভাল করে ঝাঁটা বাগিয়ে রাখ। খবরদার আর বাড়ীতে ঢুকতে দিবিনি।

শঙ্করী। আবার? যেখানে খুশী সেখানে চলে যাক, আমার বাড়ীতে আর নয়। কথাটা একবার মুখপোড়াকে শুনিয়ে দিয়ে এলে

হয়না? ওরে ও ভাতু, চল্ না একবার জেলে গিয়ে দেখা করে আসি।

ভাতু। কি বাজে কথা বলছিস? সেখানে তোকে ঢুকতে দেবে কেন? সে হচ্ছে যমপুরী।

শঙ্করী। যমপুরী! তাই ত রে, লোকে নিন্দে করবে না ত? বলবে নিজের ছেলে নয় কি না, তাই মা-বাপ মরা ছেলেটাকে জেলে পুরে দিয়েছে। আমি না খেয়ে থাকতে রাজি আছি, তবু লোকের নিন্দে সইতে রাজি নই। চল্ আমি হাকিমের কাছে যাব।

ভাতু। হাকিমের কাছে যাবি!

শঙ্করী। নিশ্চয়ই যাব। বলব,—গোরা ভাতুর বাপকে মারেনি, আমি নিজে দাঁড়িয়ে দেখেছি।

ভাতু। মারেনি আবার দেখে কি করে? তোর যেমন বুদ্ধি! আপদ বিদেয় হয়েছে যাক না, লোকনিন্দায় আমাদের কি কাঁচকলা হবে? সে থাকলে কি বিপদ হত জানিস্? এই সব ঘরবাড়ী জমি জমা সব বেহাত হয়ে যেত।

শঙ্করী। কেন? বেহাত হবে কেন?

ভাতু। তুই কিচ্ছু বুঝিসনে। এ সম্পত্তির এক কণাও বাবার রোজকারের নয়; সব তার বড় ভাইয়ের টাকায় কেনা। জ্যাঠামশায় মরার সময় বাবাকে তার সব জমানো টাকা দিয়ে বলে গেছল, গোরা বড় হলে তাকে দিও। বাবা তাই দিয়ে তোর নামে এসব কিনে নিয়েছে।

শঙ্করী। তুই কি করে জানলি?

ভাতু। মামা ত সব কিনে দিয়েছে? মামাকে যা দেবার কথা ছিল, তা বাবা দেয়নি। দুজনে সেদিন ঝগড়া কচ্ছিল, আমি সব শুনেছি।

শঙ্করী। তবে ত তার হয়েই গেল। সব যখন আমার, তখন আর আমি তাকে আমার ঘরে ঢুকতেই দেব না। এ যদি মিথ্যে হয়, তাহলে আমি বামুনের মেয়ে নই।

ভাতু। কথা রাখতে পারিস, তবে ত। তুই হয়ত রেগে মেগে গিয়ে সব সম্পত্তি দাদাকে লিখে দিয়ে বসে থাকবি। বাবা জিজ্ঞেস করলে হয়ত বলবি,—তুমি পাপ করেছ, আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করলুম।

শঙ্করী। অ্যাঁ!

ভাতু। খবরদার অমন কাজ করিসনি। উকিলের বাড়ী গেছিস্ কি মরেছিস্।

(প্রস্থান।

শঙ্করী। উকিলের বাড়ী! সে কদ্দূর!

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ। নমস্কার।

শঙ্করী। কে তুমি?

বিনোদ। আমি ঢাকার পোলা, শাখারী টোলার বিনোদ।

শঙ্করী। কি চাও এখানে?

বিনোদ। ভাউস্থার বাপেরে চাই, আইজই চাই, এহনই চাই। হালা মিথ্যা সাক্ষী দিয়া গোরাদারে জ্যালে দিছে, আমি ওরে কিলাইয়া সিদা করুম।

শঙ্করী। তা আমাকে কিল দেখাচ্ছ কেন?

বিনোদ। না না, আপনারে দেখামু ক্যান? আপনি ভাউস্থার মা, হালা বামনের মাইয়া, আমাগো বক্তিবাজোন। নাইলে ঠারাইন, আপনারেও এতক্ষণ কিলাইয়া সিদা করতাম। ভাউস্থার বাপে কই, ভাউস্থার বাপে?

শঙ্করী। তিনি ত এখনো বাড়ী আসেননি।

বিনোদ। হাচা কথা কইও ঠারাইন। বারীতে আছে নাই, তবে গেল কোয়ানে? আদালতে ধরছিলাম, ফুরুৎ কইরা পালাইয়া গেল। বারীতে ঢুকতে দেখলাম, আর তুমি কও বারী নাই? আমি বারী চাষ করুম।

শঙ্করী। ও মা, বাড়ী চাষ করবে কি? এ কি ধান জমি না কি?

বিনোদ। আরে হেই, চাষ না ঠারাইন, খানা তালাস, বোঝছ?

শঙ্করী। ও কাজ করো না বাবা পুলিশ তোমাদের পেছনে লেগে আছে।

বিনোদ। পুলিশেরে কিলাইয়া সিদা করুম।

শঙ্করী। পুলিশকে কিলিয়ে সিধে করা যায় না বাবা। এ কুকুরের ল্যাজ, যতবার সিধে করবে ততবারই বেঁকে যাবে। গোরা জেলে গেছে,—তোমাদেরও যদি ধরে নিয়ে যায়, তাহলে এই গরীব চাষীগুলোকে লাথি মেরে রাস্তায় নামিয়ে দেবে, সিরাজের দুঃখী মেয়েটাকে ওই রাজা বাহাদুরই হয়ত বাগান বাড়ীতে আটকে রেখে দেবে।

বিনোদ। কিলাইয়া সিদা করুম।

চূড়ামণির প্রবেশ।

চূড়ামণি। ও বৌমা, শুনেছ? হেঃ হেঃ হেঃ।

শঙ্করী। সব শুনেছি চূড়ামণি মশায়; হাঃ হাঃ হাঃ।

চূড়ামণি। কি শুনেছ বল দেখি।

শঙ্করী। শুনেছি আপনার একটি বাছুর হয়েছে।

চূড়ামণি। আমার বাছুর! কি যে বল? বলছি গোরার এক মাসের জেল হয়েছে।

শঙ্করী। আর কিছুদিন ঠেলে দিতে পারলেন না? এত দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে।

চূড়ামণি। ফুরুবে না বৌমা। উকিলবাবু বলেছে আপীল করবে। তাহলে কমসে কম সাত বচ্ছরের জেল।

শঙ্করী। আপেলের এমন গুণ! আচ্ছা চূড়ামণি মশায়, আপনি ত সবই জানেন। কবে গোরা তার কাকাকে মেরেছিল?

চূড়ামণি। আরে দূর, আমি থাকতে তাকে মারবে কে? মিছে কথা, মিছে কথা। হেঃ হেঃ হেঃ।

বিনোদ। হেঃ হেঃ হেঃ। নমস্কার তালই।

চূড়ামণি কে? ও—বাঙ্গাল বিড়িওয়ালা?

বিনোদ। আইজ্ঞা হ।

শঙ্করী। দেখুন না, বলে মিনসেকে কিলিয়ে সিধে করবে। মারুন না ঝুঘা। যত সব আপদ। [প্রস্থান।

চূড়ামণি। তুমি ত গোরার ডান হাত। বেশ বেশ, তা চাঁদা আদায় হচ্ছে কেমন?

বিনোদ। হ', লোকে খুব দেয়।

চূড়ামণি। তাহলে ত বিড়ির দোকান দোতালা হবে।

বিনোদ। আপনার আশীর্ব্বাদ থাকলে সবই হইবার পারে।

চূড়ামণি। আহা, আশীর্ব্বাদ করব না? দেশে ঘন ঘন বন্যা হক, বাঙ্গালের বিড়ির দোকানে সোনার ছাদ হক।

বিনোদ। তোমার মত চোর ছ্যাচ্চর খরিদ্দার থাকলে হালা সোনার ক্যান্ হীরার ছাদ হইব। আমার পাওনা টাকা দেও

দেহি। এগার বাণ্ডিল বিরি, আর সাত প্যাক সিগারেট। একটাকা সারে তেরো আনা। গ্যাও।

চূড়ামণি। পয়সা নিয়ে বেরিয়েছি না কি? কাল পাবি।

বিনোদ। চালাকি পাইছ? আইজ পয়সা না দিলে তোমারে কিলাইয়া সিদা করুম। তুমি হালা চোরেরে কও চুরি করতে, আর গিরস্তেরে কও জাইগ্যা থাকতে। ভাউগ্যার বাপেরে যখন পাইলাম না, তখন তোমারে কিলাইয়া আইজ সাইদ করুম।

চূড়ামণি। এই এই, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

বিনোদ। ভালো আমাগো হইয়া গেছে। তুমি বাস্তঘুঘু থাকতে কারও ভালো নাই। তোমারে আমি খুন করুম।

জিন্নতের প্রবেশ।

জিন্নৎ। না বিনোদ ভাই, মশা মেরে লাভ নেই।

বিনোদ। মশা কারে কও? এই ব্যাটাই এ গেরামের শনি ঠাকুর। ভাউগ্যার বাপেরে পরামর্শ দিছে এই বুইরার পো বুইরা।

জিন্নৎ। দিক না ভাই। তোমাকে গোরাদা যা বলে গেছে, তাই কর। সে এসে যেন দেখতে পায়, তার গ্রামের হাওয়া বদলে গেছে; কেউ আর কারও বুকে ছুরি বসাতে সাহস কচ্ছে না, ধনীর চোখ রাঙানিতে গরীবেরা আর মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে না, কারও বুকের পাঁজর দিয়ে কেউ আর ইমারৎ গড়তে পাচ্ছে না। যাও বিনোদ ভাই যাও। সে জমি তৈরী করে রেখে গেছে, তোমরা দুহাতে বীজ ছড়িয়ে দাও।

বিনোদ। ছেমরি, তুই মর, তুই মর, তর লইগ্যাই ত আমাগো এত জ্বালা। তরে আমি খুন কইর‍্যা কাসী যামু।

[প্রস্থান।

চূড়ামণি। তুমিই ত সিরাজের মেয়ে? আহা, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। সবাই বলছে, গোরা ত জেলে গেল, এখন সিরাজের মেয়ের কি উপায় হবে? গোরাকে না দেখে ও কি আর বাঁচবে?

জিন্নৎ। কি বলছেন আপনি?

চূড়ামণি। আমি কি আর বলছি? গ্রামের পাঁচ জনে বলছে। হ্যাঁ গা, গোরা তোমার খসমের বন্ধু বুঝি? তোমাদের বাড়ীতে খুব ঘনঘন যাতায়াত ছিল, না?

জিন্নৎ। আজ্ঞে না। আমাদের বাড়ীতে তিনি কখনও যাননি।

চূড়ামণি। তাহলে দেখা সাক্ষাৎ বুঝি তোমার বাপের বাড়ীতে হত? তা বেশ। কদিন ধরে চলছে?

জিন্নৎ। কি চলছে?

চূড়ামণি। এই ভাবসাব। হেঃ হেঃ হেঃ।

জিন্নৎ। চূড়ামণি মশায়!

চূড়ামণি। তা তোমার ভালই হল। বংশটা ভাল, লেখাপড়াও শিখেছে, কোন রকমে চালিয়ে নিতে পারবে। তা দেখ, নিকে কর আর বিয়ে কর, এখানে আর ওটা করে কাজ নেই। তোমরা বরং বৃন্দাবনে গিয়ে কণ্ঠী বদল কর। হেঃ হেঃ হেঃ।

জিন্নৎ। আপনি বামুনের ছেলে না চামারের ছেলে?

চূড়ামণি। মারব ছুঁড়ীকে খড়মের বাড়ি। [খড়ম তুলিল]

শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। হাঁ হাঁ হাঁ, করেন কি? খড়ম অপবিত্র হবে। আপনার খড়ম কি যার তার গায়ে উঠতে পারে? [খড়ম ছিনাইয়া ফেলিয়া দিল]

চূড়ামণি। শয়তানীর কথা শুনেছ ?

শঙ্করী। চাষাভূষোর কথাই ওই রকম। আপনি একে বামুন, তার উপর পণ্ডিত, আপনি যদি ওকে কুচ্ছিত কথা বলেই থাকেন, তা বলে ও কি পারে আপনাকে কটু কথা বলতে ? আপনার মেয়েকে নিয়ে যে কত কানাঘুষো শুনতে পাই, তাবলে ওকি বলতে পারে আপনার মেয়ের চরিত্র খারাপ ?

চূড়ামণি। তুমি এসব কি বলছ ?

শঙ্করী। কথায় কথায় খড়ম তোলেন কেন ? পৈতে ছুঁয়ে অভিশাপ দিতে দিতে চলে যান,—দেখবেন চাষার বংশ তিন দিনে নির্ম্মূল হয়ে যাবে।

চূড়ামণি। আচ্ছা, আমিও দেখে নেব, তোরা কেমন চাষা, আর আমি কেমন বামুন।

[প্রস্থান।

শঙ্করী। হ্যাঁ গা, চাষার মেয়ে তুমি, গতরে ত জোর কম নেই, এই বুড়ো শকুনটাকে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাতে পারলে না ? শুধু শুধু তোমাকে যা তা বলে রেহাই পেয়ে গেল ?

জিন্নৎ। আমরা গরীব, মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই। যার দৌলতে পাতার ঘরে আমি রাণী ছিলাম, সে আজ নেই। তার উপর পোড়া নসীব গা ভরা রূপ দিয়েছে। কত লোকেই ত কত কথা বলে মা। কার কি করতে পারি আমি ? সইতে এসেছি, সয়েই যাই।

শঙ্করী। আমার কাছে কেন এসেছ ?

জিন্নৎ। আপনি ত গোরাদার মা ?

শঙ্করী। মা নই, খুড়ী।

জিন্নৎ। একই কথা, খুড়ীও যা, মাও তাই।

শঙ্করী। খুড়ীও যা, মা-ও তাই? এ ছোটলোকের মেয়ে বলে কি?

জিন্নৎ। আপনার কাছেই আমি এসেছি চাচি। গোরাদা ভিক্ষে করে টাকা কড়ি সোনা দানা যা কিছু পেয়েছে, সব আমার কাছে জমা রেখেছে। আমি বুক দিয়ে তা রক্ষে করেছি। আর আমি পাচ্ছি না। বাবার দৃষ্টি পড়েছে। তাই সব আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। আজ থেকে সব আপনার কাছেই জমা হবে। এই নিন।

শঙ্করী। আমার কাছে জমা রাখবে? কত টাকা?

জিন্নৎ। ভেতরে হিসেব আছে; হাজার দশেক হবে। সত্তর আশী ভরি সোনাও আছে।

শঙ্করী। এসব তুমি আমার কাছে রাখবে? মেয়েটা পাগল না কি? আমি যদি সব খেয়ে ফেলি?

জিন্নৎ। এমন নীচ কাজ আপনি করতে পারেন না।

শঙ্করী। কেন পারব না?

জিন্নৎ। আপনি যে গোরাদার মা। পীরের মা কি পেত্নী হয়, ঋষির মা কি চুরি করতে পারে? তাহলে সূর্য্য পশ্চিমে উঠবে, বাতাস আর বইবে না।

শঙ্করী। ছুঁড়ী বলে কি? আমি কার পরিবার জান না?

জিন্নৎ। জানি চাচি। কিন্তু এও জানি, মা আর বাপে আশমান জমিন তফাৎ। কবি কি বলেছে শোননি? "লবকুশে বনে ত্যজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা।"

[প্রস্থান।

শঙ্করী। "লবকুশে বনে ত্যজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা।" এই কথা ছাপার অক্ষরে লিখেছে? তবে?

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। তবে কি?

শঙ্করী। এস এস, আমি ফুল বেলপাতা হাতে নিয়ে পথের দিকে চেয়ে বসে আছি। দেরী দেখে ভাবলুম বাঙ্গাল বিড়িওয়ালা বুঝি তোমায় কিলিয়ে সিধে করলে।

সিদ্ধেশ্বর। মস্করা করো না। শুনেছ গোরাকে জেলে পূরে দিয়েছি।

শঙ্করী। কি করে দিলে গা? তোমার কি বুদ্ধি! মুখপোড়ারা তবু বলে কি না, অমুক চক্কোর্ত্তি একটা বামুনের ঘরের গরু।

সিদ্ধেশ্বর। কে বলেছে?

শঙ্করী। সবাই বলে! বাঙ্গাল বিড়িওয়ালাটা আবার কি বলে গেল জান? বললে,—ও ব্যাটা বামুনের ছেলে নয়।

সিদ্ধেশ্বর। বদমায়েস ব্যাটা আবার এখানেও এসেছিল?

শঙ্করী। এই ত গেল, আবার আসবে বলেছে। বললে,—ভাউম্যার বাপেরে আমি কিলাইয়া সিধা করুম। যাক যাক; দেখি তোমার পিঠের ঘাটা। গোরা তোমায় কবে মেরেছিল গো?

সিদ্ধেশ্বর। আমাকে মারবে গোরা? তার বাপের সাধ্যি আছে আমার গায়ে হাত তোলে?

শঙ্করী। মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছ বুঝি? বেশ করেছ। পোড়ামুখো ছোঁড়াগুলো বলে কি জান? "আদালতে দাঁড়িয়ে যে মিথ্যে সাক্ষী দেয়; সে বাপের ব্যাটা নয়।"

সিদ্ধেশ্বর। কেন ব্যাটাদের বাড়ীতে ঢুকতে দাও?

শঙ্করী। জোর করে ঢুকলে কি করব?

সিদ্ধেশ্বর। গলায় দড়ি দেবে।

শঙ্করী। জানি না যে। তুমি গলায় দ'ড় দিয়ে দেখিয়ে দাও না। হ্যাঁ গা, আমায় একবার জেলে নিয়ে যাবে? আমি একবার দেখব, হাতকড়া পরে কেমন তাকে মানিয়েছে। দেখব ঘানি টেনে কি হাল হয়েছে তার। না খেয়ে না খেয়ে—উঃ, আমার বুকটা কেমন কচ্ছে। চল না গো।

সিদ্ধেশ্বর। বাজে কথা বলো না।

শঙ্করী। বাজে কথা? সে কি বলেছে জান? এসব বাড়ী ঘর জমি জায়গা সব নাকি তার বাবার।

সিদ্ধেশ্বর। অ্যাঁ!

শঙ্করী। ফিরে এসে সে তোমায় কিলিয়ে সব আদায় করবে। দলিলগুলো দাও দেখি, দলিলগুলো দাও। শুনছি না কি ওরা আপেল পাবে। তাহলে না কি তার হাতকড়া তোমার হাতে উঠবে। দাও দাও, দলিলগুলো আগে আমি সামলে রাখি।

সিদ্ধেশ্বর। তা কথাটা মন্দ বলনি। চল, দলিল বের করে দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজবাড়ী।

শ্যামার প্রবেশ।

শ্যামা। সত্য সত্যই লোকটার জেল হয়ে গেল? হাকিমটা মানুষ না কি? মরুক গে, আমার আর কি? গুণ্ডামি করলে জেল ত হবেই। কি দরকার ছিল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাওয়ার? অসভ্য, ইতর, পাগল কোথাকার।

কবির প্রবেশ।

কবি। এমনি দু একটা পাগল পৃথিবীতে মাঝে মাঝে আসে বলেই সভ্যতার ইমারৎ দিনের পর দিন গড়ে উঠছে দিদি। এরা যদি না আসত, এরা যদি জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য মনে করে এগিয়ে না যেত, তাহলে মানুষ আজ আকাশে উড়তে পারত না, মরার পরও সে গান গাইত না, শত যোজনের পথ এক নিমেষে পার হয়ে যেতে পারত না।

শ্যামা। কবি,—

কবি। যে তাকে ভুল বোঝে বুঝুক। তুমি ভুল বুঝো না দিদি। যাদের জন্যে সে কারাবরণ করেছে, তাদের বোঝা তোমরা সবাই তুলে নাও। ভদ্রলোকের কথা বলতে সভা সমিতি আছে, সংবাদ পত্র আছে, সরকারী যন্ত্র দিনরাত মুখর হয়ে আছে, কিন্তু এ অভাগাদের কথা বলতে কেউ নেই। কোন্ রাজা দুবার বেশী হাই

তুলেছে, সমগ্র জগৎ তার জন্যে তুড়ি দেবে; কিন্তু কোন্ শ্রমিক খনির মধ্যে কয়লাচাপা পড়েছে, সংসারের রথ তার জন্যে এক মুহূর্তও থামে না। অথচ দেশ বলতে ওদেরই বোঝায়।

শ্যামা। দেশে কি তাহলে ধনী থাকবে না বলতে চাও?

কবি। থাকবে, থাকবে। আগে সবার মুখে আহার দাও, সবার পরণে কাপড় দাও, সবার মাথা গোঁজবার ঠাঁই দাও, তার-পর দু চারজন হাওয়া গাড়ী চড়ুক, জড়োয়া গহনা পরুক। কেউ হিংসে করবে না।

শ্যামা। তুমি যাও কবি, তুমি যাও। এ ধনীর প্রাসাদ, এখানে ওসব কথা বলতে নেই, মাথাটা নামিয়ে দেবে। এখানে আসতে হলে তোতাপাখীর মত একটা বুলি শিখে আসতে হয়,—দুনিয়ার মাটি শুধু ধনীর জন্যে, গরীবের জন্যে নয়। দেশের সরকার ধনীর ট্যাঁকে বাঁধা, হাকিম তাদেরই হুকুমে চলে, যম তাদের কাছেও ঘেঁষে না।

কবি। সেদিন ফুরিয়ে গেছে দিদি। দেখতে পাচ্ছ না, পূর্ব্বাশার দ্বার খুলে আলোর ঝরণা ছুটে আসছে। সে এসেছে, ওরে সে এসেছে।

শ্যামা। কে এসেছে কবি!

কবি।   গীত।

মানুষ এল, মানুষ এল, বাজো শঙ্খ বাজো,
ফলে ফুলে দুনিয়াটায় সবাই মিলে সাজো।
উচ্চ নীচের তফাৎ যত আজ হবে সব অপগত
দে দেখি সব অঞ্জলি দে বুকের রক্ত তাজো।

হুজুর মজুর বাদশা ধনীর
রক্ত সবার এক ধমনীর,
একই মায়ের বাচ্ছা তোরা ভিখিরী আর রাজা।

[প্রস্থান।

শ্যামা। সত্যই কি মানুষ এসেছে? কোথায় তুমি, কে তুমি জানি না। যদি তুমি এসে থাক,—মানুষে মানুষে এ দুস্তর ব্যবধান তুমি পদাঘাতে চূর্ণ কর, নিশ্চিহ্ন কর।

ভজন সিংয়ের প্রবেশ।

ভজন। দিদিভাই,—সাহেব জলদি আপনাকে তলব দিয়েছে।

শ্যামা। তলব দিয়েছে!

ভজন। হাঁ। সাহেব আপনার উপর সাংঘাতি রাগিয়ে গেলো দিদিভাই।

শ্যামা। কেন বল ত? আমি ত সাহেবের পাকা ধানে মই দিয়েছি বলে মনে পড়ছে না। তোকে কিছু বলেছে?

ভজন। হামাকে কি বোলবে? হামি পুছলুম,—কাঁহে আপনি খানাপিনা না করলো, কইকো সাথ বাতচিৎভি না করলো? বোল-নেসে বিশোয়াস না করবে দিদিভাই। জুতি দেখলাইয়ে হামাকে বলেলা,—আভি শয়তানীকো বোলাও উল্লু; হামি একদফে উহাকে দেখে লিবে।

শ্যামা। তুমি গিয়ে সাহেবকে বল,—দিদিভাই এল না, আপনাকেই যেতে বলেছে।

ভজন। আপনি উনকো কেন ডর করলো দিদিভাই? আপনি ত রাজা বাহাদুরকা লেড়কী আছে।

শ্যামা। উনিও ত একজন ব্যারিষ্টার।

ভজন। ছোড়্‌ দিজিয়ে বেলাস্তার। ও আচ্ছা আদমি না আছে। গোরাবাবু উনকো হাজার দফে খবর দারি করলো,—বন্দুক মৎ ছোড় সাহেব। এসব গরীব আদমী, রাজা বাহাদুরকা প্রজা আছে। বাপকো সাথ লেড়কা লেড়কী বুঝাপড়া করতে আসলো। আপনি কেন ইনিকা অন্দর ঝঞ্ঝাট করতে থাকলো?

শ্যামা। বিলেত ফেরৎ সাহেব বাঙ্গালীর কথা শুনবে কেন?

ভজন। সাহেব একঠো গুলি ছুঁড়ল আউর হামাদের কালা গো হাত পা ছোড়কে মর গইল। গোরাবাবু ভি শেরকা বাচ্ছা, বন্দুক পাকড়ে লিয়ে সাহেবকে এইসা মার ডাললো, আরে বাপ, সাহেব একদম চিৎপাত হ'কে এইসা খাবি খেতে থাকলো।

শ্যামা। তোমাকেও বাদ দেয়নি শুনেছি।

ভজন। হাঁ হাঁ; হামকোভি ফিন্‌ হাড্ডি চুর করল। প্যারেলাল, হাতী সিং, পীর মহম্মদ,—সব কইকো মার দিয়া দিদিভাই। হাতী সিংকো পানঠো দাঁত টুট গইল, পীর মহম্মদকো টেংরি এইসা ফুল গইল,—

শ্যামা। বল কি ভজন?

ভজন। হাঁ, গোরাবাবু সিংহীকা দুধ পিয়েছে। বাংগালী আদমী এইসা পালোয়ান, হামি কভি জানতে না পারল।

শ্যামা। এত মার খেয়েও আদালতে তার বিরুদ্ধে তুমি ত কিছুই বললে না।

ভজন। কেইসে বোলবে? গোরাবাবু ত কুছু কসুর না করেছে। হাকিম জবরদস্তি করকে উনকে ফাটকমে ভেজ দিল।

শ্যামা। চুপ চুপ, সাহেব শুনলে মাথা ফাটিয়ে দেবে।

ভজন। আরে যানে দিজিয়ে দিদিভাই। ও ভেড়ীকা বাচ্চা খালি হেই হেই কোরতে পারে, আউর কুছু পারে না। ও আপনাকে কেন তলব দিবে? সব আদমীকো কেন আঁখ দেখলাবে?

শ্যামা। চুপ চুপ, জানিস্ না, সে তোদের ভাবী মনিব।

ভজন। হামার বাৎ শুনিয়ে দিদিভাই। উনকো সাদি মৎ কিজিয়ে। দিদিভাই, আপনি সাক্ষাৎ লছমী, তামাম মুল্লুকমে আপনার জুড়ি এক আদমীই আছে। সে হামাদের দুশমন ওই গোরাবাবু। আউর কই নেহি, আউর কোই নেহি।

[প্রস্থান।

শ্যামা। হতভাগা বলে কি? ছি ছি ছি। তার চেয়ে আমি গলায় কলসী বেঁধে মরব। কিন্তু গুণ্ডাটার কি হাতীর বল, আর কি সাহস!

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্যামা,—

শ্যামা। কি মা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। বিদ্যুৎ বারবার ডেকে পাঠাচ্ছে, তোর কি কাণ নেই?

শ্যামা। কেন থাকবে না? দেখতে পাচ্ছ না?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তবে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিস্?

শ্যামা। আকাশের তারা গুণছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তারা গুণছ হতভাগা মেয়ে? আর ওদিকে বিদ্যুৎ যে কিছু মুখে দিলে না, সে খবর রাখ?

শ্যামা। রাখি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তবে কেন তার কাছে যাচ্ছ না।

শ্যামা। আমি গিয়ে কি ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়াব?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তর্ক করবি না বলে দিচ্ছি। এত বাড় তোর কি করে হল, আমি ভেবে পাচ্ছি না। রায় বংশের মেয়ে হয়ে তুই আদালতের কাঠগড়ায় উঠে সাক্ষী দিয়ে এলি?

শ্যামা। আদালত তলব দিলে সাক্ষী দেব না?

বিষ্ণুপ্রিয়া। বিদ্যুৎ যে বললে, সাক্ষী না দিলেও হবে।

শ্যামা। উনি আইন কানুন জানেন না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বিদ্যুৎ জানে না, জানিস তুই? বিলেত থেকে আইন পাশ করে এসেছে।

শ্যামা। বোধহয় টুকে পাশ করেছে। পড়ে পাশ করলে এত জ্ঞান হতে পারত না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তর্ক করবি না। বংশে যা কখনও হয়নি, তুই তাই করে এলি? বাপের মাথা ধুলোয় মিশিয়ে দিলি?

শ্যামা। ধুলোয় আমি মেশাইনি মা, মিশিয়েছেন তিনি নিজে, আর তাতে হাততালি দিয়েছে চূড়ামণি গোবৰ্দ্ধন সিদ্ধেশ্বর কোম্পানি, আর সাহায্য করেছে এই গায়ে পড়া আত্মীয় দিশী সাহেব। তোমাকে আর কি বলব? সংসারের কিছুই তুমি বোঝ না। যাঁর বোঝবার শক্তি ছিল, তাঁকে চারটে রাহুতে গ্রাস করেছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ না উদয়াচলে নবজীবনের জলপ্রপাত যুগযুগান্তরের এ বাদশাহী ঠাট ভেঙ্গে চুরে ছড়িয়ে পড়বেই। মানুষে মানুষে এত প্রভেদ থাকতে পারে না। বলদর্পী আভিজাত্যকে পথের ধুলোয় নেমে আসতেই হবে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে যে চলতে পারবে না, তার মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে মহাকাল ছুটে আসছে। সাবধান।

বিষ্ণুপ্রিয়া। এসব কি বলছিস্ তুই? কে তোর মাথা খারাপ করে দিলে? কার কথায় তুই বাপের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে এলি বল?

শ্যামা। যার কথায় রাজা হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীকে বিক্রি করছেন, কিন্তু অধর্ম্ম করেননি। আমি যা বলেছি সত্য কথাই বলেছি।

বিদ্যুতের প্রবেশ।

বিদ্যুৎ। সত্য কথা বলেছ? সত্য কথাই কি সব ক্ষেত্রে বলা যায়? পিতার স্বার্থও তুমি দেখবে না?

শ্যামা। পিতা ত আমার। তাঁর কথা আমাকেই ভাবতে দিন।

বিদ্যুৎ। সাক্ষী দিতে যাবার সময় তাঁর কথা তুমি এতটুকু কি ভেবেছিলে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। দে এইবার, কি জবাব দিবি দে।

শ্যামা। জবাবটা বাবার কাছেই দেব।

বিদ্যুৎ। তাই দিও! কিন্তু আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে তোমার সাহস হল কি করে?

শ্যামা। আপনি ছাড়া আর সবাই জানে, সাহসের আমার অভাব নেই।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কথাটাও কি ভাল করে বলতে পারিস না?

শ্যামা। যা কখনও পারিনি, আজও তা পারব না।

বিদ্যুৎ। তোমাকে আর কি বলব শ্যামা? তোমার ব্যবহারে আমাদের সবারই মাথা হেঁট হয়েছে।

শ্যামা। আপনার ত মাথা হেঁট হবার কথা নয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আর কিসে মাথা হেঁট হয় শুনি। এত বড় বংশের মেয়ে তুই, আদালতে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিয়ে লোক হাসিয়ে এলি, যার দশ বছর জেল হবার কথা, তোরই জন্যে সে একরকম রেহাই পেয়ে গেল, এর জন্যে তোর এতটুকু লজ্জা নেই ?

শ্যামা। না, নেই। আমি যা করেছি, বারবারই তা করব। তাতে কার স্বার্থ রইল, আর কার স্বার্থ গেল, আমি গ্রাহ্য করি না।

বিদ্যুৎ। শুনছেন আপনার মেয়ের কথা ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমিও বাছা ভাল কাজ করনি। ওরা লাঠি দেখলে ভয়ে আঁতকে ওঠে, ওদের তুমি বন্দুক দেখাতে গেলে কেন ? যতটা রয় সয়, ততটাই ভাল।

[প্রস্থান।

বিদ্যুৎ। শ্যামা,—

শ্যামা। কি বলছেন ?

বিদ্যুৎ। তুমি ত ছেলেমানুষ নও। কিছুই কি তুমি বুঝতে পাচ্ছ না ? এই সব চাষা ভুষো ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে কখনও কথা বলেনি, আজ তারা মাথা উঁচু করে কৈফিয়ৎ চায়। এদের মুখে ভাষা দিয়েছে গোরা, এদের বুকে সাহস দিয়েছে সে ; এরা চলে যেতে চায়, সে-ই এদের যেতে দিচ্ছে না। এত বড় একটা শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তোমায় কুপরামর্শ দিয়েছে কে ?

শ্যামা। আমার শিক্ষা, আমার দেশের শাস্ত্র।

বিদ্যুৎ। রেখে দাও তোমার শাস্ত্র। আমি তোমার এ ব্যবহার অত্যন্ত ঘৃণা করি।

শ্যামা। একথা আপনি বহুবার বলেছেন, আমি আপনাকে শুধু একবারই বলছি শুনুন। আপনার ঘৃণা বা প্রশংসা আমার কাছে সমানই তুচ্ছ।

বিদ্যুৎ। বটে! আচ্ছা। আমি একজন ব্যারিষ্টার, এসব বেয়াদপি আমি বরদাস্ত করব না।

[প্রস্থান।

শ্যামা। ছুপেয়ে জানোয়ার। মাথাটা না ফাটিয়ে নামিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল।

নেপথ্যে কোলাহল—আগুন, আগুন।

জিন্নতের প্রবেশ।

জিন্নৎ। দিদি আছ? দিদি, এই যে; তোমার কাছেই আমি এসেছি দিদি।

শ্যামা। কোথায় আগুন লেগেছে জিন্নৎ?

জিন্নৎ। নহবৎখানায়। সব পুড়ে গেল, যা কিছু ছিল সব পুড়ে গেল। বাবা আর দাদা ঘরে ঘুমিয়েছিল। বাবাকে টেনে বার করেছি; দাদাকে বার করতে পাচ্ছি না। যত আমি ভেতরে যেতে চাই, ততই দরোয়ানরা বাধা দেয়। দরোজা জানালা সব জলছে দিদি। কেউ এক বালতি জলও ঢালছে না। উপায় কর দিদি, উপায় কর।

শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। ও কি উপায় করবে রে? শনি যে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে, এক পা এগুলেই মাথায় লাঠি মারবে। আমার ছেলেটা কোথায় গেল? ভানু, ভানু,—

ভানুর প্রবেশ।

ভানু। দেখলি মা, যা বলেছি সত্যি নয়? এখন কি করব বল্।

শঙ্করী। আমি বলব, তবে তুই করবি? যা ছুটে যা। ঘরের ভেতর লোক আছে। যেমন করে হক, টেনে বার কর্।

জিন্নৎ। না না না, আপনার ছেলে কেন যাবে?

ভানু। কেন যাব? সে কথা এখন বলব না, পরে বলব। আমি তবে আসি মা।

শঙ্করী। দেরী কচ্ছিস্ কেন হতভাগা ছেলে? যা যা, শীগ্গির যা।

শ্যামা। কার ছেলে ভাই তুমি?

ভানু। আমার বাবা আপনাদের নায়েব সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

শ্যামা। তুমি যেও না ভাই, আমি অন্য কাউকে পাঠাচ্ছি।

ভানু। কাউকে পাবেন না। এ আমারই কাজ। বাধা দেবেন না, পথ ছাড়ুন।

জিন্নৎ। থাক ভাই থাক, মরতে হয় চাষার ছেলেই মরুক। তোমরা বেঁচে থাক ভাই।

ভানু। আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে তোমরা এতদিন মরেছ, এবার তোমাদের বাঁচিয়ে রাখতে আমাদের মরার পালা।

[প্রস্থান।

জিন্নৎ। এ আপনি কি করলেন? আমাকে কি আপনারা কেউ শান্তিতে থাকতে দেবেন না? শোন ভাই, শোন।

[প্রস্থান।

শঙ্করী। তুমিই কি আমাদের রাজকন্যা?

শ্যামা। হ্যাঁ। আপনিই কি গোরাবাবুর মা?

শঙ্করী। মা নয়, কাকীমা।

শ্যামা। কাকীমাও ত মা।

শঙ্করী। তুমিও বলছ একথা?

শ্যামা। ছেলেটাকে কেন আপনি এ বিপদের মধ্যে ঠেলে দিলেন? রাজবাড়ীতে কি লোক ছিল না?

শঙ্করী। অনেক ছিল, কিন্তু কেউ এল না।

শ্যামা। মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কেন? সরুন, সর্ব্বস্ব পুড়ে গেল যে।

শঙ্করী। কিছুই পুড়বে না মা। নহবৎখানাটা পুড়ে যাওয়ার দরকার ছিল, ওই অভাগা চাষীদের নিরাশ্রয় করার জন্যে। বন্দুক যা পারেনি, আদালত যা পারেনি, আগুন তাই করে গেল। আর কিছু পুড়বে না। দূরে দাঁড়িয়ে এখন যারা মজা দেখছে, তারাই এর পর বালতি নিয়ে ছুটে যাবে।

শ্যামা। এ আপনি কি বলছেন? এ কি তবে ইচ্ছাকৃত? এমন জঘন্য মনোবৃত্তি কার?

শঙ্করী। শিষ দিয়ে যে সাড়া পায় না, টাকা দেখিয়েও মন পায় না, তার। মেয়েটা ছোটলোক হলে কি হয়, দেখতে যে বড় সুন্দর।

শ্যামা। তাহলে এখন উপায়? কোথায় রাখব আমি এ রূপের খনি? কে দেবে ওকে আশ্রয়?

শঙ্করী। আর কেউ না দেয়, আমিই দেব।

শ্যামা। আপনি দেবেন!

শঙ্করী। তা আর কি করব বল? ছেলে যাকে কুড়িয়ে এনেছে, মা কি তাকে ফেলতে পারে? হতভাগা ছেলে জেল থেকে ফিরে

এসে যদি দেখে তার কুড়িয়ে আনা বোনকে পশুতে ঘায়েল করেছে, তাহলে সে বুক ফেটে মরে যাবে। আর লোকে বলবে, আমিই না খাইয়ে মেরেছি। আমি বাপু সব সইতে পারি, কিন্তু লোকনিন্দা সইতে পারিনে। কি বল? অন্যায় বলছি?

শ্যামা। না না, আপনি গোরার মা, অন্যায় আপনি বলতেও পারেন না, করতেও পারেন না। আমার প্রণাম নিন।

শঙ্করী। কি আর আশীর্ব্বাদ করব মা? ফুলের মত ফুটেছ যদি, দেবতার পায়ে অঞ্জলি হও, অসুরের পায়ে ঝরে পড়ো না।

[প্রস্থানোদ্যত।

দগ্ধ অবসন্ন ভানুর প্রবেশ।

ভানু। মা, মা, কাজ শেষ করেছি মা, কাজ শেষ করেছি। বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি।

শঙ্করী। ভানু,—

শ্যামা। এ তুমি কি করলে ভাই? কি করলে তুমি? এ যে সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে গেছে। ওগো, কে আছ? দেওয়ানজি, ভজন সিং, ডাক্তার, ডাক্তার।

ভানু। ডাক্তারে কি করবে দিদি? এ প্রকৃতির প্রতিশোধ। নহবৎখানায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন আমার বাবা।

শ্যামা। ওঃ—এও কি সম্ভব?

শঙ্করী। ওদের পক্ষে সবই সম্ভব মা। বাপের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ছেলেকেই করতে হয়। তাই ওকেই আমি এ বিপদের মুখে পাঠিয়েছিলাম। দুঃখ করো না মা।

ভানু। সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছে মা। আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি না। দেখতেও কিছু পাচ্ছি না। আমার চোখদুটো বুঝি পুড়ে গেল মা।

আমায় ধর, বাবার কাছে চল্ মা, বাবার কাছে চল্। আমি তাকে দেখিয়ে যাব তার নিজের হাতে গড়া মহিমার তাজমহল। উঃ—

শঙ্করী। তাই চল্ ভাস্থ, দেখি পাষাণ ফেটে ঝরণা বেরোয় কি না।

ভাস্থ। চেয়ে দেখ্ত মা, আগুন কি নিভে গেছে।

শ্যামা। নিভে গেছে ভাই। নহবৎখানা ছাই হয়েছে, আগুনও নিভে গেছে। তুমি ঠিক বলেছিলে মা, এ মানুষের গড়া বিপর্যয়। কিন্তু সে মানুষটি কে? আমি তাকে নিশ্চয়ই খুঁজে বার করব। সবাই তাকে ক্ষমা করলেও আমি ক্ষমা করব না।

[প্রস্থান।

জিন্নতের প্রবেশ।

জিন্নৎ। এ তুমি কি করলে ভাই? আমরা গরীব চাষাভূষো, মরবার জন্যেই আমরা জন্মেছি, কেন আমাদের জন্যে তুমি প্রাণ দিলে ভাই?

ভাস্থ। তুমি যে আমার দাদার বোন। আমারও বোন তুমি। তোমার ভাই আমারও ভাই।

জিন্নৎ। ভাই—

ভাস্থ। কেঁদো না। মরার আমার প্রয়োজন ছিল। যারা মানুষকে মনে করে পোকা মাকড়, দুহাত ভরে যারা শুধু নিয়েছে দেয়নি কিছুই, তাদের সঙ্গে আপোস করো না।
ওই যে কবি গাইছে—,

"পোহায় রজনী জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

[জিন্নৎ ও শঙ্করীর সাহায্যে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

জেলারের বাসা।

গোরা ও হর্দ্দমের প্রবেশ।

হর্দ্দম। এই, ও—

গোরা। কি ও?

হর্দ্দম। কচ্ছিস কি তুই?

গোরা। প্রাণে ফূর্ত্তি জাগল, তাই গান গাইছি।

হর্দ্দম। ফূর্ত্তি! জেলে এয়েছ ফূর্ত্তি করতে?

গোরা। নয় ত কি বাবা? পয়সা খরচা করে কিছু লেখা পড়া শিখেছিলুম। কিন্তু রাশি রাশি কেতাব পড়েও এত জ্ঞান ত কখনও হয়নি যা এ কদিনে হল! কি আলেখি কাণ্ড বাবা। গাড়ী গাড়ী মাংস আসছে, টন টন দুধ আসছে, কত কম্বল কত ওষুধ কত জামা কাপড়ের আমদানি হচ্ছে, অথচ যাদের জন্যে আসছে, তারা কেউ পায় না। মাছ মাংস ছুটে পালায়, দুধ উড়ে যায়, জামা কাপড় হামাগুড়ি দিয়ে অফিস-ষাঁড়দের বাড়ীতে গিয়ে ওঠে!

হর্দ্দম। জেলার বাবু একথা শুনলে তোর পিঠের ছাল তুলে নেবে।

গোরা। কেন বাবা খাঁয়ের পো, বেশ ত স্তব গান কচ্ছি। দেখি একটা বিড়ি ফিড়ি ছাড়।

হর্দ্দম। বিড়ি খাবে? ভাল করে খাইয়ে দেব।

গোরা। কেন বাপ? জেলে ত কিছু বাদ নেই দেখছি। বিড়ি তামাক মদ জেনানা, পয়সা ছাড়লে সবই ত মেলে দেখছি।

আইন কানুন শুধু আমাদের মত ছিঁচকে কয়েদীদের জন্যে। তুমি বছরে তিনবার করে আস, তুমি ত আমাদের নবাব। এবার যখন আসব, কিছু পয়সা নিয়ে আসব, কি বল? তুমি এবার ক বছরের জন্যে এলে গো?

হর্দ্দম। সে খোঁজে তোর দরকার কি? এয়েছিস্ ত এক মাসের জন্যে। এসব ছ্যাঁচরা কয়েদীর সঙ্গে আমরা কথাও কই নে। কি করব, সুপুরি ঠনঠন বাবু পাঠিয়ে দিলে। বলে, জেলার বাবুর বাসায় নতুন কয়েদীটা কি কচ্ছে দেখে আয়।

গোরা। এসেছ বেশ করেছ। তোমাকে দেখলে যে প্রাণে কি শান্তি হয়, তা আর কি বলব? কেবলি মনে হয়, তোমাকে যেন এলোকেশীর বন্ধার সময় একবার দেখেছিলুম।

হর্দ্দম। ওরে ব্যাটা, তুইই সেই?

গোরা। হেঃ-হেঃ-হেঃ, তাহলে আমায় চিনতে পেরেছ? সেই যে তুমি মেয়েটার হাত ধরেছিলে, সে এখন তোমার জন্যে পাগল।

হর্দ্দম। পাগল! তুমি বলছ কি?

গোরা। বেরিয়ে গিয়ে দেখ না। তোমার নাম ত হর্দ্দম খাঁ? কদম আলির ভাই ত তুমি?

হর্দ্দম। তাতে হয়েছে কি?

গোরা। হবে আবার কি? কদম আলি তাকে নিকে করতে চায়। সে কি বলেছে জান? নিকে করতে হয়, আমি হর্দ্দম খাঁকেই করব।

হর্দ্দম। এই কথা বলেছে?

গোরা। একবার? দশবার বলেছে। কিন্তু তুমি যে এদিকে গোলমাল করে বসলে। কদিনের জন্যে এসেছ?

হর্দ্দম। বেশী নয়, মোটে দু বছর।

গোরা। মোটে? এ ত দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে। তারপরই তুমি জেনে রেখো, জিন্নৎকে তুমি পেয়ে গেছ হর্দ্দম খাঁ। আচ্ছা, তোমার এমন একটা নাম হল কেন? তুমি কি হরদম খাও না কি?

হর্দ্দম। কে বলেছে?

গোরা। জেলার সাহেব বলছিল। বলে,—"ও ব্যাটা না খেয়ে এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারে না। ইঁট কাঠ কয়লা যা পায়, তাই খায়। ওর বাপ ছিল ডোম আর মা সাঁওতাল।"

হর্দ্দম। বিলকুল ঝুট। ও ব্যাটা নিজে কি, আমি জানি না বাগ্দী, বাগ্দী। ওই যে মেম সাহেব বিনুনী ঝুলিয়ে ফটাস ফটাস করে দালানে পায়চারী করে, ও কার মেয়ে জান? ধোপার মেয়ে।

গোরা। বল কি হর্দ্দম খাঁ? ধোপার মেয়ে আমাকে দিয়ে কাপড় কাঁচিয়ে নিতে চায়?

হর্দ্দম। তুমি কেচো না, কি কাঁচকেলা করবে তোমার?

গোরা। যদি মারে?

হর্দ্দম। তুমি আইন দেখিয়ে দেবে। গরমিনের কড়া হুকুম, কোন অফিসারের বাসায় কয়েদী নিয়ে খাটাতে পারবে না।

গোরা। ভাগ্যিস্ তুমি বললে। নইলে ত আমি কাপড় কেচে বসে থাকতুম।

হর্দ্দম। এই নাও, বিড়ি খাও। [বিড়ি দিয়া ধরাইয়া দিল]

গোরা। দেখ ভাই হর্দ্দম, আমি ত আজ আছি, কাল নেই। যাবার আগে ভাই তোমার জন্যে বড় কান্না পাচ্ছে ভাই।

হর্দ্দম। আমারও পাচ্ছে।

গোরা। আবার মাঝে মাঝে আসব আমি।

হর্দ্দম। তা আসবে বই কি? এখানকার স্বোয়াদ একবার যে পেয়েছে, তাকে ফের আসতে হবে।

গোরা। আচ্ছা, এই যে সব মালপত্তর চুরি যায়, এসব যায় কোথায়?

হর্দ্দম। আর বল কেন? ডাক্তার দু আনা, সুপুরি ঠনঠন চার আনা, ওয়াড়ার এক আনা, জেলার ছ আনা আর বাকি সব পুলিশ জমাদার ফমাদাররা পায়। আজই ত এক গাড়ী ছিট কাপড় বখরা হয়েছে।

গোরা। কই, জেলার সাহেবের বাসায় ত আসেনি।

হর্দ্দম। তোমাকে দেখিয়ে আসবে না কি? খিড়কির দরোজা দিয়ে কিছু এসে গোয়ালঘরের মেজের নীচে জমা হয়েছে, আর বাকিটা চলে গেছে গিরিধারী ল'ল বাটপাড়িয়ার গুদামে।

গোরা। সে আবার কোথায়?

হর্দ্দম। বনগাঁর কাছে একটা বাগান বাড়ীতে মাটির তলায়।

গোরা। হুঁ, আচ্ছা। তোমার সঙ্গে ত ভাই আবার কখন দেখা হবে ঠিক নেই। আমি তাহলে জেল থেকে বেরিয়ে জিন্নৎকে কি বলব?

হর্দ্দম। হেঃ হেঃ হেঃ। বলবে যে আমি রাজি আছি; খালাস পেয়েই গিয়ে তাকে নিকে করব।

গোরা। কিন্তু কদম আলি যদি তোমাকে খুন করে ফেলে?

হর্দ্দম। তাহলে আমিও তাকে খুন করব।

জেলারের প্রবেশ।

জেলার। হয়েছে কাপড় কাচা?

হর্দ্দম। দেখুন হুজুর, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। মেমসাহেব মোটে কুড়িখানা কাপড় আর চারটে বিছানার চাদর কাচতে দিয়েছে। সব পড়ে আছে, আর ও এসে এখানে দাঁড়িয়ে গান গাইছে।

জেলার। এই ব্যাটাচ্ছেলে,—

গোরা। গাল দেন কেন হুজুর? ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখেননি?

জেলার। কি বললি?

হর্দ্দম। ঘা কতক দিয়ে দিন না। ব্যাটা দুচার দিন বাদে চলে যাবে। যাবার সময় গায়ে বেশ করে দাগ কেটে দিন। হতভাগা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি? এ কি তোর বামুন কায়েত জেলার যে মায়া করে বেত মারবে? এ হচ্ছে বাগ্দী জেলার।

জেলার। চুপ কর বদমায়েস।

হর্দ্দম। চুপ করব কি হুজুর। রাগে আমার গা জ্বলছে। ব্যাটা বলে কি না ধোপানীর কাপড় আমি কাচব না; আমার কাপড় সে কাচুক।

জেলার। থাম্ ব্যাটা। এই শূয়ার,—

গোরা। ভদ্রভাবে কথা কও।

জেলার। ব্যাটা কয়েদী ভদ্র হয়েছে।

হর্দ্দম। তাও পুরণো কয়েদী নয়।

গোরা। চুরিও করিনি, ডাকাতিও করিনি। যে জন্যে আমাকে জেলে আসতে হয়েছে, আমি তা বরাবরই করব, তাতে আমার লজ্জা নেই। কিন্তু তোমরা যারা আমাদের পিঠে বেত মারছ,

একবার নিজেদের বুকে হাত দিয়ে বল দেখি কোন্ জেল তোমাদের উপযুক্ত।

জেলার। কি বললি?

গোরা। জবাব দাও জেলার, কারা খায় কয়েদীদের দুধ মাছ মাংস, কারা চুরি করে তাদের বরাদ্দ জামা কাপড় কম্বল, কারা পাচার করে বাক্স বাক্স গাঁটি ওষুধ?

জেলার। জবাব দেব?

হর্দ্দম। ডাণ্ডা দিয়ে জবাব দিন হুজুর।

গোরা। এমনি করেই ডাণ্ডা মেরে তোমরা মুখর কয়েদীদের ঠাণ্ডা করে দাও। কিন্তু আমি সে জাতের কয়েদী নই। মুখ বুজে অন্যায় সইতে আমার জন্ম হয়নি। আমায় একটা চড় মারলে আমি দেব দুটো, আর একটা দেব সুদ।

জেলার। কাপড় কাচিসনি কেন শূয়ার?

গোরা। কেন কাচব শূয়ার? আমি সরকারের কয়েদী। তোমার পেত্নীর কয়েদী নই।

জেলার। উল্লুক বলে কি রে হর্দ্দম?

গোরা। উল্লুক তুমি। আবার যদি গাল দাও, তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। সরকার তোমাকে মাইনে দেয় না? চাকর রাখবার পয়সা জোটে না? না জোটে তোমার বউয়ের কাপড় তুমি কাচবে, আমি কাচব কেন?

জেলার। তবে রে রাস্কেল,—

[গোরাকে লাথি মারিতে উদ্যত হইল, গোরা তাহাকে ফেলিয়া দিয়া বেদম প্রহার করিল]

হর্দ্দম। এই এই বাগ্দী সাহেবকে মেরে ফেললে, সাহেবকে লাথি মেরে মেরে ফেললে। এই ভেঁপু সিং, পাগলা ঘন্টি লাগাও। যা ব্যাটা যা, দেখবি এখন মজা।

গোরা। মজাটা আমিই দেখাচ্ছি। আজ থেকে আমি তোমার বারান্দায় অনশন করে রইলুম, স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট না আসা পর্য্যন্ত আমি উঠব না। দেখি তোমাদের দাঁত ভাঙ্গতে পারি কি না।

[প্রস্থান।

হর্দ্দম। উঠুন সাহেব, বড্ড লেগেছে কি? এত রক্ত কিসের? এঃ, একটা দাঁত ভেঙ্গে গেছে যে।

জেলার। ব্যাটা ইতর, গুণ্ডাটাকে তুই জাপটে ধরতে পারলি নে?

হর্দ্দম। আপনি যে হুকুম দিলেন না হুজুর।

জেলার। আমি হুকুম দেব, তবে তুই ধরবি শূয়ার? আমি তোকে টিকটিকিতে তুলব।

হর্দ্দম। ম্যাজিষ্টর এলে যে আপনাকে গিরগিটিতে তুলবে হুজুর। ইস্, এমন করে মেরেছে? লাথির চোটে দাঁত ভেঙ্গে গেল?

জেলার। লাথি নয়, ঘুষি।

হর্দ্দম। মুখে যে পায়ের দাগ রয়েছে হুজুর। [জেলার রুমালে মুখ মুছিল] এই ভেপুসিং, পাগলা ঘন্টি লাগাও। লাথি মেরে হুজুরের দাঁত ভেঙ্গেছে।

জেলার। আবার লাথি! বেরো শূয়ার।

হর্দ্দম। এই, পাগলা ঘন্টি। হুজুরকে লাথি—

জেলার। ধেৎ, খালি লাথি লাথি করছে। তোর দফাও আজ রফা করব। [প্রস্থান।

হর্দ্দম। কাঁচকলা করবি। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজবাড়ী।

অগ্নিবরণের প্রবেশ।

অগ্নিবরণ। সব অকর্ম্মার ধাড়ি। যেমন আমলাগুলো, তেমনি সব উকিল মোক্তার। এত টাকা মামলায় খরচ করে শুধু এক মাসের জেল, তাও দাঙ্গার জন্যে নয়! একমাস ত দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে। তারপর এসে আবার গ্রামটাকে জ্বালাবে। কে?

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন। আমি সরকার।

অগ্নিবরণ। কি খবর এনেছ?

গোবর্দ্ধন। আমি এখন কি করব রাজা বাহাদুর? সিদ্ধেশ্বরকে ভগবান্ মেরেছেন, তার ভাইপো হয়ত তাকে ক্ষমা করবে। চূড়ামণি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তার গায়েও হয়ত সে হাত তুলবে না। কিন্তু আমাকে ত ছেড়ে কথা কইবে না। সে যে ফিরে এসে আমায় মেরে ফেলবে:

অগ্নিবরণ। মেরে ফেলে মরবে।

গোবর্দ্ধন। মরব?

অগ্নিবরণ। অত ভয় থাকলে দেওয়ানি করতে এসেছ কেন? আর মামলাই বা বাধিয়েছিলে কেন?

গোবর্দ্ধন। আপনি ত সব জানেন। উকিল বাবুরা বললেন,— তিনটে মামলায় ওর ন বছর জেল হবে।

অগ্নিবরণ। এখন তারা কি বলে?

গোবর্দ্ধন। বলেন আপীল,—

অগ্নিবরণ। হবে না আপীল। নহবৎখানায় আগুন দিয়েছিল কে বলতে পার?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে না।

অগ্নিবরণ। কোথায় ছিলে তোমরা সব? এতগুলো আমলা চারিদিকে গিসগিস কচ্ছে, তার মধ্যে বাইরে থেকে একটা লোক এসে আমার নহবৎখানায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল? করে এত বড় সাহস? গোরা ত আর বাইরে নেই?

গোবর্দ্ধন। গোরা না থাকলেও তার অসংখ্য চ্যালা আছে। আমার মনে হয়, এ ওই আদমের কাজ।

বিদ্যুতের প্রবেশ।

বিদ্যুৎ। মনে হয় কি বলছেন মশায়? আমি তাকে অন্ধকারে রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি।

অগ্নিবরণ। দেখেও তাকে হাতে নাতে ধরতে পারলে না?

বিদ্যুৎ। আমি ভেবেছিলাম, শ্যামা তাকে পাঠিয়েছে।

অগ্নিবরণ। সে পাঠাবে কেন?

বিদ্যুৎ। গোরার খবর নেবার জন্তে।

অগ্নিবরণ। তুমি অনেক কথাই ভাব যা না ভাবাই উচিত।

বিদ্যুৎ। রাজা বাহাদুরের মেয়ে যে আদালতে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিতে পারে, এ কথা আপনিই কি ভাবতে পেরেছিলেন?

অগ্নিবরণ। তা পারিনি সত্য। কিন্তু একটা ব্যারিষ্টার যে যার তার হাতে মার খেয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে পিঠের ঘা দেখাতে পারে, এও আমি ভাবতে পারিনি।

বিদ্যুৎ। এসব আপনি কি বলছেন?

অগ্নিবরণ। তুমি পরের ছেলে, তোমাকে বলবার আমার কিছুই নেই বিদ্যুৎ। আমি আমার দেওয়ানকে জিজ্ঞেস্ কচ্ছি, আমিই না হয় বাড়ী ছিলাম না, তোমরা ত ছিলে। তোমাদের চোখের উপর আমার নহবৎখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেল, আর তোমরা চেয়ে চেয়ে দেখলে?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে বিদ্যুৎ বাবাজি বললেন—

বিদ্যুৎ। আমি বললাম? বলেন কি আপনি? আমি ত তখন কাছেই ছিলাম না। আমি থাকলে কি একটা মানুষ এমনি করে মরে যেত?

অগ্নিবরণ। কে মরেছে?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে সিদ্ধেশ্বরের ছেলে ভাদু।

অগ্নিবরণ। সিদ্ধেশ্বরের ছেলে! সে এখানে এল কি করে?

বিদ্যুৎ। বোধহয় আদমকে উদ্ধার করতে এসেছিল।

অগ্নিবরণ। তুমি কাছে ছিলে না, অথচ সবই জান দেখছি।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। হুজুর,—

অগ্নিবরণ। এতগুলো লোকের চোখের সামনে আমার তিনপুরুষের নহবৎখানা পুড়ে গেল, তারপরই অগ্নিদেব নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করলেন? এর অর্থ কি? সিদ্ধেশ্বর, কে মেরেছে তোমার ছেলেকে?

সিদ্ধেশ্বর। ওই সিরাজের ব্যাটা আদম আর তার বোন। নহবৎখানা যখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল, তখন আদম আর জিন্নৎকে টেনে বার করবার জন্যে—

গোবর্দ্ধন। ভাদু নহবৎখানায় ঢুকেছিল।

বিদ্যুৎ। তারপর কি?

সিদ্ধেশ্বর। তারপর ওরা নির্ব্বিঘ্নে বেরিয়ে এল, আর বাইরে থেকে শেকল তুলে দিলে, ভাদু আর বেরুতে পারলে না।

গোবর্দ্ধন। অনেকক্ষণ পরে আমি গিয়ে শেকল খুলে দিই, তবে সে বেরিয়ে আসে। কিন্তু তখন প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে।

অগ্নিবরণ। কোথায় সে শয়তানের দল?

সিদ্ধেশ্বর। আমার বাড়ীতে হুজুর।

অগ্নিবরণ। তোমার বাড়ীতে!

বিদ্যুৎ। বের করে দিন, বের করে দিন, বিশেষ করে ওই মেয়েটাকে।

সিদ্ধেশ্বর। তারা যদি বা যেত, আমার ব্রাহ্মণী যেতে দেবে না।

গোবর্দ্ধন। তোমার ব্রাহ্মণীকে খুন করে ভাসিয়ে দাও। আমি সিরাজ আর আদমকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। বলে দিয়েছি, না আসতে চাইলে পিঠমোড়া করে বেঁধে নিয়ে আসবে।

বিদ্যুৎ। আমি যাচ্ছি। মেয়েটাকে আমি লাথি মেরে রাস্তায় নামিয়ে দেব। সব চেয়ে বড় শয়তান ওই মেয়েটা। ওকে যদি আমি সায়েস্তা করতে না পারি, বৃথাই আমি ব্যারিষ্টার।

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। তুমিও যাও দেওয়ান। বাঙ্গাল বিড়িওয়ালা ছোকরাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে নিয়ে এস। এই ছোকরা গোরার চেয়েও সাংঘাতিক।

সিদ্ধেশ্বর। আপনি ঠিকই বলেছেন রাজা বাহাদুর! ওর জ্বালায় কোন ভদ্রলোক আর এখানে বাস করতে পারবে না। যেখানে যত

গোলমাল সেখানেই ওকে দেখতে পাবেন। ওদের দলবল যে কোথায় কখন লুকিয়ে থাকে, কেউ জানেনা। কার যে কখন মাথায় বাড়ি দেবে, কিছু ঠিক নেই হুজুর। কাল রাত্রে বিপিন ডাক্তারের ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়েছে।

অগ্নিবরণ। কেন?

গোবর্দ্ধন। ওষুধে ভেজাল দিয়েছিল বলে। তেলের দাম বেশী নিয়েছিল বলে নিখিল কুণ্ডুর দোকানঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। সরসী কামারের ছেলেটাকে এমন মার মেরেছে যে আর সে উঠবে কি না সন্দেহ।

অগ্নিবরণ। কারণ কি?

গোবর্দ্ধন। কোন্ চাঁড়ালের মেয়েকে দেখে সে নাকি কি বলেছিল।

সিদ্ধেশ্বর। সবাই খাজনা বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। যার কাছে যাই, সেই বলে গোরাবাবুর হুকুম না পেলে দেব না। বিড়িওয়ালাই এখন ওদের দলপতি।

গোবর্দ্ধন। আমার উপরই তার বেশী রাগ হুজুর। আর আমি অপেক্ষা করব না, বেলাবেলি বাড়ী যাই। দুর্গা দুর্গা।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। হুজুর,—

অগ্নিবরণ। থানায় জানিয়েছ?

সিদ্ধেশ্বর। থানায় যাচ্ছিলুম হুজুর। দেখি থানার ফটকে বিড়িওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই বললে,—"ডাইরি করলে তোমারে খাইয়া ফালামু।" আমি এখন কি করব? ঘরে গেলে গিন্নি কথা কয় না, বাইরে বেরুলে সবাই থুথু দেয়, রাজবাড়ী

আসতে যেতে বিড়িওয়ালা দোকান থেকে খ্যাক খ্যাক করে কাশে। গোরা ফিরে এলে হয়ত আমায় মাটিতে পুতে ফেলবে। আমার ছেলে গেল, মান ইজ্জৎ গেল, জাতধর্ম্মও রসাতলে গেল হুজুর।

চূড়ামণির প্রবেশ।

চূড়ামণি। কিচ্ছু যাবে না সিধু। আমি তোমার নামে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কচ্ছি। দেখ না কি হয়।

সিদ্ধেশ্বর। শান্তিস্বস্ত্যয়ন ত আপনি আর একবারও করেছিলেন, তবু ত আমার ছেলে মরে গেল।

চূড়ামণি। তা ত যাবেই। তুমি যে দেবতাকে ঠকিয়েছ। ন সিকেয় কি শান্তিস্বস্ত্যয়ন হয়? দেবতা রুষ্ট হয়েছেন, গ্রহগণ কুপিত হয়েছেন, বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। চল বাড়ী চল, চল্লিশটি টাকা দিলে আমি সব দোষ কাটিয়ে দেব। তোমার ছেলে মরেছে, গৃহিণীও মরবে, বাড়ীঘর হয়ত সবই যাবে; কিন্তু তুমি বেঁচে থাকবে সিধু, যম তোমাকে স্পর্শও করবে না। অন্ধ খঞ্জ উন্মাদ হয়েও তুমি একশো আট বছর বেঁচে যাবে। এর জন্যে তোমায় কিচ্ছু করতে হবে না, শুধু টাকা ছাড়বে।

সিদ্ধেশ্বর। যাও ঠাকুর যাও। করতে পার না কিছু, শুধু টাকা খেতে জান। তোমাকে যে বিশ্বাস করে, সে শালা।

[প্রস্থান।

চূড়ামণি। কথাটা শুনলেন হুজুর? আমি ওকে অভিশাপ দেব।

অগ্নিবরণ। থাক ঠাকুর, থাক। তোমার অভিশাপও ফলে না, শান্তিস্বস্ত্যয়নেও কাজ হয় না।

চূড়ামণি। হুজুর বুঝি রহস্য কচ্ছেন?

অগ্নিবরণ। নিজের জন্যে শান্তি স্বস্ত্যয়ন কর গে যাও। গোরা এসে তোমাকেই আগে পুতে ফেলবে।

চূড়ামণি। গোরার হয়ে গেছে হুজুর।

চণ্ডীপালের প্রবেশ।

চণ্ডী। হবে না? একে মা দুর্গার অপমান, তার উপর আমার ঘরে ডাকাতি!

অগ্নিবরণ। ডাকাতি!

চণ্ডী। তবে আর বলছি কি রাজা বাহাদুর? বন্ধকী গহনা শুদ্ধ লোহার সিন্ধুক তুলে নিয়ে গেছে, আর আমার জন্যে রেখে গেছে একটা জুতোর মালা। হয়েছেও তেমনি।

অগ্নিবরণ। কি হয়েছে?

চূড়ামণি। আবার এর চেয়ে বেশী কি হবে?

অগ্নিবরণ। এবার বুঝবে কত ধানে কত চাল।

চণ্ডী। এ যে হতেই হবে ঠাকুর মশায়। দেবীর অপমান! তার উপর আমি দেবী প্রতিমা গড়ি, আমার ঘরে ডাকাতি! দেবী আমায় স্বপ্ন দিয়েছেন,—আমি ওর দশ বছর জেল দিয়ে দেব।

চূড়ামণি। তোমায় ত স্বপ্ন দিয়েছেন। আমি যে এদিকে রাজা-বাহাদুরের কল্যাণে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করেছি, সে খবর রাখ? এ যে হবে, এ আমি জানতুম।

চণ্ডী। আমি তার আগেই জানতুম।

চূড়ামণি। বাজে কথা বলো না পালের পো।

চণ্ডী। বাজে কথা আপনিই ত বলছেন।

চূড়ামণি। ভস্ম করে ছেড়ে দেব জান?

চণ্ডী। আমি দেবীকে স্বপ্ন দেখব জানেন?

অগ্নিবরণ। থামো। এটা রাজবাড়ী, শুঁড়ির দোকান নয়। কি বলতে এসেছ বল।

চূড়ামণি। আজ্ঞে গোরার ফাঁসী।

চণ্ডী। ফাঁসী নয়, দ্বীপান্তর।

চূড়ামণি। তুমি আমার চেয়ে বেশী জান?

চণ্ডী। নিশ্চয়ই জানি। এ আমার খুড়তুত সম্বন্ধীর নিজের মুখের কথা।

চূড়ামণি। আমারও পিসতুত ভাইয়ের ভায়রা ভাইয়ের মুখের বাণী।

অগ্নিবরণ। কি করেছে গোরা?

চূড়ামণি। জেলারকে খুন করে ফেলেছে।

চণ্ডী। শুধু জেলারকে নয়, জমাদারকেও।

চূড়ামণি। হাঃ হাঃ হাঃ।

চণ্ডী। হেঃ হেঃ হেঃ।

[উভয়ের প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। খাজনা দেবে না কেউ? বেঁধে এনে চাবুক মারব। হাত দুটো কি অবশ হয়ে গেল? নায়েব গোমস্তা পাইক পেয়াদা সবাই কি ক্লীব হয়ে গেল? চাষার এখনও আটচালায় তেমনি নরক গুলজার করে বসে আছে। পুলিশ হটে গেল; জেলার হাকিম পর্য্যন্ত হার মেনে গেল। গোরার হুকুম ছাড়া কেউ এক পা নড়বে না। গোরার যদি সত্যিই ফাঁসী হয়,—

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ। তাইলে সূয্যি আর উঠব না।

অগ্নিবরণ। তুই না সেই বাঙ্গাল বিড়িওয়ালা?

বিনোদ।' আইজ্ঞা হ।

অগ্নিবরণ। তোকে বারবার ডেকে পাঠিয়েছি। আসিসনি কেন?

বিনোদ। ডাকেন ক্যান্? আমি ত আপনার চাকর না।

অগ্নিবরণ। আমার নহবৎখানায় আগুন দিয়েছে কে?

বিনোদ। ভাউঙ্খ্যার বাপে।

অগ্নিবরণ। মিছে কথা বলিসনি।

বিনোদ। কার ডরে মিছা কথা কমু মশয়? আমি ঢাকার পোলা শাখারী টোলার বিনোদ; কত হালা কুট্টিরে কিলাইয়া সিধা করছি। কোন হালারে আমি ভয় করি না। ভয় করি খালি গোরাদারে।

অগ্নিবরণ। গোরা তোর কে?

বিনোদ। আমার বাই, আপনার বাই, হগল হালারই বাই। ট্যার পান না কিছু? স্থাশের কি ছিরি করছিলেন আপনারা, আর এহন কি হইছে!

অগ্নিবরণ। তুই ব্যাটা পদ্মাপারের লোক, আমাদের কথায় তোর কাজ কি?

বিনোদ। কর্ত্তা, আমার বাপে কইত, যেহানে তেরাত্তির থাকবি, সেই হালা তোর ঘর। তিন বচ্ছর এহানে বিরির দোকান করছি, ছাতাও পাই না, হালারা ধার খাইয়াই আমারে শ্যাষ কইর‍্যা দিল। কিন্তু যাইতেও পারি না। হালার পাখী পাখরা আমারে

চিনে, পথ আমারে ডাহে, বিহানে উঠলে পারার ছ্যামরা ছেমরীরা কেও কয় দাদা, কেও কয় কাহা, ফাল দিয়া ফাল দিয়া কান্দে ওঠবার চায়। মনে মনে কই, স্বগ্‌গ ত এই মাডিতে।

অগ্নিবরণ। স্বর্গটা ভাল করে তোমায় ভোগ করাব বদমায়েস।

বিনোদ। হুজুর ত ভদ্রলোকের ছাওয়াল। কথাবার্ত্তা কিন্তু চারালের মত।

অগ্নিবরণ। চোপরাও পাজি শয়তান। যার জোরে তোর এত লম্ফ ঝম্ফ, তার ফাঁসী হবে জানিস?

বিনোদ। হইয়া গেছে করতা। ম্যাজিষ্টর সাহেব হুকুম দিছে জেলারের তদন্ত করতে। বস্তা বস্তা কাপড় চুরি ধরা পড়ছে। এ দিন আপনারও আসবে হুজুর। প্রজাগো টাহা নিয়া আপনি প্যাট পূজা করছেন, আর এলোকেশী তাগো ঘর বারী ভাসাইয়া নিছে। তারা আপনারও দাত ভাঙ্গব। জানেন হুজুর? শাস্ত্রে ল্যাখছে,—পাপে ছারে না বাপেরে। নমস্কার হুজুর, নমস্কার।

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। এ হল কি? রাজা কি আমি না গোরা?

আদমের প্রবেশ।

আদম। এসব কি রাজা বাহাদুর? আপনার বাড়ী ত আমরা ছেড়ে চলে গেছি। তবে কেন আবার আপনার পেয়াদা আমাদের উপর জুলুম করবে? আপনার দেওয়ান কেন আবার আমার বোনকে কটু কথা বলবে? আপনার ওই কুত্তা জামাইটাই বা কেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিষ দেবে?

অগ্নিবরণ। কি বললি?

সিরাজের প্রবেশ।

সিরাজ। যেতে দিন হুজুর। এ ব্যাটা পাগল। চলে আয় হারামজাদা। রাজা বাহাদুরের সঙ্গে তর্ক? মুখ খসে যাবে তোর।

আদম। যাক্, তবু এ বেয়াদপি আর আমরা সইব না। জবাব দিন রাজা বাহাদুর।

অগ্নিবরণ। তুই জবাব দে বদমায়েস, সিদ্ধেশ্বরের ছেলেকে মেরেছে কে?

আদম। মেরেছেন আপনি।

অগ্নিবরণ। কি বললি কুকুরের বাচ্চা?

আদম। গাল দেন কেন হুজুর। ভদ্রলোকের ছেলে ত গাল দেয় না। আপনি কি ভদ্রলোকের ছেলে নন?

অগ্নিবরণ। কি? [পিস্তল বাহির করিলেন]

সিরাজ। ক্ষ্যামা দেন হুজুর, ক্ষ্যামা দেন। চাষার ছেলে, লেখাপড়া শেখাতে পারিনি, কথাবার্ত্তা কইতে জানে না। মারবেন না হুজুর। আমরা এ দেশ ছেড়েই চলে যাচ্ছি। চল ব্যাটা, চল্।

আদম। না, কেন যাব? ওঁরই জন্যে আমাদের ঘর বাড়ী গেছে। আমাদের প্রত্যেকের ঘর ওঁকে তুলে দিতে হবে। গোরাদা বলেছে শোননি? প্রজার জন্যেই রাজা, রাজার জন্যে প্রজা নয়। রাজার ছেলের পৈতে, মেয়ের বিয়ে, নাতির অন্নপ্রাশনে আমরা ত নজর দিতে কসুর করিনি। তবে আমাদের বিপদে রাজা কেন হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে? আমরা ওঁকে কাণ ধরে টেনে নামিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেব।

অগ্নিবরণ। তার আগে তোকে আমি কবরে পাঠিয়ে দেব। [গুলি করিলেন; আদম পড়িয়া গেল]

সিরাজ। মেরে ফেললেন হুজুর? জোয়ান ছাওয়াল তারে মেরে ফেললেন? ওরে আদম, ওরে বাপজান। [পুত্রের আহত দেহের উপর পতন]

অগ্নিবরণ। তুইও ওর সঙ্গে যা। [সিরাজকে পদাঘাত করিয়া প্রস্থানোদ্যোগ]

গোরার প্রবেশ।

গোরা। আমি এসেছি হুজুর।

অগ্নিবরণ। গোরা!

গোরা। ফাঁসীতে আমি ঝুলিনি, প্লাবনে আমি ভেসে যাইনি, আগুনেও পুড়ে মরিনি। আমি একা নই, আমি বহু; আমি নির্জীব নই, আমি দুর্জ্জয় অপরাজেয়। লক্ষ লক্ষ দীন আর্ত্ত বঞ্চিতের হাহাকারের বাণীমূর্ত্তি আমি। জবাব দাও, জবাব দাও ধনি, কেন গরীবেরা তোমাদের পায়ের তলায় দিনের পর দিন এমনি করে পিপালিকার মত মরে? কেন তোমরা ঘুমুবে সোনার খাটে আকাশচুম্বী প্রাসাদে, আর আমরা শুয়ে থাকব নর্দ্দমার ধারে ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে? [পিস্তল কুড়াইয়া লইয়া অগ্নিবরণকে তাক করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।]

আদম। বাপজান!

সিরাজ। আদম, ওরে আদম, কেন আমি এখানে এসেছিলুম?

আদম। আমায় ধর বাপজান। এ বাড়ীতে আমি মরব না। গোরাদা যা বলে, তাই করো। যতদিন বেঁচে থাকবে, রাজার কসুর তোমরা মাপ করো না।

[সিরাজের সাহায্যে প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিদ্ধেশ্বরের বহির্বাটী।

গীতকণ্ঠে জয়দেবের প্রবেশ।

[জিন্নৎ সাশ্রুনয়নে আসিয়া দাঁড়াইল।]

জয়দেব। গীত :

জীবন হতে মরণ ভালো, দেশের আশীষ যদি পাই,
মরব আমি হাসিমুখে দুঃখের মুখে দিয়ে ছাই।
জীবন শুধু ব্যথায় ভরা,
দুঃখভবন বসুন্ধরা,
বক্ষ শোণিত ঢেলে যেন দেশের বুকে ফুল ফুটাই।

জিন্নৎ। ফুল কি সত্যই ফুটেছে জয়দেব?

জয়দেব। ফুটেছে বইকি দিদি। দেখতে পাচ্ছ না, দেশ জুড়ে আজ কি শান্তির হাওয়া বইছে। চোর আর চুরি করে না, গুণ্ডা আর সুযোগ খোঁজে না, বামুনেরা বামনাই ভুলে গেছে। সবাই একসঙ্গে রুখে দাঁড়িয়ে বলছে, এ অন্যায় আর আমরা সইব না। কেঁদো না দিদি, কেঁদো না। তোমার একটা ভাই মরেছে, কিন্তু হাজার হাজার ভাই রাজার অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছে। দুঃখ করো না; আনন্দ কর, আনন্দ কর।

[প্রস্থান।

জিন্নৎ। ঘুমিয়ে থাক ভাইজান, শান্তিতে ঘুমিয়ে থাক। আমরাও আসছি, ভয় কি? বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক কোমর বেঁধে আমাদের পেছনে লেগেছে। মরতেই আমাদের জন্ম! প্রকৃতিও মারে, মানুষেও মারে।

শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। গোরা এসেছে জিন্নৎ?

জিন্নৎ। না চাচি।

শঙ্করী। কোথায় থাকে বল দেখি? জেল থেকে ফিরে এসে একবারও ঘর মুখো হল না! দুটো শক্ত কথা যে শুনিয়ে দেব, তারও ফুরসুৎ পেলাম না? এই মিনসেই বা সদরে গিয়ে কি কচ্ছে?

জিন্নৎ। মামলার তদ্বির কচ্ছেন।

শঙ্করী। যত তদ্বিরই করুক, রাজা বাহাদুর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এলেও বাঁচাতে পারবে না। আ মর, দিনরাত চোখের জল ফেলছিস্ কেন?

জিন্নৎ। তোমার চোখে ত জল নেই চাচি। আমার ভাই মরেছে, মনে হচ্ছে দুনিয়াটা বুঝি অন্ধকার হয়ে গেল। তবু সে হঠাৎ একদিন গুলি খেয়ে প্রাণ দিয়েছে। তোমার ছেলে আগুনে পুড়ে তিল তিল করে মরেছে। তুমি নিজেই তাকে মরণের মুখে ঠেলে দিয়েছ, তিনদিন দিবারাত্র তার দগ্ধ দেহ চোখে দেখেছ। তুমি ত একবারও কাঁদলে না চাচি।

শঙ্করী। রোগে ভুগে ত মরেনি যে কাঁদব? আমার যদি দশটা ছেলে থাকত, আর দশটাই এমনি করে মরত, তবু এ পোড়া চোখে জল আসত না।

জিন্নৎ। আমার যে বুকটা পুড়ে যাচ্ছে চাচি। নিজের ভাইয়ের জন্যে তত নয়, যতটা তোমার ছেলের জন্যে। তোমার সর্ব্বনাশ করতে কেন আমরা এসেছিলাম? আমাদের জন্যে তোমার ছেলে দশটা নয়, পাঁচটা নয়, শুধু একটা ছেলে অপঘাতে মরে গেল!

শঙ্করী। নইলেই কি চিরকাল বেঁচে থাকত?

জিন্নৎ। সব আমারই নসীবের দোষ। যেখানে আমি যাব, সেখানকার মাটি শুদ্ধ জ্বলে যাবে। কেন তুমি আমায় নিয়ে এলে চাচি? তোমার জাত গেল, ছেলে গেল, স্বামীও থাকবে না।

শঙ্করী। অনেকদিন ত ঘর করলাম, আর না করলেও আপশোষ নেই। জাতের কথা বলছ? জাত দিয়ে আর করব কি? ছেলে নেই যে বউ ঘরে আনব, মেয়ে নেই যে বিয়ে দেব। ভানু আমায় একটা কথা বারবার বলে গেছে। শুনে শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।

"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে,
সে জাতির নাম মানুষ জাতি।"

জিন্নৎ। চাচি, যত্ন করে কত শাস্ত্র পড়েছিলাম। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, আমার কিছুই পড়া হয়নি। তোমার বর্ণ জ্ঞান নেই, তবু এত শক্তি কোথায় পেলে? তোমার শক্তির এক কণা আমায় দিতে পার? আমি যে আর সইতে পাচ্ছি না।

শঙ্করী। ভাল করে নমাজ পড়।

জিন্নৎ। তোমার ঘরে নমাজ পড়ব? বামুনরা যদি দেখতে পায়?

শঙ্করী। ঘরের ভাত বেশী করে খাবে। কতদিন চুল বাঁধিস্‌নি মেয়েটা? আয় চুলটা বেঁধে দিই।

জিন্নৎ। না না না, আমি বাঁধব না, আমি চুল বাঁধব না। তুমি যাও, তুমি যাও। কেন আমায় ছুঁয়ে দিলে? তুমি কি নিজের ভাল বোঝ না?

শঙ্করী। বুঝতে কি দেয় মা? ছেলেটা মরার পর থেকে নিজের ভাল আর পরের ভাল এক হয়ে গেছে।

[প্রস্থান।

জিন্নৎ। ঈশ্বর, যে হাতে তুমি রাজা বাহাদুরকে গড়েছ, সেই হাত দিয়েই কি এই নারীকেও সৃষ্টি করেছ?

বিদ্যুতের প্রবেশ।

বিদ্যুৎ। আর কদিন এখানে থাকবে বল ত?

জিন্নৎ। একি! জামাই সাহেব! আপনি এখানে কেন?

বিদ্যুৎ। তোমার এই নিদারুণ দুঃখে—

জিন্নৎ। সহানুভূতি জানাতে এসেছেন? অসীম ধন্যবাদ।

বিদ্যুৎ। তুমি বিশ্বাস কর জিন্নৎ, আমি এ জন্য গভীরভাবে—

জিন্নৎ। দুঃখিত। আপনার দুরবস্থা দেখে আমিও দুঃখিত।

বিদ্যুৎ। সেদিন তোমাকে দু একটা কড়া কথা বলেছি—

জিন্নৎ। তাতে কি হয়েছে? জুতোশুদ্ধ লাথি ত মারেননি। মারলেই বা কি হত? আপনার মত মানী লোকের লাথি খাওয়াও ভাগ্যের কথা।

বিদ্যুৎ। এ তোমার অভিমানের কথা।

জিন্নৎ। চমৎকার নীতি আপনাদের। একজন সাপ হয়ে ছোবল মারেন, আর একজন রোজা হয়ে ঝাড়েন। কিন্তু আমাকে সান্ত্বনা দিতে আপনাকে কষ্ট পেতে হবে না। আমার এক ভাই মরেছে,

আরও একশো ভাই আছে। চোখে যদি জল আসে, তারাই মুছিয়ে দেবে। আপনি সেদিনও আমাকে কটু কথা বলেছেন, আমার চরিত্র নিয়ে অশ্রাব্য ব্যঙ্গ করেছেন। আপনার মুখে সান্ত্বনার বুলি পরিহাসের মত শোনায়।

বিদ্যুৎ। সান্ত্বনা নয় জিন্নৎ। তুমি ত এখন অসহায়, নিরাশ্রয়। ভাই ছিল, সেও চলে গেল। বাপ ত থেকেও নেই। এখন তোমার দেখবে কে?

জিন্নৎ। সে ভাবনা গোরাদাই কচ্ছেন।

বিদ্যুৎ। গোরাকে তুমি চেন না। আমি নিজের চোখে দেখেছি, আদমকে খুন করেছে এই গোরা।

জিন্নৎ। কি?

বিদ্যুৎ। তোমার বাপকেও সে খুন করবে। তারপর তোমাকে নিয়ে—

জিন্নৎ। চু—প্। কবরের তলায় দাদা শিউরে উঠবে, ভাইর অস্থিগুলো আবার জ্বলে উঠবে। কি বুঝবে তুমি কেতাব পড়া সাহেব, কত গভীর এ মহাসমুদ্র! সে সমুদ্রে চুনো পুঁটি খেলা করে না, তার তলায় লুকিয়ে আছে মণিমুক্তোর পাহাড়। সে যদি আমার হাত ধরে, আমি জানব শাস্ত্রের এই বিধান। যদি আমায় কটু কথা বলে, বুঝব এরই নাম কাব্য।

বিদ্যুৎ। এ বিশ্বাস থাকবে না জিন্নৎ। তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে আমি শিউরে উঠছি। আর সাতদিন পরে আমি প্রাকটিস করতে পাটনা চলে যাব। আমার বাসায় কাজ করার জন্যে একজন আয়ার প্রয়োজন। তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহলে এ কাজে আমি তোমাকেই বহাল করতে পারি।

জিন্নৎ। শুনেছি আপনার এক বিধবা বোন না খেয়ে মরছে। আয়ার চাকরীটা তাকেও ত দিতে পারেন।

বিদ্যুৎ। কি বললি ছোটলোকের মেয়ে?

শ্যামার প্রবেশ।

শ্যামা। বুঝতে পারলেন না ভদ্রলোকের ছেলে?

বিদ্যুৎ। একি! শ্যামা! তুমি এখানে কেন?

শ্যামা। আপনি এখানে কেন সাহেব? আয়া খুঁজতে খুঁজতে যমের বাড়ীতে এসে ঢুকেছেন? যম এখন ঘরে নেই, কিন্তু যমদূতেরা আশে পাশেই আছে। তারা টের পেলে আপনার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে। তারা যদি টের না-ও পায়, আমি কিন্তু মরিনি সাহেব।

বিদ্যুৎ। এসব কি বলছ তুমি? কিসের আয়া? আমি এসেছি তদন্ত করতে।

শ্যামা। এমন তদন্ত আর কতগুলো করেছেন?

বিদ্যুৎ। তোমার আজ হল কি শ্যামা? তোমার চোখে এ কিসের আগুন? এ যে উন্মাদের লক্ষণ দেখছি। চল চল, বাড়ী চল।

শ্যামা। দাঁড়ান। আমাদের নহবৎখানা পুড়িয়েছে কে? কার হুকুমে নায়েব মশায় নুড়ো জ্বেলে নহবৎখানায় লাগিয়ে দিয়েছিল?

বিদ্যুৎ। এ তবে নায়েবের কাজ?

শ্যামা। হ্যাঁ, আর হুকুমটা আপনার।

বিদ্যুৎ। আমি তোমার কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

জিন্নৎ। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি আপনার নীচতা দেখে। উদ্দেশ্যও কতকটা বুঝতে পাচ্ছি। নহবৎখানার জানলার ধারে দাঁড়িয়ে যে মহাপুরুষ শিষ দিত, সে কি তাহলে আপনি?

বিদ্যুৎ। খবরদার চাষার মেয়ে। তোমার অনেক ঔদ্ধত্য সহ্য করেছি। এখনও যদি তুমি সংযত না হও, তাহলে তোমাকে তোমার ভাইয়ের কাছেই পাঠিয়ে দেব। [পিস্তল বাহির করিল]

শ্যামা। ওর সঙ্গে আপনাকেও যেতে হবে। [পিস্তল বাহির করিল]

বিদ্যুৎ। শ্যামা! তুমি আমাকে পিস্তল দেখাচ্ছ! অনেক দূর উঠেছ শ্যামা। এত বাড় ভাল নয়।

[প্রস্থান।

জিন্নৎ। এ তুমি কি করলে দিদি? এর পর আর কি উনি তোমায় বিয়ে করবেন?

শ্যামা। করবে বই কি? আমাকে ত ওর চাই না, চাই আমার সম্পত্তি।

জিন্নৎ। জানি না, এ তোমাদের কেমন ভালবাসা।

[প্রস্থান।

শ্যামা। ভালবাসার মুখে আগুন।

গোরার প্রবেশ।

গোরা। কাকীমা, কাকীমা,—তুমি কে? ও তুমি—আপনি আমাদের রাজকন্যা, তাই নয়?

শ্যামা। এত সহজেই চিনতে পারলেন?

গোরা। ক্ষমা করুন, আমার স্মৃতিশক্তি বড় কম। আপনি আমার পক্ষে আদালতে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিয়েছিলেন, তাই আমার নামমাত্র জেল হয়েছিল। নইলে আপনার স্বামী—মানে ওই কালো

সাহেব আমাকে দু বছরের জন্যে শ্রীঘরে পাঠাতেন।

শ্যামা। বেশী কথার সময় নেই, ধন্যবাদ দিলে তাড়াতাড়ি দিয়ে ফেলুন।

গোরা। ধন্যবাদ আমি কাউকে দিই না। ভাল কাজ করার অর্থ নিজের কর্ত্তব্য পালন করা। তার আবার পুরস্কার কি? যে তা না করে, তার মাথা ভাঙ্গা উচিত।

শ্যামা। সারাজীবন কি কেবল মাথাই ভাঙ্গবেন? বামুনের ছেলে আপনি, আর কি আপনার কোন কাজ নেই? অমন একটা সাহেব, তার গায়ে হাত তুলতে আপনার সাহস হল? জেলে গিয়ে পর্য্যন্ত জেলারকে আধমরা করে এলেন? আপনি গুণ্ডা, আপনি ডাকাত, আপনি খুনী। বেরিয়ে যান আপনি রতন গাঁ থেকে। রাজা চিরদিন প্রজাদের শোষণ করে আসছে, প্রজারা আবহমান কাল তার চাবুক পিঠ পেতে নিয়েছে। আপনি তার মধ্যে কথা কইতে আসেন কেন? সুখে থাকতে ভাল লাগে না?

গোরা। না। গাঁজাখোর দেখেছেন? একা একা গাঁজা খেতে তাদের ভাল লাগে না। আমারও ভাল লাগে না একা একা সুখ ভোগ করতে। বাঁচি ত সবাইকে নিয়েই বাঁচব, না হয় তাদের সঙ্গে গলাগলি করে মরব।

শ্যামা। মরতেই আপনাকে হবে। তারই আয়োজন হচ্ছে। তিনদিন পরে বাবা আজ চোখ মেলেছেন; অমনি পুলিশ তাকে ঘিরে ধরেছে। বাবা কি বলেছেন শুনবেন? আদমকে খুন করেছে গোরা।   [প্রস্থান।

গোরা। মনে মনে লঙ্কা ভাগ কর রাজা বাহাদুর। সিরাজ এখনও মরেনি। সে নিজের চোখে দেখেছে তার ছেলের মৃত্যু।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। কে এখানে?

গোরা। আমি কাকা তোমার ক্ষণজন্মা ভাইপো। পায়ের ধুলো দাও।

সিদ্ধেশ্বর। যা যাঃ। পায়ের ধুলো নিতে এসেছে শয়তানের বাচ্ছা।

গোরা। শয়তানের বাচ্ছা নয়, শয়তানের ভাইপো।

সিদ্ধেশ্বর। বামুনের ছেলে জেলের ভাত খেয়ে এসে মুখ দেখাতে লজ্জা হল না তোর ছুঁচো?

গোরা। আজ্ঞে না। লজ্জা হচ্ছে তোমার মুখ দেখতে।

সিদ্ধেশ্বর। এ বংশে তুই ছাড়া আর কেউ জেল খেটেছে?

গোরা। এ বংশে তুমি ছাড়া আর কেউ নিজের ছেলেকে পুড়িয়ে মেরেছে?

সিদ্ধেশ্বর। কি বললি পাজি?

গোরা। কালো সাহেব কটা টাকা ঘুষ দিয়েছিল? গলায় দড়ি জোটেনি তোমার? তোমার মা কেন তোমাকে আতুড় ঘরে নুন খাইয়ে মারেনি, তোমার বাপ কোন্ দেবতার বর পেয়ে তোমার মত মহাপুরুষকে পৃথিবীতে এনেছিল? তোমার সৃষ্টিকর্ত্তাকে পেলে জিজ্ঞাসা করতুম, তিনি তোমাকে কি দিয়ে গড়েছিলেন,—রক্তমাংস দিয়ে না গোবর মাটি দিয়ে?

সিদ্ধেশ্বর। জুতিয়ে সোজা করব।

গোরা। তোমাকে সোজা করতেও আমি জানি কাকা। কিন্তু প্রকৃতি নিজেই তোমার উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। আজ বুঝতে পাচ্ছ না, কিন্তু একদিন তুমি বুঝবে, কি রত্ন তুমি হারিয়েছ।

সিদ্ধেশ্বর। তার মরার জন্যে তুই ব্যাটাই দায়ী। আমি তোকে খুন করব।

গোরা। তোমাকেই আমি খুন করব। কি হবে আর তোমার বেঁচে থেকে? ভাদু যেখানে গেছে, তুমিও সেইখানেই যাও।

শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। চোপরাও পাজি বদমায়েস অসভ্য ছেলে। দিনরাত কেবল কাকে আছাড় মারবে, কাকে খুন করবে, তারই চক্র। আর আমি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ভাত নিয়ে বসে থাকব। কে তোর পিণ্ডি পাহারা দেবে রে মুখপোড়া? কটা ঝী চাকর রেখে দিয়েছিস্ বাঁদর? চলে আয়, গিলে আমায় উদ্ধার কর।

সিদ্ধেশ্বর। তোমার লজ্জা করে না? এমন ভাসুর পোর জন্যে আবার পিণ্ডি রাঁধা হয়েছে?

শঙ্করী। না রাঁধলে লোকে নিন্দে করবে যে।

সিদ্ধেশ্বর। বের করে দাও, বের করে দাও। ওরই জন্যে তোমার ছেলে মরেছে। চুলোমুখি, সেদিন না তুই বলেছিলি,—ওকে আর আমাদের বাড়ীতে ঠাঁই দিবিনে।

শঙ্করী। দিইনি ত।

সিদ্ধেশ্বর। তার মানে?

শঙ্করী। মানে,—বাড়ী আর আমাদের নয়, বাড়ীঘর জমি-জমা সব ওর নামে আমি লিখে দিয়েছি। এই দেখ না দলিল।

সিদ্ধেশ্বর। অ্যাঁ! এ তুই করলি কি উনুনমুখি? ছেলে গেল, বাড়ী ঘরও যাবে?

শঙ্করী। কার জন্যে বাড়ীঘর? কে ভোগ্ করবে জমি জায়গা? একটা ছেলে ছিল, তাকেও তুমি শেষ করে দিয়েছ। আর কেন? এই নে মুখপোড়া, ধর।

গোরা। দলিল থাক্ কাকীমা। ওর চেয়ে বড় সম্পত্তি তোমার পায়ের ধূলো; তাই আমার মাথায় থাক।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। ওঃ, বুকটা জ্বলে গেল। কি করব? কার মাথা খাব? তোকে আমি আস্ত গিলে খাব শয়তানি।

শঙ্করী। খবরদার। তোমারই জন্যে আমার ছেলে মরেছে। নহবৎখানায় তুমিই আগুন দিয়েছিলে। বংশের ওই একটা ছেলে শুধু বেঁচে আছে। তাকে যদি আর তুমি জ্বালাও, আমি নিজের হাতে তোমায় খুন করব, নইলে আমি বামুনের মেয়ে নই।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। যা বাবা, যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর? আমার কি তবে কেউ নেই? কাশীনাথ, আমায় একটু স্থান দেবে তোমার কাশীধামে? বরুণায় আমি স্নান করব না, বরুণা শুকিয়ে যাবে; তোমার মন্দির আমি স্পর্শ করব না, মন্দির ছাই হয়ে যাবে। তোমার অন্নপূর্ণা আমায় কি এক মুঠো ভাত দেবে না? ওই যে কার অভয় বাণী বাতাসে ভেসে আসছে, "আয় আয়।" পথ দেখাও ঠাকুর, পথ দেখাও।

[প্রস্থান।

— — —

দ্বিতীয় দৃশ্য

কবর।

সিরাজের প্রবেশ।

সিরাজ। ঘুমিয়ে থাক বাপজান, ঘুমিয়ে থাক। আমারই বা আর কদিন? এলাম বলে। খোদা, মেহেরবান, অনেকদিন ত বেঁচে গেলাম। এবার আমারে নাও খোদা। আদম আমার একা কবরের তলায় শুয়ে আছে; আমি তার পাশে ঘুমুব।

চণ্ডীপালের প্রবেশ।

চণ্ডী। আ হা হা,—

চূড়ামণির প্রবেশ।

চূড়ামণি। ওফ্, ভাবলেও বুক ফেটে যায়।

চণ্ডী। আমার যা হচ্ছে, সে আমিই জানি।

চূড়ামণি। তোমাকে বলব কি পালের পো, আমি আজ কদিন ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে পারিনি।

চণ্ডী। হাসপাতালে যখন কাটাছেঁড়া করলে, আমি আড়াল থেকে দেখছিলুম। ওঃ—পেটটাকে যখন চিরে ফেললে—

সিরাজ। আর বলো না, আল্লার কিরে।

চণ্ডী। আমি চোখের উপর সে দৃশ্য দেখছি, আর আমার মরতে ইচ্ছে হচ্ছে। ছেলেটি বড় ভাল ছিল। আমাকে চাচা বলতে অজ্ঞান।

চূড়ামণি। আমার ত ঘরের ছেলে বললেই হয়।

চণ্ডী। দেখ সিরাজ,—

চূড়ামণি। শোন্ বলি।

সিরাজ। কি বলছ?

চূড়ামণি। দেখ্, নসীবে যা ছিল—

চণ্ডী। তা ত হয়েই গেছে।

চূড়ামণি। তুমি বড় বাচাল পালের পো। বলি, আদম ত আর ফিরবে না সিরাজ।

চণ্ডী। যম যাকে নেয়, সে আর ফেরে না।

চূড়ামণি। আঃ—কথাটাই বলতে দাও। তুমি আর তোমার ছেলের জন্যে কতটুকু কাঁদছ সিরাজ? রাজা বাহাদুর কেঁদে কেঁদে বুঝি অন্ধ হয়ে গেল।

সিরাজ। বারণ করে দাও। আমার ছেলের জন্যে কাঁদলে আমি তাকে খুন করব। তার শাস্তি হক, তার ফাঁসী হক, আমি দুচোখ মেলে দেখতে চাই।

চণ্ডী। তা চাইবি বই কি? ছেলে বলে কথা।

চূড়ামণি। আর সে অমন ছেলে। কিন্তু গোড়ায় দোষটা কার, সেটা ত তুই দেখবি।

চণ্ডী। হিন্দুর নহবৎখানায় যে তোদের ঢুকিয়ে দিয়েছে দোষটা হল তার।

চূড়ামণি। অতএব তোর ছেলেকে প্রকারান্তরে খুন করেছে গোরা।

সিরাজ। আমি তখনই বারণ করেছিলুম। ছেলেও কথা শুনলে না, মেয়েও শুনলে না।

চূড়ামণি। কাঁদিস্‌নি কাঁদিসনি। তোর ছেলের জন্যে আমরাই ত কেঁদেছি।

চণ্ডী। এখনও কাঁদছি।

চূড়ামণি। ভবিষ্যতেও কাঁদব। কথাটা বোঝ সিরাজ। রাজা-বাহাদুরের শাস্তি হলে তোর ত কোন লাভ নেই। অমন জোয়ান ছেলে চলে গেল, এর পর কে খাওয়াবে তোকে?

সিরাজ। ছাই খাব আমি, চুলোর ছাই খাব। গতরে জোর নেই, চোখের নজর গেছে, বাড়ীঘর জমি জিরেৎ কিচ্ছু নেই। অমন ছেলে যার মরে, সে মরবে না ত মরবে কে? মেয়েটাকে বললুম, কদম আলিকে নিকে কর, দুদিন খেয়ে বাঁচি। করবে না; বললে তেড়ে মারতে আসে।

চণ্ডী। তা ত আসবেই; গোরা যে ওর মাথা খেয়েছে।

সিরাজ। যা তা বলো না পালের পো। তাহলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব।

চূড়ামণি। মরবি কেন? তোর যাতে আর খেটে খেতে না হয়, আমরা তা অনেক ভেবেছি।

চণ্ডী। আর সে ব্যবস্থাও আমরা করেছি।

চূড়ামণি। তুই রাজি হয়ে যা সিরাজ।

সিরাজ। কি রাজি হব?

চূড়ামণি। দারোগার কাছে যা বলেছিস্‌ বলেছিস্‌। হাকিমের কাছে বলবি যে রাজা বাহাদুর আদমকে খুন করেনি।

সিরাজ। খুন করেনি? তবে সে খাম্‌কা মরে গেল?

চূড়ামণি। খাম্‌কা মরবে কেন? তাকে খুন করেছে গোরা।

সিরাজ। খুন করলে রাজা, আর হয়ে গেল গোরা! যে আমার কলজের রক্ত শুষে নিলে, তাকে আমি বাঁচাব? কেন?

চূড়ামণি। রাজা বাহাদুর তোকে এই পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে,—ধর্ ।

সিরাজ। তার ট্যাকায় আমি—

চণ্ডী। বুঝেছি, কারে ফেলে আরও কিছু বাগাতে চাও। দিয়ে দিন চূড়ামণি মশায়। আহা, দুঃখী মানুষ।

চূড়ামণি। এই নে, সাত হাজারই হল। আর কি? পায়ের উপর পা দিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দে। কি হল? কবরের দিকে চাইছিস কি? টাকা নে।

সিরাজ। ট্যা--ট্যাকা? সাত হাজার বললে না? ইয়া আল্লা! দাও—না না, ও আমি নেব না, ও আমি নেব না।

চণ্ডী। গোরা বেঁচে থাকলে তোকে খুন করে তোর মেয়েকে—

সিরাজ। এই, যা তা বলো না। দাও, ট্যাকা দাও, কি বলতে হবে?

চূড়ামণি। বলবি, তোর সামনে গোরা তোর ছেলেকে খুন করেছে, রাজা বাহাদুর বরং তাকে বাঁচাতে গিয়েছিল। বল্, রাজি?

সিরাজ। খোদার কদম, আমি রাজি।

চূড়ামণি। তাহলে চলে আয়, এক্ষুণি থানায় যেতে হবে।

চণ্ডী। দেরী করিসনি। দারোগাবাবু তোর অপেক্ষায় বসে আছে। হরি হরি।

[প্রস্থান।

চূড়ামণি। হর হর।

[প্রস্থান।

সিরাজ। ইয়া আল্লা, এ যে এক রাশ ট্যাকা! সাত হাজারে ক কুড়ি কে জানে? মরুক হারামজাদা কসবীর বাচ্ছা। হেঁদু হয়ে মুসলমানীর ওপর নজর দেয়।

জিন্নতের প্রবেশ।

জিন্নৎ। তোমার হাতে ও কি বাবা?

সিরাজ। যা যা, সব কথায় তোর দরকার কি? এ হচ্ছে আমার জমির কাগজপত্তর।

জিন্নৎ। কাগজ পত্র ত আমার কাছে।

সিরাজ। কাগজ পত্তর কে বললে? এ আমার সেই জমি বেচা ট্যাকা।

জিন্নৎ। এত জমি তোমার! তার দাম এত টাকা! দেখি টাকার থলেটা।

সিরাজ। কি দেখবি, কি দেখবি কি? যা যা, নিজের কাজে যা। এই—এই—ভাল হবে না।

জিন্নৎ। [থলে কাড়িয়া লইল] এ কি! এ যে রাশি রাশি দশ টাকার নোট। এত টাকা কোথায় পেলে বাবা? কার ঘরে সিঁদ কেটেছ?

সিরাজ। জুতিয়ে লম্বা করব। আমি চোর?

জিন্নৎ। তবে কে দিয়েছে টাকা? কদম আলি বুঝি?

সিরাজ। মিছে কথা বলিসনি। কদম আলির বাবা সাত হাজার ট্যাকা চোখে দেখেছে?

জিন্নৎ। সাত হাজার টাকা! বাবা,—

সিরাজ। কি, হয়েছে কি? ও রকম করে চাইবি না খবরদার। তোর কথার আমি কি ধার ধারি? আমার যা খুশী তাই করব, তোর কি?

জিন্নৎ। চূড়ামণি আর চণ্ডীপালকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। ওরা কি তোমার কাছে এসেছিল?

সিরাজ। বেশ করেছিল এসেছিল। তাতে হয়েছে কি?

জিন্নৎ। টাকাটা তাহলে রাজবাড়ী থেকে এসেছে, না? রাজা বাহাদুর ঘুষ দিয়ে তোমার মুখ বন্ধ করতে চান? আর তুমি হাত পেতে তার ঘুষ নিলে? আমাকে ডাকতে পারলে না? টাকাটা আমি ওদেরই মুখে ভাল করে গুঁজে দিতুম। কেন নিলে টাকা, তাই বল।

সিরাজ। বেশ করেছি।

জিন্নৎ। তোমার ঘেন্না হল না? লজ্জা হল না তোমার? তোমার ছেলেকে যে খুন করেছে—

সিরাজ। খুন রাজা বাহাদুর করেনি।

জিন্নৎ। তবে?

সিরাজ। খুন করেছে গোরা।

জিন্নৎ। গোরা! বাবা, এ তুমি বলছ কি? এই কথা বলবে তুমি?

সিরাজ। কেন বলব না?

জিন্নৎ। তারই পুরস্কার এই সাত হাজার টাকা! [নোটের থলে আছড়াইয়া পায়ে মাড়াইল] টাকা কি এতই বড় বাবা? কত টাকা তোমার জামাইয়ের পায়ে গড়াগড়ি গেছে বাবা, সে ফিরেও তাকায়নি। এই রাজা বাহাদুর আর একবার খুনের মামলায় তাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিতে বলেছিল, সে গ্রাহ্যও করেনি। তুমি তারই শ্বশুর, কবরের ডাক এসেছে তোমার, —টাকা খেয়ে মিথ্যে সাক্ষী দেবে? ধর্ম্ম কি রসাতলে গেল?

সিরাজ। মেলা বকিসনি। ধম্ম! ধম্ম করে তোর খসম তোকে পথে বসিয়ে গেছে। ট্যাকা না থাকলে ধম্ম এসে মুখে দানাপানি তুলে দেয় না। [টাকার থলে তুলিয়া লইল]

জিন্নৎ। মিথ্যে সাক্ষী তুমি দেবেই!

সিরাজ। দিয়ে বসে আছি। আমি থানায় চললুম।

জিন্নৎ। যেও না বাবা। কার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে তুমি? বিপদের দিনে সে-ই যে তোমায় বুক পেতে দিয়েছে? এতখানি উপকার যে তোমার জাত ভাইয়েরাও করেনি।

সিরাজ। উবগার করেছে শালা!

জিন্নৎ। বাবা!

সিরাজ। ওঃ—অমনি চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল! তোর মরণ হয়নি কেন নচ্ছার মেয়ে? বাইরে গিয়ে শুনে আয়, কি সব বলছে ওরা? কদম আলিকে তোর পছন্দ হলনা, পছন্দ হল এই হেঁদু ব্যাটাকে!

জিন্নৎ। আর বলো না বাবা, আর বলো না। এ আর আমি সইতে পাচ্ছি না। সে যে আমার ভাই বাবা, সে যে আমার ধর্ম্মের ভাই। [সিরাজের পায়ে আছড়াইয়া পড়িল]

সিরাজ। তোর ধর্ম্মের ভাই চিতায় উঠুক, আর তুই যা কবর-খানায়।

[লাথি মারিয়া প্রস্থান।

জিন্নৎ। ওঃ—খোদা, এই তোমার সৃষ্টি!

সাধারণ বেশে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমার বাবা কোথায় জিন্নৎ?

জিন্নৎ। একি! রাণীমা! আপনাকে দেখলে যে চেনা যায় না। বাবার কাছে এসেছেন? বাবা ত বেরিয়ে গেছে। কি বলতে হবে, আমাকে বলুন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার কথা রাখবে মা? তুমি তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বললেই হবে। সেদিন তুমি স্বামীকে হারিয়েছ। বৈধব্যের জ্বালা তুমি ত জান মা।

জিন্নৎ। জানি রাণিমা।

বিষ্ণুপ্রিয়া। যে জ্বালায় তুমি জ্বলছ, সে জ্বালা তোমরা আমাকে দিও না। রাজাকে তোমরা রক্ষা কর।

জিন্নৎ। আপনিও কি চান, বাবা আদালতে দাঁড়িয়ে বলুক যে তার ছেলেকে রাজা বাহাদুর খুন করেনি, খুন করেছে গোরা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। না না না,—তার চেয়ে রাজারই বরং ফাঁসী হক।

জিন্নৎ। তবে আপনি কি চান রাণিমা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি জানি না মা; অতশত আমি বুঝি না। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, দেখ যদি কোন উপায় থাকে,—যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে।

জিন্নৎ। তাই হবে রাণিমা। রাজা বাহাদুর আমাদের উপর যত অত্যাচার করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন আপনি আর আপনার মেয়ে। আমি বেইমান নই রাণিমা। আপনাদের উপকারের প্রতিদান আমি দেব।

বিষ্ণুপ্রিয়া। উপকারের কথা তুলো না মা। আমরা রাজার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তই শুধু করেছি, তার বেশী কিছু করিনি। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের যার যা গেছে, সব আমরা পূরণ করে দেব। এলোকেশী আর মালিনীর চর ভাসিয়ে নেবে না, মানুষ আর কুকুর বেড়ালের মত মরবে না, চাষী, তাঁতী, কামার কুমোর সবাই মানুষের মত বাঁচবে।

[প্রস্থান।

জিন্নৎ। তুমিই দিয়েছ আমাদের মানুষের মর্য্যাদা, তুমিই বুঝিয়েছ যে দুনিয়ার মধুচক্রের আমরাও সমান অংশীদার। তোমাকে আমরা মরতে দেব না। তুমি দীর্ঘজীবী হও, বরাভয় হাতে মুমূর্ষুর শিয়রে তুমি দেবতার মত বিরাজ কর। একি! কবরের মুখ খুললে কে? কেন তুমি চোখ মেলে চাইছ? ঘুমোও, ওগো ঘুমিয়ে থাক। আমি তোমার, শুধু তোমারই।

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ। এই ছেমরি, তোর বাপের রকমটা কি? হালা চূড়ামণি আর চণ্ডীপালের লগে কি এত পরামর্শ—অ্যাঁ? মামলা ফাঁসানোর চক্কর, না? বেশী তেরিবেরি করলে তোর বাপেরে আমি কিলাইয়া সিধা করুম্।

জিন্নৎ। কে, বিনোদ? বাবার কথা বলছ? না না, কোন ভয় নেই।

বিনোদ। বয় আমি কোন হালারে করি না। যতক্ষণ আমার কিলের জোর আছে, ততক্ষণ আমি রাজা।

জিন্নৎ। বিনোদ ভাই,—

বিনোদ। কও।

জিন্নৎ। তোমার কাছে ত সব সময় যন্ত্র থাকে। যন্ত্রটা আমাকে একবার দেবে ভাই?

বিনোদ। হঃ, দিমুনা ক্যান্? তোরে যন্ত্র দেই, আর তুই হালা আমারে খুন কর।

জিন্নৎ। না বিনোদ, তুমি যে গোরাদার ভাই, আমারও ভাই। আমি ওই কালো সাহেবটাকে ভয় দেখাব। সে আমার হাত ধরতে চায়।

বিনোদ। ওই বিদ্যুৎ পোরাকপাইল্যা? হালারে আমি খাইছি।

জিন্নৎ। না না না, খুন খারাপি করো না ভাই।

বিনোদ। করুম না? হালারা গোরাদারে ফাসাইবার চায়? পুলিশে গোরাদারে হাতকরা দিয়া থানায় লইয়া গেছে।

জিন্নৎ। কখন?

বিনোদ। এই ত এক ঘণ্টা আগে। আমি রাজবাড়ী জ্বালাইয়া দিমু, চুরামণির ছেরাদ্দ করুম, চণ্ডীপালের মাথাটা ছিরুম।

জিন্নৎ। যন্ত্র দাও বিনোদ, যন্ত্র দাও।

বিনোদ। এই নে ধর, আমিও চল্লাম রাজবারী। কিলাইয়া সিধা করুম।

[প্রস্থান।

জিন্নৎ। হাজার হাজার জিন্নৎ মরুক। তুমি বেঁচে থাক গোরা, তুমি বেঁচে থাক। তোমাকে বাঁচতে হবে, আমাম মরা ছাড়া গতি নেই। ঘুমোও স্বামি, ঘুমোও। আমি তোমার, আর কারও নই।

[দ্রুত প্রস্থান।

[নেপথ্যে গুলির শব্দ]

সিরাজ। [নেপথ্যে] আঃ—

তৃতীয় দৃশ্য

রাজবাড়ী।

রুগ্ন অগ্নিবরণের প্রবেশ।

অগ্নিবরণ। কই, আর ত পুলিশ আসছে না। পুলিশের বদলে কি মহাপ্রলয় এল? ও কিসের গর্জ্জন? হাজার হাজার কামান কি একসঙ্গে গর্জ্জে উঠছে? বাইরেও কি ঝড় বইছে, না শুধু আমার বাড়ীতে?

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন। রাজা বাহাদুর,—

অগ্নিবরণ। ও কিসের শব্দ হল দেওয়ান?

গোবর্দ্ধন। ঝড়ে আটচালা উড়ে গেছে সরকার। এত চেষ্টা করেও আমরা যা পারিনি, ঝড় এসে তাই করে দিয়েছে। চাষীরা সব ভ্যাড়ার পালের মত পালিয়ে যাচ্ছে। আজ আর ওদের কাউকে বাঁচতে হবে না।

অগ্নিবরণ। বাইরেও কি এমনি ঝড় হচ্ছে?

গোবর্দ্ধন। বাইরে আরও বেশী।

অগ্নিবরণ। ডাক ডাক, ওদের ডাক; এতগুলো লোক মরবে যে।

গোবর্দ্ধন। মরুক।

ভজন সিংয়ের প্রবেশ।

ভজন। হাঁ হাঁ, এতনা আদমি সব মরিয়ে যাক, আউর আপনি একলা জিন্দা থাকুন। সে হোবে না দেওয়ানজি। হামি সব কই কো ফিন লিয়ে আসবে। কইকো বাৎ হামি না শুনবে।

গোবর্দ্ধন। যা যা, তো ব্যাটার রাজা বাদশার কথায় কি দরকার?

ভজন। আরে রাখ দিজিয়ে দেওয়ানজি। সব আদমী কো হামি দেখে লিয়েছে। রাজা ত গোরাবাবু, আউর কোন্ আছে? তামাম মুলুকমে ওহি একঠো মরদ আছে, আউর বিলকুল জেনানা।

গোবর্দ্ধন। ব্যাটার কথা শুনেছেন?

অগ্নিবরণ। মিছে কথা ত বলেনি। তোমাদের সবার মর্দ্দানিই ত দেখলাম। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বেতন দিয়ে তোমাদের মত কতকগুলো ক্লীবকে বহাল না করে যদি ওই গুণ্ডাটাকে বহাল করতাম, তাহলে বোধহয় আমার দেহটা এমন অকালে ভেঙ্গে পড়ত না।

ভজন। ফরমাইয়ে সরকার। হামি সব কইকো আভি ঘুমকে লিয়ে আসবে।

অগ্নিবরণ। তা ত আনবি। কিন্তু এনে রাখবি কোথায়?

ভজন। কাঁহে? ঠাকুর ঘর আছে, ঠাকুর দালান ভি আছে।

গোবর্দ্ধন। ঠাকুর ঘরে এনে ঠাঁই দিবি ওই ছোটলোক ব্যাটাদের?

ভজন। কোন্ শালে ভদ্দরলোক আছে, হামি সব জানে দেওয়ানজি। সিধুবাবু একঠো গদ্ধা, চূড়ামণি ঠাকুর একঠো কুত্তা, আউর আপনি একঠো উল্লুক আছে। [প্রস্থান।

গোবর্দ্ধন। অসভ্য দরোয়ানটা আপনার সামনে আমাকে অপমান করে গেল, আর আপনি কিছুই বললেন না?

অগ্নিবরণ। সত্য কথা বললে যদি অপমান হয়, উপায় নেই।

গোবর্দ্ধন। ছোটলোক ব্যাটারা চণ্ডীমণ্ডপে থাকবে?

অগ্নিবরণ। না থেকে কি করবে? মরবে?

গোবর্দ্ধন। আমি ত এ অনাচার দেখতে পারব না সরকার।

অগ্নিবরণ। দেখতে তোমায় হবে না। তোমার যা পাওনা আছে, নিয়ে বিদেয় হও। সিদ্ধেশ্বরকেও সঙ্গে নিয়ে যাও।

গোবর্দ্ধন। এ আপনি কি বলছেন হুজুর?

অগ্নিবরণ। তোমাদের হুজুর যদি আমিই হতুম, তাহলে আর একজনের হুকুমে তোমরা আমার নহবৎখানা পোড়াতে পারতে না। আগে যদি জানতুম, আদমকে না মেরে তোমাদেরই আমি যমালয়ে পাঠাতুম।

গোবর্দ্ধন। নারায়ণ, নারায়ণ। [প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। জানোয়ারের দল।

বিদ্যুতের প্রবেশ।

বিদ্যুৎ। আপনার মেয়ের কথা শুনেছেন রাজা বাহাদুর? সে আমার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছে। আপনাকে বাঁচাবার জন্যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা কচ্ছি, আর আপনার মেয়ে আমাকেই পিস্তল দেখায়!

অগ্নিবরণ। মেয়েটা ওই রকম। তুমি আর তার কাছে যেও না।

বিদ্যুৎ। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, তার এ ঔদ্ধত্যের সমুচিত উত্তর দিই। বহু কষ্টে আমি আত্মসংবরণ করেছি।

অগ্নিবরণ। তুমি মহাপুরুষ।

বিদ্যুৎ। আশ্চর্য্যের বিষয়, আপনার চোখের উপর আপনার মেয়ে এমনি করে অধঃপাতে যেতে বসেছে, আর আপনি তার কোন প্রতিকারই করলেন না।

অগ্নিবরণ। হুঁ।

বিদ্যুৎ। আপনার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, অথচ আপনার মেয়েকে আপনি শাসন করতে পারেননি, এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে?

অগ্নিবরণ। কিছু না।

বিদ্যুৎ। আপনি যখন অক্ষম, তখন আমাকেই এ ভার নিতে হবে।

অগ্নিবরণ। আর তার প্রয়োজন হবে না।

বিদ্যুৎ। আপনি বলেন কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্যামা ওই উচ্ছৃঙ্খল গুণ্ডা গোরার দলে মিশেছে। নইলে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে তার সাহস হয়? শুনুন রাজা বাহাদুর। আমার ইচ্ছা, এই মাসেই আমাদের বিবাহ হয়। বিবাহের পর অন্ততঃ এক বছর আমি তাকে রতন গাঁয়ে আসতে দেব না।

অগ্নিবরণ। রতন গাঁয়েই সে থাকবে, এবং চিরদিনই থাকবে।

বিদ্যুৎ। আমার তাতে মত নেই

অগ্নিবরণ। তোমার মতামতে কিছুই যায় আসে না।

বিদ্যুৎ। আমি যাকে বিবাহ করব, সে আমার মতে চলবে না?

অগ্নিবরণ। বিবাহ 'করলে' অবশ্যই চলবে।

বিদ্যুৎ। আপনার কথা আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।

অগ্নিবরণ। আর ভাল লাগবেও না।

বিদ্যুৎ। আপনার মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন সে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে।

অগ্নিবরণ। রাজা বাহাদুরের মেয়ে যার তার কাছে কৈফিয়ৎ দেয় না। তার ভাল সে আমাদের চেয়ে বেশী বোঝে।

বিদ্যুৎ। তাই বলে সে আমাকে পিস্তল দেখাবে?

অগ্নিবরণ। আমার নহবৎখানা পোড়াতে কে হুকুম দিয়েছিল?

বিদ্যুৎ। আমি তার কি জানি?

অগ্নিবরণ। তুমিই ত জানবে।

বিদ্যুৎ। বলেন কি আপনি? আপনার নহবৎখানা পুড়ে গেলে আমার কি লাভ?

অগ্নিবরণ। সে কথা আমার চেয়ে তুমি ভাল জান।

শ্যামার প্রবেশ।

শ্যামা। বাবা, এসব কি বাবা? আদমকে খুন করেছ তুমি, আর পুলিশ খুনী বলে গোরাদাকে বেঁধে নিয়ে গেল? বল বাবা, বল, গোরাদা খুনী?

বিদ্যুৎ। কেন তুমি চিৎকার কচ্ছ? চুপ্ কর, চারদিকে পুলিশের চর কাণ পেতে আছে।

শ্যামা। আছে ত আছে। তা বলে খুনের দায়ে গোরাদার ফাঁসী হবে।

চূড়ামণির প্রবেশ।

চূড়ামণি। এত পাপ কি বৃথা যেতে পারে মা? তার জন্যে ত্রিশ বছরের মায়ের পূজো বন্ধ হয়ে গেল, জাগ্রত দেবতার প্রতিমা বৃষ্টির জলে গলে গেল, দেবীর পূজাপ্রাঙ্গণে নহবৎখানায় অস্পৃশ্য চাষারা সংসার পেতে বসল, এ মহাপাপের শাস্তি ইহলোকে ফাঁসী আর পরলোকে কুম্ভীপাক নরক।

শ্যামা। কি করে এসেছেন আপনারা তাই বলুন।

চূড়ামণি। হেঃ হেঃ হেঃ। সব এই মাথা মা। তবে তাও বলি, বিদ্যুৎ বাবাজী পাশে না থাকলে রাণীমাকে রাজী করানো আমার সাধ্য ছিল না।

অগ্নিবরণ। কি করে এ অসাধ্য সাধন করে এলে চূড়ামণি?

চূড়ামণি। দারোগাকে দিয়েছি দশ হাজার, আর সিরাজকে দিয়েছি বারো হাজার।

শ্যামা। কে দিলে এ টাকা?

বিদ্যুৎ। রাণীমা দিয়েছেন।

শ্যামা। আপনি বুঝি মাকে পরামর্শ দিয়েছেন?

বিদ্যুৎ। বুঝতেই ত পাচ্ছ।

চূড়ামণি। আর ভয় নেই রাজা বাহাদুর। পুলিশ আর আপনার ছায়াও মাড়াবে না। এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছি। গোরার যদি ফাঁসী না-ও হয়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যে হবে, তাতে কোন ভুল নেই।

শ্যামা। এ তুমি কি করলে বাবা? তোমার টাকা আছে, টাকার জোরে আদালতের চোখে কতবার তুমি ধুলো দিয়েছ। এতই যদি তোমার প্রাণের মমতা, সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারতে না? তার জন্যে এমন একটা মানুষকে তুমি ফাঁসীকাঠে ঝোলাবে? তা হবে না বাবা, তা হবে না। তাঁকে আমি মরতে দেব না। তুমি বেঁচে থাক,—তাঁকে রক্ষা করে আমিই তাঁর ফাঁসীর দড়ি গলায় পরব। [প্রস্থানোদ্যোগ।

অগ্নিবরণ। শ্যামা! [কন্যার হাত ধরিলেন]

চূড়ামণি। হ্যাঁ হে বাবাজি, এসব কি ব্যাপার?

বিদ্যুৎ। গোরা ফাঁসীকাঠে উঠুক কি আগুনে পুড়ে মরুক, তাতে তোমার কি? তুমি তার জন্যে কাঁদছ কেন?

অগ্নিবরণ। ও তুমি বুঝবে না।

বিদ্যুৎ। আমি এসব অত্যন্ত অপছন্দ করি।

অগ্নিবরণ। বাইরে গিয়ে অপছন্দ কর।

চূড়ামণি। এসব আপনি কি বলছেন? চাষা ব্যাটাদের নাকি আপনি চণ্ডীমণ্ডপে ঠাঁই দিতে বলেছেন। আমি ত তাহলে ওই চণ্ডীমণ্ডপে পূজো করতে পারব না রাজা বাহাদুর।

অগ্নিবরণ। আর দরকার হবে না। আমার বাড়ীতে আর দেব পূজো হবে না। ভজন সিং,—

ভজন সিংয়ের প্রবেশ।

ভজন। হুজুর,—

অগ্নিবরণ। প্যারেলালকে ডাক। দুজনে মিলে এই দুটো কুকুরকে চাবুক মারতে মারতে গ্রামের সীমানা পার করে দিয়ে এস।

বিদ্যুৎ। এসব আপনি—

চূড়ামণি। কি বলছেন?

ভজন। চোলেন হুজুর। বেশী বাৎচিৎ কোরলে ডাণ্ডার ঘায়ে ঠাণ্ডা করে দিবে।

বিদ্যুৎ। আপনার মেয়েকে তাহলে আপনি—

অগ্নিবরণ। শাকান্নভোজী দরিদ্রের সঙ্গে বিবাহ দেব, তবু তোমার মত লম্পটের সঙ্গে দেব না। বিলাতে গিয়ে আমার টাকায় তুমি কাপ্তেনী করেছ, ব্যারিষ্টারি পরীক্ষাটাও দাওনি। এখানে এসেও তোমার চরিত্রের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। তোমার মত বর্ব্বর আমার মেয়ের খানসামা হতে পারে, স্বামী হতে পারে না।

বিদ্যুৎ। স্বামী হতে যে পারত, সে ফাঁসীর দিন গুনছে।

ভজন। আরে চলিয়ে না সাহেব। [ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া গেল।

চূড়ামণি। এতদিনে আপদ বিদেয় হল। তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা, এ ব্যাটা তোমার উপযুক্ত নয়। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ—

শ্যামা। বেরিয়ে যান।

চূড়ামণি। আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তোমার যোগ্যবর—

শ্যামা। বেরিয়ে যান।

চূড়ামণি। হেঃ হেঃ হেঃ; মার আমার মাথার ঠিক নেই। আচ্ছা এখন তাহলে আসি। কাল আবার আসব। [প্রস্থান।

শ্যামা। বাবা,-

অগ্নিবরণ। ভেবো না মা, সত্যের মৃত্যু নেই। দেখ ত মা, দেখ ত,—চণ্ডীমণ্ডপে কারা এল? ধূপের গন্ধে দশদিক ভরে গেল! মা বুঝি এল শ্যামা, মা বুঝি এল।

শ্যামা। বাবা, তোমার মৃত্যু আমি চাইনে। তোমার টাকার পাহাড় বারবার তোমাকে রক্ষে করেছে। খুন করে শাস্তি এড়ানোর অনেক মন্ত্র তুমি জান। এই নির্দ্দোষ মানুষটাকে ফাঁসিয়ে তুমি নিজে বাঁচতে চেয়ো না বাবা। তোমাকে শেষ কথা বলে যাচ্ছি, গোরা যদি মরে, শ্যামা সহমরণে যাবে। [প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। অ্যাঁ! মেয়েটা বলে কি? গোরা যদি মরে—

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ। গোরা মরব না হুজুর, মরছে ওই মাইয়াডা, ওই আবাগীর বেটী জিন্নৎ। ওর বাপে ঘুষ খাইয়া গোরাদারে ফাসানের চক্র করছিল। জিন্নৎ উপকারীরে বাচানোর জন্তে বাপেরে খুন করছে।

অগ্নিবরণ। সেকি!

বিনোদ। তুমি হালা ভদ্রলোক, নিজের পাপ গোরাদার ঘাড়ে চাপাইবার চাও। আর ওই ছোটলোকের মাইয়া উপকারীর জন্তে

বাপেরে খুন করল। তোমার বারীতে তারা ঝাটা লাথি খাইয়া কয় দিন বা থাকছে, তোমারেও বাচাইয়া গেল। পুলিশের কাছে সে পষ্ট জোবানবন্দী দিল,—বাপ বাই দুই জনারেই সে খুন করছে।

অগ্নিবরণ। একথা জিন্নৎ বললে?

বিনোদ। আমি কিন্তু জিন্নৎ না হুজুর; আমি ঢাকার পোলা শাখারী টোলার বিনোদ। টাকার জোরে তুমি হালা বারে বারে খুন কইরা রেহাই পাইছ। জিন্নৎ তোমারে ক্ষ্যামা করছে। বাচ তুমি, আমার আপত্য নাই, কিন্তু তোমার রাজ্য ছাইরা যাওয়ার আগে আমি তোমারে জ্যান্ত পোরাইয়া থুইয়া যামু। [পিচকারী দিয়া অগ্নিবরণের মুখে এসিড নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। উঃ—ভজন সিং, পুলিশ পুলিশ! ধর্ ধর্, পালালো। উঃ, জ্বলে গেল, চোখমুখ জ্বলে গেল! সব অন্ধকার!

[পড়িতে পড়িতে প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জেলহাজত।

জিন্নতের প্রবেশ।

জিন্নৎ। "বধির যবনিকা তুলিয়া লহ প্রভু,
দেখাও তব চির আলোক-লোক;
ওপারের সবি ভালো, সকলি সুখ আলো,
এ পারের সবি ব্যথা, আঁধার শোক।

মাঝে দুস্তর কঠিন অন্তর
শ্রান্ত পথিকেরে কহিছে সর সর,
তোরণ দ্বার দেশে আতুর দীন এসে
ফিরে কি যাবে নিয়ে চির বিয়োগ?"

হর্দ্দমের প্রবেশ।

হর্দ্দম। জিন্নৎ,—

জিন্নৎ। আমার প্রণাম গ্রহণ কর কবি। কত যত্ন করে আমার স্বামী তোমাদের কবিতা আমায় পড়িয়েছিল। কিছুই কোন কাজে লাগল না। একজনের মৃত্যুতে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল। এলোকেশীর তলায় সে ঘুমিয়ে আছে। ফাঁসীর পরে আমার দেহটা কি এরা এলোকেশীর জলে ফেলে দিতে পারে না? বুকের ভেতর কে বসে আছ তুমি? পালাও, পালাও।

হর্দ্দম। এ তুমি কি করলে জিন্নৎ?

জিন্নৎ। কে ভাই তুমি আমায় নাম ধরে ডাকছ? তুমি কি আমায় চেন? আমি ত আর কখনও তোমায় দেখিনি।

হর্দ্দম। দেখেছ; যেদিন এলোকেশীর জলে বান ডেকেছিল, সেদিন যে তোমার হাত ধরেছিল, আমিই সেই হর্দ্দম খাঁ। অনেক চেষ্টা করে তোমার তদারকীর ভার আমি পেয়েছি। কেন তুমি এ কাজ করলে? কি করেছিল তোমার বাপ ভাই? কেন তাদের তুমি খুন করলে?

জিন্নৎ। তুমি কি শোননি, গোরাকে আমি ভালবাসি?

হর্দ্দম। ভাল ত আমিও বাসি। তাতে হয়েছে কি?

জিন্নৎ। বাপ ভাইয়ের তা সহ্য হল না। তারা তাকে খুন করবার চক্রান্ত করেছিল। তাই আমি তাদের সরিয়ে দিয়েছি।

হৰ্দ্দম। একি তুমি সত্য বলছ ?

জিন্নৎ। সত্যি। তোমার রাগ হচ্ছে না? মুসলমানের মেয়ে আমি, হিন্দুর ছেলেকে ভালবেসেছি, এ কথা শুনেও তুমি আমার মুখের দিকে চাইতে পাচ্ছ ?

হৰ্দ্দম। সেদিন তোমার মুখ দেখে লোভ হয়েছিল, আজ ভক্তি হচ্ছে। তুমি জাননা, কাকে তুমি ভালবেসেছ। সে ভালবাসারই যোগ্য। জেলের হাজার হাজার কয়েদী তার নাম জপ করে। জেলের এই যে চেহারা দেখছ, এ চেহারা আগে ছিল না, এসব গোরাবাবুর কীর্ত্তি।

জিন্নৎ। আমি তা জানি হৰ্দ্দম ভাই। দেখা আর হবে না। তাকে আমার প্রণাম জানিও; আমি মরে গেলে, তার আগে নয়।

হৰ্দ্দম। মরবার জন্যে কেন তুমি পাগল হয়ে উঠেছ জিন্নৎ ? পয়সা যার, মামলা তার। যা বলেছ বলেছ; আজ তুমি আদালতে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বল যে খুন তুমি করনি, করেছে ওই সিধু চক্কোত্তি। তোমার টাকা নেই, কিন্তু আমার অনেক আছে, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—যত টাকা লাগে, তোমার জন্যে তারা খরচা করবে। তুমি শুধু বলো যে এই ছোট জেলার ব্যাটা তোমায় মেরে জবানবন্দী আদায় করেছে।

জিন্নৎ। তা হয় না হৰ্দ্দম খাঁ। কি হবে বেঁচে থেকে ? আমার মত দুর্ভাগিনীর মরাই ভাল। বাপ নেই, ভাই নেই, কেউ নেই; কে দেখবে আমাকে ?

হৰ্দ্দম। তুমি আমায় ভাই বলেছ। আমার ত বোন নেই। তুমি আমার ঘরে আমার বোন হয়ে থাকতে পারবে না? ভয় কি তোমার ? গোরাবাবুকে যে ভালবেসেছে, যমও তাকে খাতির করবে।

আর, যদি বিশ্বাস কর ত বলি, আমি যা ছিলুম, আজ আর তা নেই। গোরাবাবু আমার দফারফা করে রেখে গেছে।

জিন্নৎ। আলোর পরশ পেয়েছ যদি, আর অন্ধকারে ডুব দিও না। জেল থেকে ফিরে গিয়ে তার নির্দ্দেশ মত চলো। সে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, একটা জলজ্যান্ত মানুষ।

হর্দ্দম। দেখবে জিন্নৎ? ডাকব?

জিন্নৎ। অ্যাঁ, কাকে ডাকবে?

হর্দ্দম। গোরাবাবুকে।

জিন্নৎ। কোথায় সে?

হর্দ্দম। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার হুকুম না পেলে আসবে না।

জিন্নৎ। এসেছে? যাবার আগে দেখা হবে? না—না—না—না, ফিরে যেতে বল, ফিরে যেতে বল। আমার মন্ত্র ভুলিয়ে দেবে। সে মুখে বড় মায়া! সে চোখের দিকে চেয়ে কেউ তার আদেশ অমান্য করতে পারে না। সে মুখের কথা শুনলে আর মরতে ইচ্ছে করে না। হর্দ্দম ভাই, তুমি তাকে বল গিয়ে, আমি তাকে ঘৃণা করি। যাও ভাই যাও, অনেক চেষ্টায় আমি বুক বেঁধেছি; সে এসে সামনে দাঁড়ালে বাঁধ ভেঙ্গে যাবে।

হর্দ্দম। যাতে ভাঙ্গে, তাই আমি দেখছি। তুমি আমার কথা শুনলে না, দেখি তার কথা কেমন করে পায়ে ঠেল? [প্রস্থান।

জিন্নৎ। খোদা, বুকে বল দাও।

গোরার প্রবেশ।

গোরা। এ তুমি কি করলে জিন্নৎ?

জিন্নৎ। আঃ—কেন এলে তুমি? যাও যাও, চলে যাও। মরার আগে হিন্দুর মুখ আমি যত কম দেখতে পাই, ততই আমার শান্তি।

গোরা। এ তুমি কি বলছ? হিন্দুর মুখ দেখলে তোমারও ঘৃণা হয় জিন্নৎ?

জিন্নৎ। কেন হবে না? তোমরা রাজা, তোমরা দেওয়ান, তোমরাই জজ ম্যাজিষ্ট্রেট,—তোমাদের রথের চাকা চিরদিনই আমাদের বুকের উপর দিয়ে চলে গেছে। আজও তার বিরাম নেই। তোমারই মত একজন হিন্দু আমাদের ঘরছাড়া করেছে। তুমি চক্রান্ত করে তারই ঘরে আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলে, তারই ফলে আমার ভাই মরেছে।

গোরা। আমি তোমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছি? এই কি তোমার বিশ্বাস? তোমাকে গুণ্ডার হাত থেকে আমিই কি রক্ষা করিনি?

জিন্নৎ। সে তোমার ছলনা।

গোরা। নিজের জীবন তুচ্ছ করে আমিই কি তোমাদের জোর করে রাজবাড়ীতে নিয়ে আসিনি?

জিন্নৎ। সে তোমার অভিনয়।

গোরা। তোমাদের জন্যে আমি ত সেদিনও জেল খেটে এসেছি জিন্নৎ।

জিন্নৎ। এ সবই ষড়যন্ত্র।

গোরা। যা-ই তুমি মনে কর বোন, আমার তাতে কিছুই যায় আসে না। আমি যা কচ্ছি, চিরদিনই তা করব; প্রতিদান চাইব না, কৃতজ্ঞতার আশা রাখব না। তোমার উপর রাগও আমি করিনি জিন্নৎ। শোকে দুঃখে তুমি জ্ঞান হারিয়েছ। তাই বুঝতে পাচ্ছ না, কে বন্ধু আর কে শত্রু।

জিন্নৎ। যান আপনি বেরিয়ে যান। হিন্দু আপনি, মুসলমানীর সঙ্গে কি কথা আপনার?

গোরা। কথা শোন জিন্নৎ। এমনি করে তুমি আত্মহত্যা করো না। তোমাকে রক্ষা করার জন্যে আমি একজন ভাল উকীল বহাল করেছি। আজ রাত্রেই তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।

জিন্নৎ। না না, আমার উকীলের দরকার নেই।

গোরা। কেন তুমি মরতে চাও জিন্নৎ? সংসারে তোমার অনেক কাজ আছে। আমি এই অভাগা নিরক্ষর চাষীদের জন্যে একটা পাঠশালা তৈরী করব, তুমি হবে তার শিক্ষয়িত্রী। অশিক্ষার পঙ্কে আকণ্ঠ ডুবে থেকে যারা নিজেদের ভাল বোঝে না, যারা পড়ে পড়ে মার খায়—তবু আর্ত্তনাদ করে না, হাত তোলে না, তুমি তাদের ভার নেবে—এ যে আমার অনেক দিনের কল্পনা। তুমি আত্মহত্যা করো না, তোমায় বাঁচতে হবে জিন্নৎ। (২)

জিন্নৎ। কেন বাঁচতে হবে? আপনার জন্যে, নয়? আমার মুখখানা বুঝি সুন্দর?

গোরা। জিন্নৎ! ছি ছি ছি, এ তুমি কি বলছ? আমি যে তোমাকে বোন ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি। যাক্ যাক্ আমি কিছু মনে করিনি দিদি। তোমার মাথা ঠিক নেই, না থাকবারই কথা। আর তুমি আমায় কখনও দেখতে পাবে না। দূর থেকে আমি তোমার মঙ্গল কামনা করব। তুমি মরো না জিন্নৎ, তোমার একটুখানি উপকার আমায় করতে দাও। নিজেকে রক্ষা করে তুমি ওই অভাগা চাষীদের রক্ষা কর। [প্রস্থান।

জিন্নৎ। তুমি আমার পরম বান্ধব, তুমি আমার সব চেয়ে বড় শত্রু। তুমি দীর্ঘদিন বেঁচে থাক,—তোমার জন্যেই আমি প্রাণ দিচ্ছি, একথা আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না। হে মহাপুরুষ, যাবার আগে তোমার উদ্দেশ্যে শেষ নমস্কার করে যাই। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজবাড়ী।

অগ্নিবরণের প্রবেশ; তাঁহার চোখে কালো চশমা,
তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ।

অগ্নিবরণ। কে ডাকছে? কে শঙ্খঘণ্টা বাজাচ্ছে? এমন গন্ধ কোথা থেকে ভেসে আসছে? এমন বাঁধন হারা আনন্দের ঢেউ কে বহিয়ে দিলে? মা কি এল? আমার মা কি এল?

গীতকণ্ঠে কবির প্রবেশ।

কবি। গীত :

মা এসেছে ঘরে, ওরে মা এসেছে ঘরে,
দেখ গে মা তোর দেবালয়ে বসে আছে আলো করে।
এত বছর ঢাকে ঢোলে যার করেছিস পূজা,
খড় মাটির সে পুতুল ওরে নয়ক দশভুজা;
জীবের সেবায় শিব এল রে,
বরণ করে নে রে ঘরে,
মনের চোখে দেখ চাহি ভাই, হাসিতে মা'র মুক্তা ঝরে।

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। এত ধূপের গন্ধ কোথা থেকে আসছে?

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। রাজা,—

অগ্নিবরণ। কে, রাণী? অনেকক্ষণ দেখিনি যে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। ছাদের উপর দাড়িয়েছিলুম রাজা। জিন্নৎকে ওরা নিয়ে গেল। যাবার সময় রাজবাড়ীর দিকে চেয়ে নমস্কার করে গেল।

অগ্নিবরণ। শেষ হয়ে গেল? আমি কবে যাব? দেখ ত রাণি, ধূপের গন্ধ কোথা থেকে আসছে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা এসেছে রাজা।

অগ্নিবরণ। মা এসেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মনের মধ্যে তাঁর আগমনী গান বেজে উঠেছে। আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তার পায়ের শিঞ্জিনী, তার দশ ভুজে দশ প্রহরণের ঝঙ্কার দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কোথায় মা? কোথায় মা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা তোমার চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছে রাজা। যাদের তুমি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে দেবালয়ে আশ্রয় দিয়েছ, তাদেরই মাঝখানে মা বসে আছেন।

অগ্নিবরণ। আমি যে অন্ধ, কেমন করে মাকে দেখব?

বিষ্ণুপ্রিয়া। চোখ দিয়ে আর দেখতে পাবে না, মন দিয়ে দেখ। [প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। "যা দেবি সর্ব্বভূতেষু দৃষ্টিরূপেন সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

শ্যামার প্রবেশ।

শ্যামা। বাবা,—

অগ্নিবরণ। কে? শ্যামা? গলাটা ধরা কেন মা? কাঁদছিস্? না না, কাঁদিসনি। অনেক দিন ত পৃথিবীর সৌন্দর্য্য দেখলাম, এবার তোর চোখ দিয়ে দেখব।

শ্যামা। জিন্নতের ফাঁসী হয়ে গেল বাবা।

বিষ্ণুপ্রিয়া। হয়ে গেছে?

অগ্নিবরণ। রাখতে পারলি না? রাজকোষ ত খুলে দিয়েছিলাম, গোরা ত অনেক চেষ্টাও করেছিল।

শ্যামা। মানুষের যা সাধ্য, তার কিছুই তিনি বাকী রাখেননি। তবু তাকে রাখা গেল না। কি যে তার দুর্জ্জয় পণ, কেউ তা

ভাঙতে পারলে না। ফাঁসীর মঞ্চে উঠে একবার শুধু গোরাদার নাম করলে, দুচোখে শ্রাবণের ধারা বইল। তারপর ফাঁসীর দড়ি নিজের হাতে গলায় পরিয়ে দিলে। একটু জমি দেবে বাবা তার কবরের জন্মে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। নিশ্চয়ই দেব।

অগ্নিবরণ। তোরা যে আমায় বলতে দিলি না। আমি ত কবুল করতেই চেয়েছিলাম।

শ্যামা। তাতে কোন ফল হত না। বাপকে খুন করার জন্মে শাস্তি তার নিশ্চয়ই হত।

অগ্নিবরণ। কেন সে তার বাপকে খুন করলে জানিস?

গোরার প্রবেশ।

গোরা। আমি জানি রাজাবাহাদুর। আমার উপর আদমের খুনের দায় চাপিয়ে দেবার জন্মে আপনারা টাকা দিয়ে সিরাজকে হাত করেছিলেন। হিন্দু আপনারা, হিন্দুর উপর যে অবিচার করতে চেয়েছিলেন, মুসলমানের মেয়ের তা বরদাস্ত হয়নি। উপকারীকে রক্ষা করবার জন্মে সে তার বাপকে খুন করেছে। কথাটা আগে সে কাউকে জানতে দেয়নি রাজা বাহাদুর। আজ জয়দেব এসে আমায় এই পুঁটলিটা দিয়ে গেছে।

শ্যামা। কিসের পুঁটলি, কি আছে এর মধ্যে?

গোরা। আমার নামে একখানা চিঠি, আর সিরাজের ঘুষের সাত হাজার টাকা। এই নিন রাজা বাহাদুর। আমি চললুম, আজ থেকে আপনি নিষ্কণ্টক।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বসো বাবা বসো। তুমি দুঃখ করো না। তুমি ত তাকে মারনি, মেরেছি আমি।

অগ্নিবরণ। গোরা,—

গোরা। জিন্নৎ আমার বাহু ভেঙ্গে দিয়েছে। সে আমার বন্ধুর স্ত্রী, আমার কুড়িয়ে পাওয়া বোন। আমিই তার মৃত্যুর কারণ। এ বেদনা আমি সইতে পাচ্ছি না। আমি যাই। [প্রস্থানোদ্যোগ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওরে ও শ্যামা,—

শ্যামা। [পথরোধ] গরীব চাষীদের ফেলে কোথায় যাবে তুমি? কে দেখবে ওই হতভাগাদের?

গোরা। তুমি রইলে, ওদের দেখো।

অগ্নিবরণ। তুমি যেও না গোরা। তুমি যা চেয়েছিলে, তার চেয়ে তোমায় আমি অনেক বেশী দেব। তোমাকে অদেয় আজ আমার কিছুই নেই। বল তুমি কি চাও।

শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। ও কি চাইবে রাজা বাহাদুর? হতভাগা ছেলে শুধু দিতেই জানে, চাইতে জানে না। চাইবে ওর মা। রাজা বাহাদুর, আপনার মেয়েটিকে আমায় দিন।

অগ্নিবরণ। তুমি সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী বুঝি? নাও বোন্; তোমাকে দিলাম পুত্রবধূ, আর তোমার ছেলেকে দিলাম আমার যা আছে সব। এস তোমরা কাছে এস। [দুই হাতে দুই জনকে ধরিলেন] মরে গেছে অগ্নিবরণ রায়, ফুরিয়ে গেছে অত্যাচারী রাজা পুরাতনের শ্মশানের উপর আজ নূতনের অভিষেক হক। রতন গাঁকে তোমরা ফলে ফুলে সৌরভে গৌরবে ভরিয়ে তোল। শিবমস্তু।

[গোরা ও শ্যামার হাত মিলাইয়া দিলেন। উভয়ে অগ্নিবরণ বিষ্ণুপ্রিয়া ও শঙ্করীকে প্রণাম করিল, নেপথ্যে শঙ্খ বাজিল।]

যবনিকা